শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়াষ্টমাধস্তন-পুরুষবর্য্যেণ

শ্রীমতা ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ

প্রণীতা ব্যাখ্যাতা চ

তল্লিখিত বিজ্ঞাপনোপক্রমণিকোপসংহার-সহিতা

প্রভুপাদ-১০৮ শ্রীল-ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-ঠক্কুর-প্রতিষ্ঠিত—

শ্রীচৈতন্যমঠস্য তথা তচ্ছাখাবৃন্দ-শ্রীগৌড়ীয়মঠানাং ভূতপূর্ব্বাচার্য্যেণ

ত্রিদণ্ডিপাদেন শ্রীমতা ভক্তিবিলাসতীর্থমহারাজেন

সম্পাদিতা

পঞ্চম সংস্করণম্

পঞ্চশত গৌরাব্দীয়া, গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চমী

"শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসর"

ভৈক্ষ্যম্

ঃঃ প্রকাশক ঃঃ

শ্রীধামমায়াপুরস্থ-শ্রীচৈতন্যমঠতঃ

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু-শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজেন-প্রকাশিতা

জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-

মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।

কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ

কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবতম্ ২।৩।১২

মুদ্রাকর ঃ

শ্রীশান্তিরাম দত্ত

মা শীতলা কম্পোজিং ওয়ার্কস

৭০, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ওঁ

॥ তৎ সৎ ॥

সত্যং পরং ধীমহি।

মূলভাগবতং চতুঃশ্লোকম্

জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং
যাবানহং
(অন্বয়ান্নির্ব্বিকল্পদর্শনম্)

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ১ক

যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্
যথা ভাবো
(ব্যতিরেকাৎ সবিকল্পদর্শনম্)

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ২খ

তদ্রহস্যং
যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
(আত্মপরমাত্মলীলাপরিচয়ং প্রীতিতত্ত্বম্)

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্ ॥ ৩গ

তদঙ্গঞ্চ
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞান
(রহস্যসাধকং ভক্তিতত্ত্বম্)

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ৪ঘ

গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ১ ॥

মস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥২॥

ক, শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়াং প্রথমদ্বিতীয়ৌ (অধ্যায়ৌ) বিচার্য্যৌ।
খ, সংহিতায়াং তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠ-নবমাধ্যায়া বিচার্য্যাঃ।
গ, সপ্তমাষ্টমদশমাধ্যায়া বিচার্য্যাঃ।

মূল ভাগবতের অর্থ

[প্রথম শ্লোকে পরব্রহ্ম, আত্মা ও মায়ার পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে।]

১। সর্ব্বাগ্রে শুদ্ধ জীবনিচয়ের আশ্রয়, সর্ব্বশক্তিমান, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ একমাত্র আমি ছিলাম। সৎ—সূক্ষ্ম সত্তা, অসৎ—স্থূল সত্তা ও তদুভয়ের পরতত্ত্ব বদ্ধজীবসত্তাময় এই মায়িক জগৎ ছিল না। আমা হইতে তত্ত্বতঃ অভিন্ন, কিন্তু বিকল্পতঃ ভিন্ন এই মায়িক জগৎ আত্মার শক্তি-পরিণামরূপ সত্যবিশেষ। মায়িক-সত্তা বিগত হইলে, পূর্ণরূপ আমি অবশিষ্ট থাকিব।

[দ্বিতীয় শ্লোকে বিকল্পবিচারদ্বারা উক্ত জ্ঞান বিজ্ঞানরূপে প্রকাশিত হইতেছে।]

২। নিত্য সত্য বৈকুণ্ঠতত্ত্বরূপ অর্থ হইতে ভিন্নরূপে যাহা প্রকাশ পায় এবং আত্মতত্ত্বে যাহার অবস্থিতি নাই, তাহাই আত্মমায়া। (অন্বয় উদাহরণ)=জলচন্দ্রের ভাস যেমত নিত্যচন্দ্র হইতে ভিন্ন, মায়িক জগৎটীও বৈকুণ্ঠের প্রতিফলন হওয়ায় তদ্রূপ বৈকুণ্ঠ হইতে পৃথক। (ব্যতিরেক উদাহরণ)=তমঃ, অন্ধকার বা ছায়া যেমত নিত্য বস্তুর অনুগততত্ত্ব, কিন্তু নিত্য বস্তু নয়, তদ্রূপ মায়িক জগৎ বৈকুণ্ঠ হইতে অভিন্ন-মূল হইয়াও বৈকুণ্ঠে অবস্থিত নয়।

[তৃতীয় শ্লোকে তদ্রহস্য জ্ঞাপিত হইতেছে।]

৩। মহাদাদি সূক্ষ্ম ভূতসকল যেরূপ ক্ষিত্যাদি স্থূলভূতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াও সূক্ষ্মভূতরূপে স্বতন্ত্র থাকে, তদ্রূপ সর্ব্বকারণরূপ আমি সমস্ত সত্তার মূল সত্য ব্রহ্ম-পরমাত্মরূপে অনুস্যূত থাকিয়াও সর্বক্ষণ পৃথগ্রূপে পূর্ণ ভগবৎসত্তা প্রকাশ করত প্রণত জনের একান্ত প্রেমাস্পদ আছি।

[চতুর্থ শ্লোকে তদঙ্গ অর্থাৎ সাধন জ্ঞাপিত হইতেছে।]

৪। আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ পূর্ব্বদর্শিত অন্বয়ব্যতিরেক বিচারক্রমে সর্ব্বদেশকালাতীত নিত্যসত্যের অনুশীলন করিবেন।*

---

* এই সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিচাররূপ মূল ভাগবত নিত্য। ব্যাসাদি বিদ্বজ্জনকর্তৃক উহা বিপুলীকৃত হইয়াছে। উপক্রমণিকায় ৫৬-৫৯ পৃঃ দেখুন।

বিজ্ঞাপন।

আর্য্যশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক আমি 'শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি। বৈষ্ণবতত্ত্বই আর্য্যধর্ম্মের চরমাংশ। তৎ-সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করা হইয়াছে। শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব সকলেই এই গ্রন্থ নিজ নিজ অধিকার বিচার করিবেন। ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞানেরও চরম মীমাংসা পাওয়া যাইবে, ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল তাৎপর্য্যও ইহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব আর্য্যধর্ম্মের সমস্ত শাখা-প্রশাখার আলোচনা এই গ্রন্থে প্রাদেশিকরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উপক্রমণিকায় ধর্ম্মতত্ত্বের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিচার লক্ষিত হইবে। উপসংহারে আধুনিক পদ্ধতিমতে তত্ত্ববিচার করা হইয়াছে।

গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে সকল প্রকার লোকের হস্তগত হইবে। পাঠক মহাশয়-গণ অধিকতর বিচারপূর্ব্বক পাঠপ্রবৃত্তি অবলম্বন করিবেন, ইহা বোধ হয় না। শ্রীজয়দেবকৃত 'গীতগোবিন্দ' "যদি হরি-স্মরণে সরসং মনঃ, যদি বিলাসকলাসু কুতুহলমিত্যাদি' বাক্যদ্বারা কেবল মাত্র অধিকারী জনের পাঠ্য হইয়াছে, তথাপি সামান্য সাহিত্যবিৎ পণ্ডিতবর্গ ও প্রাকৃত শৃঙ্গাররসপ্রিয় পুরুষেরা তদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও বিচার হইতে নিরস্ত নহেন; অতএব তৎসম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক।

প্রাচীনকল্প পাঠকমহাশয়দিগের নিকটে আমার কৃতাঞ্জলি নিবেদন এই যে, স্থানে স্থানে তাঁহাদের চিরবিশ্বাসবিরোধী কোন সিদ্ধান্ত দেখিলে, তাঁহারা তদ্বিষয় আপাতত এই স্থির করিবেন যে, ঐ সকল সিদ্ধান্ত তত্তদধিকারী জন-সম্বন্ধে কৃত হইয়াছে। ধর্ম্মবিষয়ে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বলোকের গ্রাহ্য। আনুষঙ্গিক বৃত্তান্ত-বিষয়ে সিদ্ধান্তসকল কেবল অধিকারী জনের জ্ঞানমার্জ্জনরূপ ফলোৎপত্তি করে। যুক্তিদ্বারা শাস্ত্রমীমাংসাপূর্ব্বক উপ-ক্রমণিকায় ঐতিহাসিক ঘটনা ও কালসম্বন্ধে যে সকল বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করিলে পরমার্থের লাভ বা হানি নাই।

ইতিহাস ও কালজ্ঞান=ইহারা অর্থশাস্ত্রবিশেষ। যুক্তিদ্বারা ইতিহাস ও কালের বিচার করিলে ভারতের অনেক উপকার হইবে। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ পরমার্থসম্বন্ধেও অনেক উন্নতির আশা করা যায়। প্রাচীন বিশ্বাসবাদীতে যুক্তিস্রোত সংযোগ করিলে ভ্রমরূপ বদ্ধ শৈবালসকল দূরীভূত হইয়া পড়িবে ও কালক্রমে অযশোরূপ পূথিগন্ধ নিঃশেষিত হইলে ভারতবাসীদিগের বিজ্ঞানটী স্বাস্থ্য লাভ করিবে। উপক্রমণিকার স্বাধীন সিদ্ধান্ত দেখিয়া পূজ্যপাদ শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতবর্গ ও সাত্বত মহোদয়গণ শ্রীকৃষ্ণসংহিতার অনাদর না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। আর কিছু না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ-নাম, গুণ ও লীলা কীর্ত্তন আছে বলিয়াও তাঁহারা সংহিতাকে আদর করিতে বাধ্য আছেন। ভাগবতে (১২।১২।৫২) নারদ বলিয়াছিলেন ঃ—

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতি
শ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যচ্ছৃণ্বন্তি
গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥

নব্য পাঠকবৃন্দের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, 'কৃষ্ণ-সংহিতা' নাম শুনিয়া ও ব্রজলীলাদি-শব্দ কর্ণগোচর করিয়া প্রথমেই আমার পুস্তকের বিরুদ্ধে পক্ষপাত না করেন। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যত পাঠ করিবেন ততই অপ্রাকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমার বিবেচনায় তাঁহারা প্রথমে উপক্রমণিকা, পরে উপসংহার ও অবশেষে মূলগ্রন্থ পাঠ ও বিচার করিলে অধিক ফল পাইবেন।

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, শ্রীযুত পণ্ডিত দামোদর বিদ্যাবাগীশ, শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র মহাপাত্র, শ্রীযুত পণ্ডিত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রমোহন তর্করত্ন মহাশয়গণ এই গ্রন্থ সংশোধন-কার্য্যে আমাকে ক্রমশঃ সাহায্য করিয়াছেন। নিবেদনমেতৎ।

ভগবদ্দাসানুদাসস্য অকিঞ্চনস্য
শ্রীকেদারনাথদত্তস্য (ভক্তিবিনোদস্য)।

সম্পাদকের নিবেদন

বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তি-প্রচারধারার ভগীরথ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, যাঁহারা ভাগবত-ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া বিচারপরায়ণতার সহিত ভজনে উৎসাহী, সেই সকল সজ্জনের নিমিত্ত 'শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা' প্রণয়ন করিয়াছেন। ৮১ বৎসর পূর্ব্বে=১২৮৬ বঙ্গাব্দে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সংস্করণের ২৬ বৎসর পরে ঠাকুর-সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'-নাম্নী মাসিক-পারমার্থিক-পত্রিকার ১৫শ খণ্ডে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই দ্বিতীয়-সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' অধুনা স্বধামগত শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত লিখিয়াছিলেন—'সম্প্রতি শ্রীল ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সংশোধন ও প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন করতঃ তদীয় সজ্জনতোষিণী-পত্রিকায় (১৫শ খণ্ডে) পুনঃ প্রকাশিত হইল।" তজ্জন্য উভয় সংস্করণের গ্রন্থই আমাদের হস্তগত হইলেও 'দ্বিতীয়-সংস্করণ'-অনুসারেই এই 'তৃতীয়-সংস্করণ' প্রকাশিত হইতেছে। তবে প্রথম সংস্করণের কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয়, বিশেষতঃ ২টী পাদটীকা দ্বিতীয় সংস্করণে দেখিতে না পাইয়া তাহা প্রথম সংস্করণ হইতে এই তৃতীয় সংস্করণে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার-লিখিত 'বিজ্ঞাপন ও তৎপূর্ব্বে সন্নিবেশিত চতুঃশ্লোকাত্মক মূলভাগবত সম্বন্ধীয় পৃষ্ঠাদ্বয় প্রথম সংস্করণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা দেখিতে পাই নাই।

দ্বিতীয়-সংস্করণও অল্পকালের মধ্যেই নিঃশেষ হয়। তৎপরে সুদীর্ঘ ৫০ বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থের আর সংস্করণ না হওয়ায় গ্রন্থরাজ লুপ্ত-প্রায়ই হইয়াছিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শুভেচ্ছায় ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় "তচ্ছৃবন্, সুপঠন্, বিচারনপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ" শ্রীমদ্ভাগবত-

কারের এই নির্দ্দেশানুসরণকারী 'বিচারপরায়ণ' সাধকগণ যে এই গ্রন্থ পাইয়া অতিশয় উল্লসিত হইবেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম জয়যুক্ত হউন।

শ্রৌতসিদ্ধান্তে দৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত না হইলে এই গ্রন্থের মর্ম্ম উপলব্ধির বিষয় হইবে না। বিশেষতঃ কোমলশ্রদ্ধগণের কোন কোন স্থলে অসুবিধায় পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে। তজ্জন্য ঠাকুর স্বয়ং গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' লিখিয়াছেন— "গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে সকল প্রকার লোকের হস্তগত হইবে। পাঠক মহাশয়গণ অধিকার বিচারপূর্ব্বক পাঠ-প্রবৃত্তি অবলম্বন করিবেন, ইহা বোধ হয় না।" ঠাকুর আরও লিখিয়াছেন—" (এই গ্রন্থের) উপক্রমণিকার স্বাধীন সিদ্ধান্ত দেখিয়া পূজ্যপাদ শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতবর্গ ও সাত্বত মহোদয়গণ শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতার অনাদর না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। আর কিছু না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণনাম, গুণ ও লীলা-কীর্ত্তন আছে বলিয়াও তাঁহারা সংহিতাকে আদর করিবেন।" নব্য পাঠকদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া ঠাকুর লিখিয়াছেন = "কৃষ্ণসংহিতা নাম শুনিয়া ও ব্রজলীলাদি-শব্দ কর্ণগোচর করিয়া (নব্য পাঠকবৃন্দ) প্রথমেই আমার পুস্তকের প্রতি বীতরাগ না হন। শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক যত পাঠ করিবেন, ততই অপ্রাকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।" আমরা ঠাকুরের নির্দ্দেশের প্রতি সহৃদয় পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বিগত ২৬ বৎসর পর এই গ্রন্থরাজ পঞ্চম সংস্করণরূপে প্রকাশিত হইলেন।

এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ঠাকুর কর্তৃক উদ্ভূত প্রত্যেকটী শ্লোকের স্কন্ধ, অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে ; গীতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোকসমূহের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যাও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে পাঠকগণ সহজেই আকর গ্রন্থের উদ্দিষ্ট বিষয় লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইবেন। সংহিতার শ্লোকসমূহের এবং উদ্ধৃত শ্লোকসমূহের সূচীও পদত্ত হইল। ইহা পূর্ব্ব কোন সংস্করণে ছিল না।

ঠাকুর বঙ্গভাষায় গ্রন্থের উপক্রমণিকা, মূলগ্রন্থের শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যা ও উপসংহার লিখিয়াছেন। ভাষা অতীব প্রাঞ্জল। মূল গ্রন্থের শ্লোকসমূহও প্রাঞ্জল কিন্তু গম্ভীরবিচারযুক্ত। গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং তাহা ব্যাখ্যা করায় দয়ালু পাঠক তদনুশীলনে গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দ লাভ করিবেন।

গ্রন্থের উপক্রমণিকায়—১। পরমার্থবিচার, ২। ভারতের ঐতিহাসিক বিবৃতি, ৩। আর্য্যগ্রন্থাবলীর রচনাকাল-বিচার, ৪। আর্য্যদিগের সর্বপ্রাচীনত্ব, ৫। পরমার্থ-তত্ত্বের ঐতিহাসিক ক্রমোন্নতি ও ৬। অনাত্মক-তর্ক-নিরাস এবং উপসংহারে যথাক্রমে সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অভিধেয়তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। মূলগ্রন্থে দশটী অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে 'বৈকুণ্ঠ'-বিচার, দ্বিতীয়ে 'ভগবচ্ছক্তি'-বিচার, তৃতীয়ে 'অবতার'-বিচার, চতুর্থ হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত 'শ্রীকৃষ্ণলীলা' বিচার, অষ্টমে 'শ্রীকৃষ্ণলীলাগত অন্বয় ও ব্যতিরেক'-বিচার, নবমে 'শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি'-বিচার এবং দশমে 'কৃষ্ণাপ্তজনচরিত্র'-বিচার বর্ণিত হইয়াছে।

ঠাকুর ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর-পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে এই গ্রন্থরাজ এবং 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত', 'জৈব-ধর্ম্ম', 'ভাগবতার্কমরীচিমালা' প্রভৃতি বহু পরমার্থ-বিচারপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতেই প্রতীয়মান হয়, তিনি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। নতুবা সর্ব্বদা বিবিধ বিষয়ে ব্যস্ততাপূর্ণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাকালে এই সকল চিন্তার অতীত গ্রন্থমালা-প্রণয়ন কি প্রকারে সম্ভবাপর? অথচ তিনি সর্বদাই সকল প্রকার দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য যে প্রকার সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাও অতীব বিস্ময়কর। তাঁহার অমর অবদানের জন্য পরমার্থ-প্রায়সী সকলেই চিরকাল তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত থাকিবেন, সন্দেহ নাই। সম্প্রতি শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীমৎ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন-লিখিত ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে উপসংহারে ঠাকুরের রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকাও রচনা-কালসহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। তজ্জন্য উহা এস্থলে পুনরাবৃত্তি করিলাম না। জনসাধারণের নিত্যকল্যাণের জন্য ঠাকুরের এই লুপ্তপ্রায় গ্রন্থরাজের 'তৃতীয় সংস্করণ'-প্রকাশের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে Allembic Distributors'-এর কলিকাতা-শাখার সুযোগ্য কার্য্যাধ্যক্ষ ধর্ম্ম-প্রাণ মহানুভব শ্রীগৌরগোপাল সরকার বি-এ মহাশয় আনন্দের সহিত ইহার যাবতীয় ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃতি প্রদান করেন। তাঁহার অর্থেই গ্রন্থরাজের সংস্করণ প্রকাশিত হইল। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা-পাশ আবদ্ধ। শ্রীশ্রীগৌরহরির পাদপদ্মে তাঁহার ও তাঁহার পরিজনগণের নিত্য-কল্যাণ কামনা করিতেছি।

নিবেদক

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ**।

নিঘণ্টপত্র

—০—

———

গ্রন্থকারকৃত শ্লোকসমূহের বর্ণানুক্রমিক সূচী

[প্রথম অঙ্কটী অধ্যায়সংখ্যা, দ্বিতীয়টী শ্লোকসংখ্যা
এবং শেষটী পৃষ্ঠাসংখ্যা-জ্ঞাপক ।]

উপক্রমণিকা ও উপসংহারে উদ্ধৃত
শ্লোকসমূহের বর্ণানুক্রমিক সূচী

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা

——ঃ*ঃ——

চৈতন্যাত্মনে ভগবতে নমঃ।

—ঃ০ঃ—

উপক্রমণিকা

শাস্ত্র দুইপ্রকার, অর্থাৎ অর্থপ্রদ ও পরমার্থপ্রদ। ভূগোল, ইতিহাস, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, মানসবিজ্ঞান, আয়ুর্ব্বেদ, ক্ষুদ্র-জীব-বিবরণ, গণিত, ভাষাবিদ্যা, ছন্দবিদ্যা, সংগীত, তর্কশাস্ত্র, যোগবিদ্যা, ধর্ম্মশাস্ত্র দণ্ডবিধি, শিল্প, অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যাই অর্থপ্রদ শাস্ত্রের অন্তর্গত। যে শাস্ত্র যে বিষয়কে বিশেষরূপে ব্যক্ত করে এবং তদনুযায়ী যে সাক্ষাৎ ফল উৎপন্ন করে তাহাই তাহার অর্থ। অর্থসকল পরস্পর সাহায্য করতঃ অবশেষে আত্মার পরম-গতিরূপে যে পরম ফল উৎপন্ন করে তাহাই পরামর্থ। যে শাস্ত্রে ঐ পরম ফল প্রাপ্তির আলোচনা আছে, তাহার নাম পারমার্থিক শাস্ত্র।

দেশ বিদেশে অনেক পারমার্থিক শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ঋষিগণ অনেক দিবস হইতে পরমার্থ বিচার করিয়া অনেক পারমার্থিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্বপ্রধান। ঐ গ্রন্থখানি

বৃহৎ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকবিশিষ্ট। ঐ গ্রন্থে* জগতের সমস্ত তত্ত্বই সর্গ বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর-কথা, ঈশ-কথা নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় —এই দশটী বিষয় বিচারক্রমে কোন স্থলে সাক্ষাদুপদেশ ও কোন স্থলে ইতিহাস ও অন্যান্য কথা উল্লেখে সমালোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আশ্রয়-তত্ত্বই পরমার্থ। আশ্রয়তত্ত্ব নিতান্ত নিগূঢ় ও অপরিসীম। আশ্রয়তত্ত্ব জীবের পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ হইলেও মানবগণের বর্ত্তমান বদ্ধাবস্থায় ঐ অপ্রাকৃত তত্ত্ব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা কঠিন। এ বিধায় ভাগবত-রচয়িতা দশম তত্ত্ব স্পষ্টরূপে বোধগম্য করুণাশয়ে পূর্ব্বোল্লিখিত নয়টী তত্ত্বের আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন †

এবম্বিধ অপূর্ব্ব গ্রন্থ এ কাল পর্য্যন্ত উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই। স্বদেশ-বিদেশস্থ মানবগণকে ভারবাহী সারগ্রাহী রূপ দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে ভারবাহী বিভাগই বৃহৎ। সারগ্রাহী মহোদয়গণের সংখ্যা অল্প। তাঁহারা স্বয়ং শাস্ত্রতাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ আত্মার উন্নতি সাধন করেন। এতন্নিবন্ধন শ্রীমদ্ভাবগতের যথার্থ তাৎপর্য্য এপর্য্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের সারগ্রাহী অনুবাদ করিবার জন্য আমার নিতান্ত বাসনা ছিল, কিন্তু এবম্বিধ বিপুল গ্রন্থের অনুবাদ করণে আমার অবকাশ নাই। তজ্জন্য সম্প্রতি ঐ গ্রন্থের মূল তাৎপর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক প্রয়োজনীয় বিষয়সকল 'শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা গ্রন্থরূপে সংগ্রহ করিলাম। সংগ্রহ করিয়াও সন্তোষ না হওয়ায় তাহাকে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করলাম। আশা করি, পরমার্থতত্ত্ব-নিরূপণে এই গ্রন্থখানি বিজ্ঞজনেরা সর্ব্বদা গাঢ়রূপে আলোচনা করিবেন।

---

* অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ। (ভাগবত ২।১০।১)

† দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা। (ভাগবত (২।১০।২)

পরমার্থতত্ত্বে সকল লোকেরই অধিকার আছে। কিন্তু আলোচকগণের অবস্থাক্রমে তাঁহাদিগকে তিন ভাগে বিভাগ করা যায়।* যাঁহাদের স্বাধীন বিচার-শক্তির উদয় হয় নাই, তাঁহারা কোমলশ্রদ্ধ নামে প্রথমভাগে অবস্থান করেন। বিশ্বাস ব্যতীত তাঁহাদের গতি নাই। শাস্ত্রকার যাহা বলিয়াছেন তাহা ঈশ্বর-আজ্ঞা বলিয়া না মানিলে তাঁহাদের অধোগতি হইয়া পড়ে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের স্থূলার্থের অধিকারী, সূক্ষ্মার্থ-বিচারে তাঁহাদের অধিকার নাই। যে পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গ ও সদুপদেশ দ্বারা ক্রমোন্নতি-সূত্রে তাঁহারা উন্নত না হন সে পর্য্যন্ত তাঁহারা বিশ্বাসের আশ্রয়ে আত্মোন্নতির যত্ন পাইবেন। বিশ্বস্ত বিষয়ে যুক্তিযোগ করিতে সমর্থ হইয়াও যাঁহারা পারংগত না হইয়াছেন তাঁহারা যুক্ত্যধিকারী বা মধ্যমাধিকারী বলিয়া পরিগণিত হন। পারংগত পুরুষেরা সর্ব্বার্থসিদ্ধ। তাঁহারা অর্থসকলদ্বারা স্বাধীনচেষ্টাক্রমে পরমার্থ-সাধনে সক্ষম। ইঁহাদের নাম উত্তমাধিকারী। এই ত্রিবিধ আলোচকদিগের মধ্যে এই গ্রন্থের অধিকারী যে, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। কোমলশ্রদ্ধ মহোদয়গণ উহার অধিকারী নহেন। কিন্তু ভাগ্যোদয়ক্রমে ক্রমশঃ উচ্চাধিকার প্রাপ্ত হইয়া পরে অধিকারী হইতে পারেন। পারংগত মহাপুরুষদিগের এই গ্রন্থে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকরণ ব্যতীত আর কোন সাক্ষাৎ প্রয়োজন নাই। তথাপি এতদ্‌গ্রন্থালোচনদ্বারা মধ্যমাধিকারীদিগকে উন্নত করিবার চেষ্টায় এই গ্রন্থের সমাদর করিবেন। অতএব মধ্যমাধিকারী মহোদয়গণ এই গ্রন্থের যথার্থ অধিকারী। শ্রীমদ্ভাগবত পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ লোকেরই অধিকার আছে। ঐ অপূর্ব্ব গ্রন্থের প্রচলিত টীকা-টিপ্পনীসকল প্রায় কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের উপকারার্থে বিরচিত হইয়াছে। টীকা টিপ্পনীকারেরা অনেকেই সারগ্রাহী ছিলেন, কিন্তু

---

* যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরংগতঃ।
তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ। (ভাগবত ৩।৭।১৭)

তাঁহারা যতদূর কোমলশ্রদ্ধদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছেন ততদূর মধ্যমাধিকারীদিগের প্রতি করেন নাই। যে যে স্থলে জ্ঞানের চর্চ্চা করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের উল্লেখ থাকায় বর্ত্তমানে যুক্তিবাদীদিগের উপকার হইতেছে না। সম্প্রতি অস্মদ্দেশীয় অনেকে বিদেশীয় শাস্ত্র ও বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া তাৎপর্য্য অন্বেষণ করেন। পূর্ব্বোক্ত কোমলশ্রদ্ধ পুরুষগণের উপযোগী টীকা-টিপ্পনী ও শাস্ত্রকারের পরোক্ষবাদ* দৃষ্টি করিয়া তাঁহারা সহসা হতশ্রদ্ধ হইয়া, হয় কোন বিজাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, অথবা তদ্রূপ কোন ধর্ম্মান্তর সৃষ্টি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হন। ইহাতে শোচনীয় (বিষয়) এই যে, পূর্ব্ব মহাজনকৃত অনেক পরিশ্রমজাত অধিকার হইতে অধিকারান্তর গমনোপযোগী সম্যক্ সোপান পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরর্থক কালক্ষেপজনক সোপানান্তর গঠনে প্রবৃত্ত হন। মধ্যমাধিকারীদিগের শাস্ত্রবিচার জন্য যদি কোন গ্রন্থ থাকিত তাহা হইলে আর উপধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম, বৈধর্ম্ম ও ধর্ম্মান্তরের কল্পনারূপ বৃহদনর্থ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল না। উপরোক্ত অভাব পরিপূরণ করাই এই শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ এই শাস্ত্রদ্বারা কোমলশ্রদ্ধ, মধ্যমাধিকারী ও উত্তমাধিকারী ত্রিবিধ লোকেরই স্বতঃ পরতঃ উপকার আছে। অতএব তাঁহারা সকলেই ইহার আদর করুন।

পরমার্থতত্ত্বে সাম্প্রদায়িকতা স্বভাবতঃ হইয়া পড়ে। আচার্য্যগণ যখন প্রথমে তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া শিক্ষা দেন তখন সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা দূষিত হয় না, কিন্তু কালক্রমে পরম্পরা-প্রাপ্ত বিধি সকল দৃঢ়মূল হইয়া সাধ্য বস্তুর সাধনোপায় সকলকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেশ-দেশান্তরে ভিন্ন ভিন্ন জনমণ্ডলের ধর্ম্মভাবসকলের আকৃতি ভিন্ন করিয়া দেয়।* যে মণ্ডলে যে বিধি চলিত

---

* পরোক্ষবাদবেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা। (ভাগবত ১১।৩।৪৪)

* যথাপ্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি॥

হইয়াছে, তাহা ভিন্ন মণ্ডলে না থাকায় এক মণ্ডল অন্য মণ্ডল হইতে ভিন্ন হইয়া যায় ও ক্রমশঃ স্ব-স্ব উপাধি ও উপকরণসকলকে অধিক মান্য করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলীয় ব্যক্তিগণকে ঘৃণা করতঃ অপদস্থ জ্ঞান করে। এই সম্প্রদায়-লক্ষণটী প্রাচীনকাল হইতে সর্ব্বদেশে দৃষ্ট হয়। কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের মধ্যে ইহা অত্যন্ত প্রবল। মধ্যমাধিকারীরাও কিয়দংশে ইহাকে বরণ করেন। উত্তমাধিকারিগণের সাম্প্রদায়িকতা নাই। লিঙ্গনিষ্ঠাই সম্প্রদায়ের প্রধান চিহ্ন তিন প্রকার অর্থাৎ আলোচকগত, আলোচনাগত ও আলোচ্যগত। সাম্প্রদায়িক সাধকগণ কতকগুলি বাহ্যচিহ্ন স্বীকার করেন ; তাহাই আলোচক গত লিঙ্গ। মাল্যতিলকাদি, গেরুয়া বস্ত্রাদি ও বিদেশীয়গণের মধ্যে ব্যাপটিসম্‌ সুন্নতাদি ইহার উদাহরণ। উপাসনা-কার্য্যে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ণীত হয়, তাহাই আলোচনাগত লিঙ্গ। যজ্ঞ, তপস্যা, হোম, ব্রত, স্বাধ্যায়, ঈজ্যা, দেবমন্দির, বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ নদ্যাদির বিশেষ বিশেষ পবিত্রতা, মুক্তকচ্ছতা, আচার্য্যাভিমান, বদ্ধকচ্ছতা, চক্ষুনিমীলন, বিশেষ বিশেষ পুস্তকাদির সম্মাননা, আহারীয় বস্তুসমুদয়ে বিধি নিষেধ, বিশেষ বিশেষ দেশ-কালের পবিত্রতা ইত্যাদি ইহার উদাহরণ। পরমেশ্বরের নিরাকার-সাকার-ভাব-স্থাপন, ভগবদ্ভাবের নির্দ্দেশক-নিরূপণ অর্থাৎ মূর্ত্ত্যাদি স্থাপন, তাঁহার অবতার-চেষ্টা-প্রদর্শন ও বিশ্বাস, স্বর্গ-নরকাদি কল্পনা, আত্মার ভাবী অবস্থা বর্ণন ইত্যাদি আলোচ্যগত লিঙ্গের উদাহরণ। এই সকল পারমার্থিক-চেষ্টা নির্গত লিঙ্গ দ্বারা সম্প্রদায়বিভাগ হইয়া উঠে। পরন্তু দেশভেদে, কালভেদে, ভাষাভেদে, ব্যবহারভেদে, আহারভেদে পরিধেয় বস্ত্রাদিভেদে ও স্বভাবভেদে যে সকল ভিন্নতা উদয় হয় তদ্দ্বারা জাত্যাদি ভেদ-লিঙ্গসকল পারমার্থিক লিঙ্গ সকলের সহিত সংযোজিত হইয়া ক্রমশঃ এক দল মনুষ্যকে অন্য

এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে।। (ভাগবত ১১।১৪।৭-৮)

দল হইতে এরূপ পৃথক্ করিয়া তুলে যে, তাহারা যে মানবজাতিত্বে এক, এরূপ বোধ হয় না। এবম্বিধ ভিন্নতাবশতঃ ক্রমশঃ বাগ্‌বিতণ্ডা, পরস্পর আহারাদি পরিত্যাগ, যুদ্ধ ও প্রাণনাশ পর্য্যন্ত অপকার্য্য দৃষ্ট হয়। কনিষ্ঠাধিকারী অর্থাৎ কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের মধ্যে ভারবাহিত্ব প্রবল হইলে এই শোচনীয় ঘটনা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। যদি সারগ্রাহী-প্রবৃত্তি স্থান প্রাপ্ত হয় তবে লিঙ্গাদিজনিত বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত না হইয়া কোমলশ্রদ্ধ পুরুষেরা উচ্চাধিকার-প্রাপ্তির যত্ন পাইয়া থাকেন। মধ্যমাধিকারীরা বাহ্য লিঙ্গ লইয়া ততদূর বিবাদ করেন না, কিন্তু জ্ঞানগত লিঙ্গাদিদ্বারা তাঁহারা সর্ব্বদা আক্রান্ত থাকেন। কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের লিঙ্গ-সকলের প্রতি সময়ে সময়ে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন। আরাধ্যবস্তু নিরাকার—এই তর্কগত আলোচ্য-নিষ্ঠ লিঙ্গ স্থাপনার্থ তাঁহারা কনিষ্ঠাধিকারীদিগের প্রতিষ্ঠিত আলোচ্যগত লিঙ্গ অর্থাৎ মূর্ত্ত্যাদির অপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন।* এস্থলে তাঁহাদের ভারবাহিত্বকেই কারণ বলিয়া লক্ষ্য হয়। কেননা যদি তাঁহাদের উচ্চাধিকার প্রাপ্তি জন্য সারগ্রাহী চেষ্টা থাকিত, তাহা হইলে উভয় লিঙ্গের সাম্বন্ধিক সম্মাননা করিয়া লিঙ্গাতীত বস্তু জিজ্ঞাসার উপলব্ধি করিতেন। বস্তুতঃ ভারবাহিত্বক্রমেই লিঙ্গবিরোধ উপস্থিত হয়। সারগ্রাহী মহোদয়গণ অধিকার-ভেদে লিঙ্গভেদের আবশ্যকতা বিচারপূর্ব্বক স্বভাবতঃ নির্ব্বৈর ও সাম্প্রদায়িক বিবাদ সম্বন্ধে উদাসীন হন।* এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারীদিগের মধ্যে সারগ্রাহী ও ভারবাহী উভয়বিধ মনুষ্যই লক্ষিত হয়। ভারবাহী লোকেরা যে এই শাস্ত্র আদর

---

* মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথারুচিঃ॥ (ভাগবত ১১।১৪।৯)

* অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ॥ (ভাগবত ১১।১৪।১৩)

করিয়া গ্রহণ করিবেন, এরূপ আশা করা যায় না। লিঙ্গ-বিরোধ-বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমোন্নতি-বিধির আদর করিলে কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারী সকলেই সারগ্রাহী হইয়া থাকেন। তাঁহারা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রিয়বান্ধব। জন্ম বা বাল্যকালে উপদেশবশতঃ পূর্ব্ব হইতে আশ্রিত কোন বিশেষ সম্প্রদায় লিঙ্গ স্বীকার করিয়াও সারগ্রাহী মহাপুরুষগণ কার্য্যতঃ উদাসীন ও অসাম্প্রদায়িক থাকেন।

যে ধর্ম্ম এই শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত ও ব্যাখ্যাত হইবে, তাহার নামকরণ করা অতীব কঠিন। কোন সাম্প্রদায়িক নামে উল্লেখ করিলে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ হইবার সম্ভব। অতএব এই সনাতন-ধর্ম্মকে সাত্বত ধর্ম্ম বলিয়া ভাগবতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন† । ইহার অপর নাম বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। ভারবাহী বৈষ্ণবেরা শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব—এই পঞ্চসম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ বিরল, অতএব অসম্প্রদায়িক। অধিকার-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী পারমার্থিক সম্প্রদায় ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। মানবদিগের প্রবৃত্তি দুই প্রকার অর্থাৎ আর্থিক ও পারমার্থিক। আর্থিক প্রবৃত্তি হইতে দেহপোষণ, গেহনির্ম্মাণ, বিবাহ, সন্তানোৎপাদন, বিদ্যাভ্যাস, ধনোপার্জ্জন, জড়বিজ্ঞান, শিল্পকর্ম্ম, রাজ্য ও পুণ্যসঞ্চয় প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য নিঃসৃত হয়। পশু ও মানবগণের মধ্যে অনেকগুলি কর্ম্মের ঐক্য আছে কিন্তু মানবগণের আর্থিক চেষ্টা পশুদিগের নৈসর্গিক চেষ্টা হইতে শ্রেষ্ঠ। সমস্ত আর্থিক চেষ্টা ও কার্য্য করিয়াও মানবগণ স্বধর্ম্মাশ্রয়ের চেষ্টা না করিলে তাহারা দ্বিপদ পশু বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। শুদ্ধ আত্মার নিজধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলা যায়। শুদ্ধ অবস্থায় জীবের স্বধর্ম্ম প্রবলরূপে প্রতীয়মান হয়।

† ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতামিত্যাদি ॥ (ভাগবত ১।১।২)

শুদ্ধাবস্থায় ঐ স্বধর্ম্ম পারমার্থিক চেষ্টারূপে পরিণত আছে। পূর্ব্বোল্লিখিত অর্থসমস্ত পারমার্থিক চেষ্টার অধীন হইয়া তাহার কার্য্য সাধন করিলে অর্থসকল চরিতার্থ হয়, নতুবা তাহারা মানবগণের সর্ব্বোচ্চতা সম্পাদন করিতে পারে না।* অতএব কেবল অর্থচেষ্টা হইতে পরমার্থ-চেষ্টার উদয়কালকে ঈষৎ সাম্মুখ্য বলা যায়। ঈষৎ সাম্মুখ্য হইতে উত্তমাধিকার পর্য্যন্ত অসংখ্য অধিকার লক্ষিত হয়।†

প্রাকৃত জগতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার নাম শাক্তধর্ম্ম। প্রকৃতিকে জগৎকর্ত্রী বলিয়া ঐ ধর্ম্মে লক্ষিত হয়। শাক্তধর্ম্মে যে সকল আচার-ব্যবহার উপদিষ্ট আছে সে সকল ঈষৎ সাম্মুখ্য উদয়ের উপযোগী। আর্থিক লোকেরা যে সময়ে পরমার্থ জিজ্ঞাসা করেন নাই, তখন তাঁহাদিগকে পরমার্থ-তত্ত্বে আনিবার জন্য শাক্তধর্ম্মোপদিষ্ট আচারসকল প্রলোভনীয় হইতে পারে। শাক্তধর্ম্মই জীবের প্রথম পারমার্থিক চেষ্টা এবং তদধিকারস্থ মানবগণের পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়ঃ। সাম্মুখ্য অর্থাৎ ঈশ্বরসাম্মুখ্য প্রবল হইলে দ্বিতীয়াধিকারে জড়ের মধ্যে উত্তাপের শ্রেষ্ঠতা ও কর্ম্মক্ষমতা বিচারিত হইয়া উত্তাপের মূলাধার সূর্য্যকে উপাস্য করিয়া ফেলে। তৎকালে সৌরধর্ম্মের উদয় হয়। পরে উত্তাপকেও জড় বলিয়া বোধ হইলে পশুচৈতন্যের শ্রেষ্ঠতা-বিচারে গাণপত্য

---

* ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ (ভাগবত ১।২।৮)

† ঈষৎ সাম্মুখ্যমারভ্য প্রীতিসম্পন্নতাবধিঃ।
অধিকারা হ্যসংখ্যেয়াঃ গুণাঃ পঞ্চবিধা মতাঃ (দত্তকৌস্তুভম্)

তমঃ, রজস্তমঃ, রজঃ, রজঃসত্ত্ব ও সত্ত্ব এই পাঁচটী গুণ ক্রমে পাঁচ প্রকার ধর্ম্ম মানবগণের পঞ্চ স্থূল স্বভাব হইতে উদয় হয়। স্বভাব ও গুণ-বিচারে অর্থবাদী পণ্ডিতেরা গুণের নীচতা হইতে উচ্চতা পর্য্যন্ত পাঁচটী স্থূল বিভাগ করিয়াছেন।

ধর্ম্ম তৃতীয় স্থূলাধিকারে উৎপন্ন হয়। চতুর্থ স্থূলাধিকারে শুদ্ধ নরচৈতন্য শিবরূপে উপাস্য হইয়া শৈবধর্ম্মের প্রকাশ হয়। পঞ্চমাধিকারে জীবচৈতন্যেতর পরম চৈতন্যের উপাসনা-রূপ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকাশ হয়। পারমার্থিক ধর্ম্ম স্বভাবতঃ পঞ্চ প্রকার, অতএব সর্ব্বদেশেই এই সকল ধর্ম্ম কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। স্বদেশ-বিদেশে যে সকল ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, ঐ ধর্ম্মগুলিকে বিচার করিয়া দেখিলে এই পঞ্চ প্রকারের কোন না কোন প্রকারে রাখা যায়। খ্রীষ্ট ও মহম্মদের ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সদৃশ। বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম্ম শৈব-ধর্ম্মের সদৃশ। ইহাই ধর্ম্ম-তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিচার। যাঁহারা নিজ ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া অন্যান্য ধর্ম্মকে বিধর্ম্ম বা উপধর্ম্ম বলেন, তাঁহারা কুসংস্কারপরবশ হইয়া সত্য নির্ণয়ে অক্ষম। বস্তুতঃ অধিকারভেদে সাম্বন্ধিক ধর্ম্মকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বলিতে হইবে। কিন্তু স্বরূপ-ধর্ম্ম এক মাত্র। মানবগণের সাম্বন্ধিক অবস্থায় সাম্বন্ধিক ধর্ম্মসকলকে অস্বীকার করা সারগ্রাহীর কার্য্য নহে। অতএব সাম্বন্ধিক ধর্ম্ম সকলের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া আমরা স্বরূপ-ধর্ম্ম- সম্বন্ধে বিচার করিব।

সাত্বত বা অসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব-ধর্ম্মই * স্বরূপ-ধর্ম্ম অর্থাৎ জীবের নিত্য ধর্ম্ম। কিন্তু মায়াবাদ-সম্প্রদায়-মধ্যে যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম দৃষ্ট হয় তাহা এই স্বরূপ-ধর্ম্মের গৌণ অনুকরণ মাত্র। সেই সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নির্গুণ অর্থাৎ মায়াবাদশূন্য হইলেই সাত্বত-ধর্ম্ম হয়। সাত্বত-ধর্ম্মে যে দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত ভেদে সম্প্রদায়-ভেদ, তাহা বৈষ্ণব-তত্ত্বের বিচিত্র ভাবের পরিচয় মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে কোন মূল-তত্ত্বভেদ-জনিত সম্প্রদায়-ভেদ নয়। মায়াবাদই ভক্তি-তত্ত্বের বিপরীত ধর্ম্ম। যে বৈষ্ণবেরা মায়াবাদ স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব ন'ন।

---

* ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। (ঋগ্বেদ ১।২২।২০)

এই শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অস্মদ্দেশে কোন্ সময়ে উদিত হয় ও কোন্ কোন্ সময়ে উন্নত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য। এই বিষয় বিচার করিবার পূর্ব্বে অন্যান্য অনেক বিষয় স্থির করা আবশ্যক। অতএব আমরা প্রথমে ভারতভূমির প্রধান প্রধান পূর্ব্ব ঘটনার কাল আধুনিক বিচারমতে নিরূপণ করিয়া পরে সম্মানিত গ্রন্থসকলের ঐ প্রকার কাল স্থির করিব। গ্রন্থসকলের কাল নিরূপিত হইলেই তন্মধ্যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ইতিহাস, যাহা আধুনিকমতে স্পষ্ট হইবে, তাহা প্রকাশ করিব। আমরা প্রাচীন পদ্ধতি-ক্রমে কালের বিচার করিয়া থাকি, কিন্তু এখনকার লোকদের উপকারার্থে আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করিব।

ভারতবর্ষের অতি পূর্ব্বতন ইতিহাস বিস্মৃতিরূপ ঘোরান্ধকারে আবৃত আছে, কেননা প্রাচীনকালের কোন আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস নাই। চতুর্ব্বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসকলে যে কিছু সংবাদ পাওয়া যায় তাহা হইতে যৎকিঞ্চিত অনুমান করিয়া যাহা পারি স্থির করিব। সর্ব্বাগ্রে আর্য্য মহাশয়েরা সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই নদীর মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে একটী ক্ষুদ্র দেশ পত্তন করিয়া বাস করিয়াছিলেন। দৃষদ্বতীর বর্ত্তমান নাম কাগার*। আর্য্যগণ যে অন্য কোন দেশ হইতে আসিয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে বাস করেন, তাহা ব্রহ্মাবর্ত্ত নামের অর্থ আলোচনা করিলে অনুমিত হয়। তাঁহারা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন তাহা স্থির করিতে পারা যায় নাই। কিন্তু তাঁহারা উত্তর

* মহাভারতীয় বনপর্ব্বের নিম্নলিখিত শ্লোকটী এতদ্বিষয়ে কিছু সন্দেহ উৎপত্তি করে। সারগ্রাহিগণ সাক্ষাদবলোকনদ্বারা তাহা দূর করিবেন,—

দক্ষিণেন সরস্বত্যা দৃষদ্বত্যুত্তরেণ চ।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিপিষ্টপে॥

পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়াছিলেন ইহাও বিশ্বাস হয়।* যে সময়ে তাঁহারা আসিয়াছিলেন সে সময় তাঁহারা তৎকালোচিত সভ্যতাসম্পন্ন ছিলেন, ইহাতেও সন্দেহ নাই। যেহেতু তাঁহাদের নিজ সভ্যতার গৌরবে তাঁহারা আদিমবাসী-দিগের প্রতি অনেক তাচ্ছল্য প্রকাশ করিতেন। কথিত আছে যে, আদিম নিবাসীদিগের প্রতি তাচ্ছল্য করায় তৎকালে তাহাদের অধিপতি রুদ্রদেব আর্য্যদিগের উপর বিক্রম দেখাইয়া প্রজাপতিদিগের মধ্যে দক্ষের কন্যা সতীর পাণিগ্রহন করিয়া সন্ধি স্থাপন করেন। আর্য্যেরা স্বভাবতঃ এতদূর গর্ব্বিত যে, সতী-কন্যার বিবাহের পর আর কন্যা ও জামাতাকে আদর করিলেন না। তজ্জন্য সতী দেবী আপনার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করায়, শিব ও তাঁহার পার্ব্বতীয় অনুচরেরা আর্য্যদিগের প্রতি বিশেষ বিশেষ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। পরে ব্রাহ্মণেরা শিবকে যজ্ঞভাগ দিয়া সন্ধি-স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। তথাপি আর্য্যগণের শ্রেষ্ঠতা রাখিবার জন্য শিবের আসন ঈশানকোণে স্থিত হইবে এরূপ নির্দ্ধারিত হইল। আর্য্যদিগের ব্রহ্মাবর্ত্ত সংস্থাপনের অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই যে দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল ইহাতে সন্দেহ নাই ; যেহেতু দক্ষ প্রভৃতি দশজনকে আদ্য-প্রজাপতি-রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। দক্ষ প্রজাপতির পত্নীর নাম প্রসূতি। তিনি ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা। স্বায়ম্ভুব মনু ও প্রজাপতিগণই প্রথম ব্রহ্মাবর্ত্তবাসী। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, তাঁহার পুত্র কশ্যপ, তাহার পুত্র বিবস্বান্, তাঁহার পুত্র বৈবস্বত মনু ও বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। এতদ্দ্বারা বিবেচনা করিতে হইবে যে, ব্রহ্মার ষষ্ঠ পুরুষে সূর্য্যবংশের আরম্ভ হয়। ইক্ষ্বাকু রাজার সময় আর্য্যেরা ব্রহ্মর্ষি দেশে বাস করিতেছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ছয় পুরুষ আধুনিক গণনাক্রমে

---

* কাশ্মীরের নিকটস্থ দেবিকা-তীর্থের উদ্দেশে মহাভারতে কথিত হইয়াছে,—

প্রসূতির্যত্র বিপ্রাণাং শ্রূয়তে ভরতর্ষভ ॥

দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত ভোগ করিয়াছিলেন। এই দুই শত বৎসর মধ্যেই ব্রহ্মাবর্ত্ত স্বল্প স্থান হওয়ায় ব্রহ্মর্ষি-দেশ সংস্থাপিত হয়। বংশবৃদ্ধির সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন থাকায় আর্য্যদিগের সন্তানাদি এত বৃদ্ধি হইল যে, ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশটী সংকীর্ণ বোধ হইল। আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, চন্দ্র প্রভৃতি কতকগুলি সুসভ্য লোককে আর্য্যশাখার মধ্যে ঐ সময় গ্রহণ করা হয়। উক্ত গণনা মতে স্বায়ম্ভুব মনু হইতে বৈবস্বত মনু পর্য্যন্ত আটটি মনু ঐ দুই শত বৎসরের মধ্যে গত হন। যেহেতু স্বায়ম্ভুব মনুর অব্যবহিত পরেই অগ্নিপুত্র স্বারোচিষ মনু প্রাদুর্ভূত হন। স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র উত্তম মনু। তাঁহার ভ্রাতা তামস মনু। তাঁহার অন্যতর ভ্রাতা রৈবত মনু। স্বায়ম্ভুবের সপ্তম পুরুষে চাক্ষুষ মনু। বৈবস্বত মনু ব্রহ্মা হইতে পঞ্চম পুরুষ। সাবর্ণি মনু বৈবস্বতের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। অতএব ইক্ষ্বাকুর পূর্ব্বেই মনুসকল মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্ম-সাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি—ইঁহারা আধুনিক কল্পিত। যদি ঐতিহাসিক হন তবে ঐ দুই শত বৎসরের মধ্যে ভারতভূমির ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বাস করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। চাক্ষুষ মনুর সময়ে সমুদ্র-মন্থন হয়, এরূপ কথিত আছে! বৈবস্বত মনুর সময় বামন-অবতার। বলি রাজার যজ্ঞের পর ছলনার দ্বারা অসুরদিগকে বহিষ্কৃত করা হয়। মনুবংশের রাজগণ ব্রহ্মাবর্ত্তের বাহিরে রাজ্য করিতেন কিন্তু প্রথমাবস্থায় রাজ্যশাসনপ্রণালী অথবা সাংসারিক বিধানসকল এবং বিদ্যার চর্চ্চা ভাল ছিল না। সমুদ্রমন্থনকালে ধন্বন্তরির উৎপত্তি। ঐ সময়েই অশ্বিনীকুমার উৎপন্ন হয়। সমুদ্রমন্থনে যে বিষের উৎপত্তি হইল তাহা রুদ্রবংশীয় শিব সংহার করিলেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া চিকিৎসাবিদ্যার চর্চ্চা ঐ কালে বিশেষরূপে হইতেছিল, এরূপ অনুমান করিতে হইবে। রাহুনামা অসুরকে দুই খণ্ড করিয়া রাহু-কেতু-রূপে সংস্থান করাও ঐ সময়ে লক্ষিত হয়। ইহাতে তৎকালে জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা হইতেছিল, এরূপ বোধ হয়। ঐ কালের মধ্যে অক্ষর সৃষ্টি

হইয়াছিল, এমন বোধ হয় না। তৎকালের কোন লিখিত সংবাদ না থাকায় ঐ কালটী অত্যন্ত বিপুল বোধ হইত। এমন কি, তাহার বহু দিবস পরে যখন কালবিভাগ হইল, তখন এই এক মনু এক সপ্ততি মহাযুগ ভোগ করিয়াছেন এমত বর্ণিত হইয়া গেল। রাজাদিগের মধ্যে যিনি ব্যবস্থাপক হইতেন তিনিই মনু নাম প্রাপ্ত হইয়া জনগণের শ্রদ্ধাস্পদ হইতেন। এত অল্পকালের মধ্যে এতগুলি ব্যবস্থাপক হওয়ার দুইটি কারণ ছিল। একটী এই যে, তখন অক্ষর সৃষ্টি না হওয়ায় ব্যবস্থাগ্রন্থ ছিল না, কেবল শ্রুতিমাত্র থাকিত। ঐসকল শ্রুতিতে অন্যান্য আবশ্যকীয় শ্রুতি যোগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তর কল্পিত হইত। দ্বিতীয় কারণ এই যে, প্রজাবৃদ্ধিক্রমে তখন আর্য্যনিবাসটী বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রাজার অধীন হইলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপক হইয়া উঠিল। আধুনিক বিদ্বদ্বর্গ মন্বন্তরের এই প্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। তাহাতে যা কিছু সার আছে তাহা সারগ্রাহিগণ আদর করেন। ভারবাহী জনগণের পক্ষে অলৌকিক বর্ণন অনেক স্থানে উপকারী হয়।*

তাঁহাদের মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য অলৌকিক চরিত্র বর্ণন ও কালবিভাগ অবলম্বিত হইয়াছিল। মহর্ষিগণ কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের উপকারার্থে এবং দেশান্তরীয় মিথ্যা কালকল্পনা নিরস্তকরণাভিপ্রায়ে মন্বন্তরাদি কল্পনা স্বীকার করিয়াছেন। শাস্ত্রোদিত ইতিহাস ও কালবিভাগ-পদ্ধতি যে মিথ্যা ও কল্পিত, তাহা আমরা কখনই বলিতে পারি না।

আধুনিক পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, ইক্ষ্বাকুর সময় হইতে রাজাদিগের নামাবলী পাওয়া যায়। সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের নামাবলী অনেক

প্রতি রাজা পঞ্চবিংশতি বৎসর ভোগ করিয়াছেন, এরূপ বিবেচনা করিলে ইক্ষ্বাকু হইতে রামচন্দ্র পর্য্যন্ত ১৫৭৫ বৎসর হয়। ঐ বংশে ৯৪ পুরুষে রাজা বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অভিমন্যুকর্তৃক হত হন। ইক্ষ্বাকু হইতে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধটী ২,৩৫০ বৎসর পরে ঘটনা হয়। সমস্ত মন্বন্তর কাল ২০০ বৎসর, তাহা যোগ হইলে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ২৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মাবর্ত্তের পত্তন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগকে বংশাবলী বিশ্বস্ত নয়। ইক্ষ্বাকুর সমকালীন ইলা, যাহা হইতে পুরূরবাদি করিয়া যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত ৫০ পুরুষের উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠিরের অতি পূর্ব্বতন রামচন্দ্র যে ৬৩ পুরুষ, তাহা উক্ত বংশাবলী বিশ্বাস করিলে মানা যায় না। বাল্মীকি অতি প্রাচীন ঋষি, তাঁহার সংগ্রহ যতদূর নির্দ্দোষ হইবে ততদূর অপেক্ষাকৃত আধুনিক ঋষিদিগের সংগ্রহ নির্দ্দোষ হইবে না। অপিচ সূর্য্যবংশীয় রাজারা অনেক দিন হইতে বলবান্ থাকায় তাঁহাদের কুলাচার্য্যগণ তাঁহাদের বংশাবলী অধিক দিন হইতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে চন্দ্রবংশীয়দিগের মূলে দোষ আছে। বোধ হয় সূর্য্যবংশীয়েরা বহুকাল রাজত্ব করিলে যযাতি বলবিক্রমশালী হইয়া উঠেন। সূর্য্যবংশে প্রবেশ করিতে না পারিয়া কল্পনাপূর্ব্বক নিজ বংশকে পুরূরবা নহুষের সহিত যোগ করিয়া দেন। এতৎকার্য্য করিয়াও তিনি ও তদ্বংশীয় অনেকেই সূর্য্যবংশীয়দিগের সহিত জ্ঞাতিত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হন নাই। পুনশ্চ যযাতিপুত্র অণু, তদ্বংশে পুরূরবা হইতে দশরথের সখা রোমপাদরাজা * ১৪ পুরুষ। অপিচ পুরূরবা হইতে যদুবংশে ১৬ পুরুষে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের উৎপত্তি হয়। তিনি পরশুরামের শত্রু। ইহাতে অনুমিত হয়

যে, রামচন্দ্রের ১৩ বা ১৪ পুরুষ পূর্ব্বে যযাতি রাজা রাজ্য করেন। ঐ সময় হইতে চন্দ্রবংশের কল্পনা। এতন্নিবন্ধন সূর্য্যবংশের বংশাবলী ধরিয়া তাঁহারা কালবিচার করিয়া থাকেন।

সূর্য্যবংশীয় রাজারা প্রথমে যমুনাতীরে ব্রহ্মার্ষিদেশে বাস করিতেন। সূর্য্যবংশে দশম রাজা শ্রাবস্ত শ্রাবস্তীপুরী নির্ম্মাণ করেন। অযোধ্যানগর মনুকর্তৃক নির্ম্মিত হইয়া থাকা রামায়ণে কথিত আছে। কিন্তু অনেকে অনুমান করেন, বৈবস্বত মনু যামুন প্রদেশে বাস করিতেন। তৎপুত্র ইক্ষ্বাকুই প্রথমে অযোধ্যানগর পত্তন করিয়া বাস করেন। যেহেতু তাঁহার পুত্রেরা আর্য্যাবর্ত্তে অবস্থান করেন, এরূপ লিখিত আছে। বৈবস্বত হইতে পঞ্চবিংশতি পর্য্যায় বিশালরাজাকর্তৃক বৈশালীপুরী নির্ম্মিতা হয়। শ্রাবস্তীনগর উত্তর কোশলের রাজধানী অযোধ্যা হইতে প্রায় ৩০ ক্রোশ উত্তর। ইহার বর্ত্তমান নাম সাহেৎ মাহেৎ। বৈশালীনগর পাটনার উত্তর-পূর্ব্ব প্রায় ১৪ ক্রোশ। ইহাতে বোধ হয় যে সূর্য্যবংশীয় রাজারা যমুনা হইতে কৌশিকী (কুশী) নদী পর্য্যন্ত গঙ্গার পশ্চিম তীরে প্রবলরূপে রাজ্য করিতেন। ক্রমশঃ চন্দ্রবংশীয় রাজারা প্রবল হইলে তাঁহারা নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, সূর্য্যবংশীয় মান্ধাতা পর্য্যন্ত আর্য্যগণেরা মিথিলা ও গঙ্গ্যভূমিকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিতেন, কিন্তু সগররাজার পরেই ভগীরথের সময় গঙ্গাসাগরান্ত ভূমিকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া পরিগণন করা হইয়াছিল। আর্য্যগণ আর্য্যভূমি অতিক্রমণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে নরকস্থ হন, ইহা তৎপূর্ব্বে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির ছিল। তৎকালে আর্য্যাবর্ত্ত কেবল হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া স্বীকৃত ছিল।* কিন্তু সগরবংশীয়েরা বঙ্গীয় অখাতের নিকটবর্ত্তী ম্লেচ্ছদেশে † প্রাণত্যাগ করায় ঐ স্থান পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তকে সমৃদ্ধ না

* আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমিম্মধ্যং বিন্ধ্যাহিমালয়োঃ। স্বামিধৃত বচনম্।

† সভাপর্ব্বে ভীমের পূর্ব্বদিক্-বিজয়-বর্ণনে কথিত আছে।

করিলে সূর্য্যবংশের বিশেষ নিন্দা থাকে, এই আশঙ্কায় তদ্বংশীয় দিলীপ, অংশুমান প্রভৃতি ভগীরথ পর্য্যন্ত অনেকেই ব্রহ্মাবর্ত্তাধীশ ঋষিগণের সভাপতি ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত ভূমিতে আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া ব্যবস্থাপিত করিয়াছিলেন। আধুনিক মতে উক্ত রাজগণ সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত গঙ্গার মাহাত্ম্য লইয়া গিয়াছিলেন মাত্র, গঙ্গার ন্যায় নদীকে সমগ্র কাটিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এরূপ সম্ভব নয়। এজন্য মনুসংহিতায় আর্য্যাবর্ত্ত পূর্ব্বসমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত হিমালয় বিন্ধ্যগিরিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশ বলিয়া কথিত হইয়াছে।** অতএব ভগীরথের সময় হইতে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের বিভাগ চলিয়া আসিতেছে।

সম্প্রতি আধুনিকমতে চতুর্যুগের কাল নিরূপণ দেখাইতেছি। মান্ধাতা রাজার সময় পর্য্যন্ত সত্যযুগ। তৎপরে কুশলবের রাজ্য পর্য্যন্ত ত্রেতাযুগ। মহাভারতের যুদ্ধ পর্য্যন্ত দ্বাপরযুগ। সত্যযুগ ৬৫০ বৎসর, ত্রেতাযুগ ১১২৫ বৎসর, দ্বাপরযুগ ৭৭৫, এইরূপ সমগ্র ২৫৫০ বৎসর*। প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই সকল সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না।

যুগবিশেষে তীর্থ নির্ণয়ে দেখা যায় যে, সত্যযুগে কুরুক্ষেত্রই তীর্থ ছিল। কুরুক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্ত্তের নিকট। ত্রেতাযুগে আজমীরের নিকট

নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ! বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ।
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্ ॥
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা
সুহ্মাণামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভ ॥

** আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ ॥ মনু।

* ভারতযুদ্ধের কিছু পূর্ব্ব হইতে কলিকাল প্রবৃত্ত হইয়া আজ পর্য্যন্ত

পুষ্করকে তীর্থ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। দ্বাপরে নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রই তীর্থ। নৈমিষারণ্যের বর্ত্তমান নাম নিমখার বা নিমসর। লাক্ষ্ণৌ নগরের প্রায় ২২ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে গোমতীতীরে ঐ স্থানটী দৃষ্ট হয়। কলিকালে গঙ্গাতীর্থ। ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষিদেশ, মধ্যদেশ এবং পুরাতন ও আধুনিক আর্য্যবর্ত্ত যেরূপ ক্রমশঃ কালে কালে, সংস্থাপিত হইয়াছিল, তদ্রূপ যুগে যুগে দেশের কলেবর বৃদ্ধিক্রমে কুরুক্ষেত্র হইতে আরম্ভ হইয়া গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত তীর্থসকল বিস্তৃত হইল। তত্তৎকালগত মানবগণের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতিক্রমে যুগে যুগে অবতারসকলের বর্ণন আছে। ধর্ম্মভাব যেরূপ ক্রমশঃ উন্নত হইল সেইরূপ তারকব্রহ্ম মন্ত্রসকলও ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইল।

প্রায় ৩৮০০ বৎসর হইয়াছে। পঞ্জিকাকারেরা বলেন যে, ১৮০০ শকাব্দায় কলিকালের ৪৯৭৯ বৎসর গত হইয়াছে। বোধ হয়, ব্রাত্যাধিকারে মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ দৃষ্টে পঞ্জিকা গণনা আরম্ভ হয়, কিন্তু "যদা. দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি। তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ।' এই প্রকার বচন সকলের বর্তমান প্রবৃত্তিকে ভূতপ্রবৃত্তিরূপে নির্দ্দিষ্ট করায় গণকদিগের ১১৭৯ বৎসরের ভুল হয়। বাস্তবিক "আরম্ভাৎ ফলপর্য্যন্তং যাবদেকৈকরূপিণী। ক্রিয়া সংসাধ্যতে তাবদ্বর্ত্তমানঃ স কথ্যতে।" এই ব্যাকরণ লক্ষণ মতে তাঁহাদের ভ্রম স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ পরীক্ষিতের ভাগবত-শ্রবণের পূর্ব্বে মঘানক্ষেত্রে সপ্তর্ষি মণ্ডলের ৩০ বৎসর ৪ মাস ভোগ হইয়াছিল, এই বিবেচনা ১২০০ বৎসর হইতে ২১ বৎসর বাদ দিলে ১১৭৯ বৎসর হয়। ঐ কাল পঞ্জিকাকারদিগের মতে কলিভুক্ত ৪৯৭৯ বৎসর হইতে বাদ দিলে ঠিক ৩৮০০ বৎসর স্থির হয়। সারগ্রাহিগণ শেষোক্ত ৩৮০০ বৎসরকে কলের্গতাব্দা বলিয়া তাঁহাদের পঞ্জিকায় লিখিতে পারেন। গ্র, ক।

আধুনিক মতে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ পর্য্যন্ত যে ২৫৫০ বৎসর গত হয়, তাহাতে দক্ষযজ্ঞ, দেবাসুর-যুদ্ধ, সমুদ্র-মন্থন, অসুরদিগকে পাতালে প্রেরণ, বেণরাজার প্রাণহরণ, সাগর পর্য্যন্ত গঙ্গানয়ন, পরশুরামের ক্ষত্রিয়সংহার, শ্রীরামের লঙ্কাজয়, দেবাপি ও মরুরাজার কলাপ-গ্রাম ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ—এই কয়টি প্রধান প্রধান ঘটনা। এতদ্ব্যতীত অনেকানেক ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, যাহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

আধুনিক পণ্ডিতগণ এরূপ অনুমান করেন যে, আর্য্যমহাশয়-দিগের ব্রহ্মাবর্ত্ত স্থাপন করিবার অনতিবিলম্বেই দক্ষযজ্ঞ উপস্থিত হয়। আর্য্যদিগের জাতিগৌরব ও আদিমনিবাসীদিগের সহিত সংশ্রব না রাখার ইচ্ছা হইতেই ঐ অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হয়। তৎকালে আদিম-নিবাসীদিগের মধ্যে ভূতনাথ রুদ্রই প্রধান ছিলেন। পার্ব্বতীয় দেশের অধিকাংশই তাঁহার অধিকৃত ভূমি। ভুটান অর্থাৎ ভূতস্থান, কোচবিহার অর্থাৎ কুচনীবিহার, ত্রিবর্ত্ত যেখানে কৈলাসশিখর পরিদৃশ্য হয়—এই সকল দেশ রুদ্রের রাজ্য ছিল। আদিমনিবাসী হইয়াও তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে, যুদ্ধবিদ্যায় ও গানবিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন। এমত কি, তাঁহার সামর্থ্য দৃষ্টি করতঃ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত একাদশ রুদ্র রাজগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এবম্ভুত মহাপুরুষ রুদ্ররাজ ব্রাহ্মণদিগের অহঙ্কার সহ্য করিতে না পারিয়া বল ও কৌশলে হরিদ্বারনিকটস্থ কনখল নিবাসী দক্ষ প্রজাপতির কন্যাকে বিবাহ করেন। সতীদেবী প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার সহিত ব্রাহ্মণদিগের যে যুদ্ধ হয়, তদবসানে তাঁহাকে যজ্ঞভাগ ও ঈশানকোণে আসন দান করিয়া আর্য্যমহাশয়েরা পার্ব্বতীয় তীব্র জাতি-দিগের সহিত সন্ধি স্থাপনা করিলেন। তদবধি পার্ব্বতীয় পুরুষদিগের সহিত ব্রহ্মর্ষিদিগের আর বিবাদ দেখা যায় না যেহেতু ব্রাহ্মণেরা ততবধি তাহাদের নিকট সম্মানিত হইলেন এবং রুদ্ররাজও আর্য্য দেবতার মধ্য গণ্য হইলেন।*

* শ্রীরুদ্রদেবসম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতদিগের বর্ণন ও সিদ্ধান্ত এস্থলে

যদি আর্য্যগণের আর পার্শ্বতীয় লোকদিগের সহিত কোন বিবাদ রহিল না, তথাপি তাঁহাদের নিজ বংশে অনেক দুরন্ত লোক উৎপন্ন হইয়া রাজ্য-কৌশলের ব্যাঘাত করিতে লাগিল। 'নাগ' ও 'পক্ষী' চিহ্নধারী কশ্যপবংশীয়েরা দেবতাদের অধীনতা স্বীকার করতঃ স্থানে স্থানে বাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে 'পক্ষী'-চিহ্নধারী কাশ্যপেরা নাগদিগের উপর প্রবল শত্রুতা করিতেন। কিন্তু নাগেরা পরে বলবান্ হইয়া নানা দেশে রাজ্য করিয়াছিলেন। পক্ষীরা ক্রমে লুপ্তপ্রায় হইয়া গেল। কশ্যপপত্নী দিতির গর্ভে কয়েকটী দুর্দ্দান্ত লোক জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা অসুর নামে নিন্দিত হন। স্বেচ্ছাচার ও ব্রহ্মর্ষি-দিগের বিচারিত রাজ্য-কৌশলের প্রতিবন্ধকতা আচরণ করিয়া তাঁহারা সমস্ত শিষ্ট লোকের শত্রু হইলেন। ক্রমশঃ শিষ্ট লোকেরা অধীশ্বর ইন্দ্রের সহিত বিশেষ বিবাদ করিয়া আপনাদের রাজ্য ভিন্ন করিয়া লইলেন। এই বিবাদের নাম দেবাসুরের যুদ্ধ। অসুরেরা প্রায় সকলেই পঞ্চনদ দেশে বাস করিয়া-ছিলেন। শাকল, অসরর, নরসিংহ, মুলতান অথবা কাশ্যপপুর প্রভৃতি দেশ তাঁহাদের অধিকারান্তর্গত। যে কশ্যপ প্রজাপতির বংশে অসুরগণ ও দেবগণ উৎপন্ন হন, তাঁহার বাসভূমি পঞ্চনদ ও ব্রহ্মাবর্ত্তের মধ্যে ছিল, এরূপ সম্ভব হয়। প্রজাপতিগণ ব্রহ্মাবর্ত্তের চতুষ্পার্শ্ব ভূমি অবলম্বন পূর্ব্বক বাস করিতেন। ব্রহ্মাবর্ত্ত তৎকালে দেবরাজের মধ্যস্থল ছিল। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী উভয় নদীই দেবনদী। তদুভয়ের মধ্যে দেবনির্ম্মিত ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ *। এই দেব শব্দ হইতে অনুমান হয় যে, ইহার মধ্যেই দেবতারা বাস করিতেন।

প্রকাশ করিয়া আমরা শৈব পাঠকগণের চরণে ইহা জানাইতেছি যে, আমরা শ্রীমহাদেবকে জগদ্‌গুরু ভগবদবতার বলিয়া জানি এবং তাঁহার কৃপার জন্য আমরা সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকি। তিনি নিষ্কপট কৃপা করিলেই আমরা কৃষ্ণভক্তি লাভ করি।

* সরস্বতী-দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্য্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥ মনুঃ ॥

দেবতারাও কশ্যপ প্রজাপতির সন্তান, অতএব তাঁহারাও আর্য্যবংশীয়। অনুমান করেন যে, ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রথমাধিনিবেশ-সময়ে স্বায়ম্ভুব মনুর পরেই কশ্যপের পুত্র ইন্দ্র রাজ্যকৌশলে পারদর্শী থাকায় তাঁহাকে 'দেবরাজ' উপাধি দেওয়া যায়। রাজকার্য্যে যে মহাত্মারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা বায়ু, বরুণ, অগ্নি, যম' পুষা ইত্যাদি পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে ক্রমশঃ যাঁহারা ঐ সকল পদপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন তাঁহারাও ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। বৈবস্বত মনুর পর আর দেবগণের অধিক বল রহিল না। তাঁহাদের রাজ্যশাসন নাম মাত্র রহিল, কেবল যেখানে যেখানে যজ্ঞ হইত, সেই সেই স্থলে নিমন্ত্রণ ও সম্মানপ্রাপ্ত হইতেন। এইরূপ কিছুদিন পরে ব্রহ্মাবর্ত্তস্থিত পদস্থ মহাপুরুষদিগের অস্তিত্ব রহিত হইয়া তাঁহারা স্বর্গীয় দেবগণ-রূপে পরিগণিত হইলেন। ভূমণ্ডলে যজ্ঞাদি-কার্য্যে তাঁহাদের আসন-সকল অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত হইতে লাগিল। এমত সময়ে দেবগণ কেবল মন্ত্রারূঢ় যন্ত্রবিশেষ বলিয়া জ্ঞাত হইলেন। জৈমিনি-মীমাংসায় এরূপ দৃষ্ট হয়। দেবগণেরা আদৌ রাজ্যশাসনকর্ত্তা ছিলেন, পরে যজ্ঞভাগ-ভোক্তারূপে গণিত হন, অবশেষে তাঁহাদিগকে মন্ত্রমূর্ত্তিরূপে শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। যৎকালে দেবতারা রাজ্যশাসনকর্ত্তা ছিলেন তৎকালেই কশ্যপ প্রজাপতির পত্নান্তর হইতে জাত অসুরগণ রাজ্যলোলুপ হইয়া দৈবরাজ্যের অনেক ব্যাঘাত করিতে লাগিল। হিরণ্যকশিপুর সময়ে দেব-অসুরের প্রথম যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধের কিয়ৎকাল পরেই সমুদ্রমন্থন। দেবাসুর-যুদ্ধে বৃহস্পতি ইন্দ্রের মন্ত্রী ও শুক্রাচার্য্য অসুরদিগের মন্ত্রী ছিলেন। হিরণ্যক-শিপুকে সহসা বধ করিতে না পারিয়াষণ্ডামার্কদ্বারা তৎপুত্রকে দৈবপক্ষে আনয়ন করতঃ ব্রাহ্মণেরা হিরণ্যকশিপুকে দৈববলে নিহত করেন। হিরণ্যক-শিপুর পৌত্র বিরোচন। তাঁহার সময়ে দেবাসুরের মধ্যে সন্ধি হয়। দেবতা-দিগের বুদ্ধিকৌশল ও অসুরদিগের বল ও শিল্পবিদ্যা—উভয় সংযোগে জ্ঞান-সমুদ্রের মন্থন সাধিত হইলে অনেক উত্তম বিজ্ঞান-ঐশ্বর্য্য ও অমৃত উদ্ভুত

হয়। পরে জ্ঞানের আত্মালোচনাদ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য ও আত্মবিনাশরূপ বিশেষ (বিষ) উৎপত্তি হয়। পরমার্থতত্ত্ববিৎ মহারুদ্র ঐ বিষকে বিজ্ঞান-বলে সম্বরণ করিলেন। উৎপন্ন অমৃত হইতে অসুরদিগকে কৌশলক্রমে বঞ্চনা করায় অসুরেরা পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অসুরগণ অনেক দিন স্বীয় রাজ্যে সন্তুষ্ট থাকিয়া কালযাপন করিয়াছিল। ইতিমধ্যে সুরগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া গোপনভাবে কাল-যাপন করেন। এই অবসরে অসুরগণ শুক্রাচার্য্যের পরামর্শে পুনরায় যুদ্ধানল উদ্দীপিত করিলে ব্রহ্মসভার অনুমোদনক্রমে ইন্দ্র ত্বষ্টৃপুত্র বিশ্ব-রূপকে পৌরহিত্যে বরণ করেন। বিশ্বরূপ অনেক কৌশল করিয়া দেবতা-দিগকে যুদ্ধে জয়ী করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ স্বয়ং মদ্যপান করিতেন ও তৎসম্বন্ধে অসুরদিগের সহিত মিত্রতা ক্রমে ক্রমশঃ অসুরদিগকে ব্রহ্মাবর্ত্তা-ধিকারের উপায়স্বরূপ যজ্ঞভাগ দিবার কোনপ্রকার যুক্তি করায় ইন্দ্র তাঁহাকে বধ করিলেন। বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা সেই সময়ে ক্রোধপূর্ব্বক ইন্দ্রের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্য পুত্র বৃত্র, অসুরদিগের সহিত যুক্ত হইয়া ইন্দ্রকে ব্যাতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন, দেবগণ যুক্তিপূর্ব্বক দধ্যঞ্চের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনেক বৈজ্ঞানিক পরিশ্রমদ্বারা তাঁহার প্রাণ-বিয়োগের পর বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক বজ্র নির্ম্মিত হইল। ইন্দ্র তদ্দ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়া ব্রহ্মবধ-দোষে দূষিত হইলেন। ত্বষ্টা অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত সংযুক্ত হইয়া ইন্দ্রকে কিয়ৎকালের জন্য নির্ব্বাসিত করিলেন। ইন্দ্র ঐ সময় মানস-সরোবরের নিকট অবস্থিতি করেন। ব্রাহ্মণেরা পরস্পর বিবদমান হওয়ায় কোন ব্রাহ্মণকে তৎকালে ইন্দ্রের স্থলাভিষিক্ত না করিয়া পুরূরবার পৌত্র নহুষকে ঐন্দ্র রাজ্য সমর্পণ করিলেন। অত্যল্পকালমধ্যে নহুষের বিপ্রাবহেলন-প্রবৃত্তি প্রবল হওয়ায় ব্রাহ্মণেরা পুনরায় ইন্দ্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নহুষকে কালধর্ম্মে নীত করিলেন। দেবাসুরের যুদ্ধ ব্রহ্মাবর্ত্তের নিকটে কুরুক্ষেত্রে হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যেহেতু ইন্দ্র বৃত্রকে বধ

করিয়া তাহার পূর্ব্বোত্তর দেশে গমন করত মানস-সরোবরে অবস্থিতি করেন।* দধীচিমুনির স্থানটী (যে) কুরুক্ষেত্রের নিকট, ইহাও তদ্বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ। কেহ কেহ বলেন যে অন্বেষণ করিলে ত্রিপিষ্টপ নামক তিনটী উচ্চভূমি, হয় কুরুক্ষেত্রে বা ব্রহ্মাবর্ত্তের উত্তরাংশে আবিষ্কৃত হইতে পারে।

শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রণাপ্রভাবে অসুরগণ ক্রমশঃ বলবান্ হইয়া উঠিলে দেবতাগণ তাহাদিগকে নিরস্তকরণে অক্ষম হইয়া বামনদেবের বুদ্ধিকৌশলে বলিরাজা ও তৎসঙ্গিগণকে উচ্চভূমি হইতে নিঃসারিত করিলেন। বোধ হয় অসুরেরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া পঞ্চনদ দেশের উচ্চাংশ হইতে সিন্ধুতীরে সিন্ধুনামা দেশে বাস করিলেন।† ঐ স্থলকে তৎকালে পাতাল বলিয়া গণ করা যাইত, যেহেতু ঐ সকল স্থানে নাগবংশীয়েরা স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এলাপত্র ও তক্ষকাদি নাগবংশীয় পুরুষেরা বহুদিন ঐ দেশে অবস্থিতি করিতেন। তাহার অনেক দিন পরে তাঁহারা তথা হইতে পুনরায় উচ্চভূমিতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে এলাপত্র হ্রদ ও তক্ষশীলা নগর পত্তন হয়। নাগেরা কাশ্মীর দেশেও বাস করিয়াছিলেন। ইহার বিশেষ বিবরণ রাজতরঙ্গিণীতে দৃষ্ট হয়। কশ্যপ হইতে পঞ্চপুরুষে বলিরাজা; তাঁহার সময়েই অসুরগণ কৌশলদ্বারা নির্ব্বাসিত ও পাতালে প্রেরিত হন।

বেণচরিত্র আর্য্য-ইতিহাসের একটী প্রধান পর্ব্ব। স্বায়ম্ভুব মনু হইতে বেণরাজা একাদশ পুরুষ। এস্থলে বিচার্য্য এই যে, মনু ও তদ্বংশীয় মহাপুরুষেরা কোথায় বাস করিতেন। শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে কথিত আছে যে, মনু ব্রহ্মাবর্ত্তেই বাস করিতেন। ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে দক্ষিণ এবং কুরুক্ষেত্রের

---

* নভো গতো দিশঃ সর্ব্বাঃ সহস্রাক্ষো বিশাম্পতে।
প্রাগুদীচীং দিশং তূর্ণং প্রবিষ্টো নৃপ মানসম্ ॥ (ভাগবত ৬।১৩।১৪)

† আলেকজাণ্ডারের সময়ে সিন্ধুসাগরসঙ্গমের অনতিদূরে পাতাল বলিয়া নগর ছিল। বাটলার সাহেবের আটলাস্ দেখ।

দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে মনুর বর্হিষ্মতী নগরী ছিল। ব্রহ্মর্ষি-দেশের সীমা তৎকালে নির্ণীত না হওয়ায় ঋষিগণ মনুর নগরকে ব্রহ্মাবর্ত্তান্তর্গত বলিয়া উক্ত করিয়া থাকেন। বাস্তবিক মনুর নগর সরস্বতীর দক্ষিণপূর্ব্ব হওয়ায় ঐ নগর ব্রহ্মর্ষিদেশস্থিত, কহিতে হইবে।* কর্দ্দম প্রজাপতির আশ্রম বিন্দু-সর হইতে মনু যৎকালে নিজপুরীতে প্রত্যাগমন করেন তৎকালে প্রথমে সরস্বতীর উভয় কুলে ঋষিদিগের আশ্রম দর্শন করিতে করিতে ক্রমশঃ সরস্বতী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কুশ-কাশ মধ্যে নিজ নগরে গমন করিলেন, এইরূপ বর্ণিত আছে। মনুসম্বন্ধে তাহাদের দ্বিতীয় বিচার এই যে, মনু কিজন্য ক্ষত্রিয় হইলেন। ব্রহ্মার পুত্রসকল প্রজাপতি-নামে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। তখন স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মসদৃশ হইয়া কি জন্যই বা অধস্থ পদ গ্রহণ করিলেন। বোধ হয় প্রথম যখন আর্য্যেরা ব্রহ্মাবর্ত্ত স্থাপন করেন, তখন সকলেই একবর্ণ ছিলেন; কিন্তু

---

* তদ্বৈ বিন্দুসরো নাম সরস্বত্যাপরিপ্লুতম্।
পুণ্যং শিবামৃতজলং মহর্ষিগণসেবিতম্॥ (ভাঃ ৩।২১।৩৯)

তথা হইতে—

উভয়োর্ঋষিকুল্যায়াঃ সরস্বত্যাঃ সুরোধসোঃ।
ঋষীণামুপশান্তানাং পশ্যন্নাশ্রমসম্পদঃ॥
তমায়ান্তমভিপ্রেত্য ব্রহ্মাবর্ত্তাৎ প্রজাঃ পতিম্।
গীতসংস্তুতিবাদিত্রৈঃ প্রত্যুদীয়ুঃ প্রহর্ষিতাঃ॥
বর্হিষ্মতী নাম পুরী সর্ব্বসম্পৎ-সমন্বিতা।
ন্যপতন্ যত্র রোমাণি যজ্ঞস্যাঙ্গং-বিধুন্বতঃ॥
কুশাঃ কাশাস্ত এবাসন্ শশ্বদ্ধরিতবর্চ্চসঃ।
ঋষয়ো যৈঃ পরাভাব্য যজ্ঞঘ্নান্ যজ্ঞমীজিরে॥
কুশকাশময়ং বর্হিরাস্তীর্য্য ভগবান্ মনুঃ।
অযজদ্ যজ্ঞপুরুষং লব্ধা স্থানং যতো ভুবম্॥ (ভাগবত ৩।২২ঃ২৭-৩১)

বংশবৃদ্ধিকরণার্থে স্ত্রীলোকের অভাব হওয়ায় অজ্ঞাতকুলশীল একটী বালক ও বালিকাকে সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে আর্য্যত্ব প্রদানপূর্ব্বক আর্য্যমতে বিবাহিত করিলেন। তাঁহারাই স্বায়ম্ভুব মনু ও তৎপত্নী শতরূপা। তাঁহাদের কন্যারা ঋষিদিগের সহিত বিবাহ করিয়া আর্য্যকূলকে সমৃদ্ধ করেন। প্রকাশ্যরূপে অন্যার্য্যদিগের কন্যাগ্রহণ-কার্য্যটী আর্য্যগৌরবের ব্যাঘাত বিবেচনা করিয়া পালিত দম্পতিকে স্বায়ম্ভুবত্ব ও আর্য্যত্ব প্রদান করতঃ তাঁহাদের কন্যাগ্রহণরূপ কৌশল অবলম্বিত হয়। কিন্তু তদ্বংশজাত পুত্রগণকে শুদ্ধার্য্যদিগের সহিত সাম্যদান করিতে অস্বীকার করতঃ তাহাদিগকে ক্ষত্র-নামে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল। ক্ষত হইতে ত্রাণ করিতে সক্ষম যিনি, তিনি ক্ষত্র; এরূপ ব্যুৎপত্তি রঘুবংশের টীকায় মল্লিনাথ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। মনু ও মনুবংশকে আর্য্যমধ্যে পরিগণিত করিয়াও তাঁহাদিগকে ব্রহ্মাবর্ত্ত-সংস্থাপক মূল আর্য্যগণ হইতে ভিন্ন রাখিবার অভিপ্রায়ে আপনারা ব্রাহ্মণ হইলেন এবং ক্ষত্রবংশীয় মহোদয়গণকে ব্রাহ্মণদিগের রক্ষাকর্ত্তা-স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন। শুদ্ধ ব্রহ্মাবর্ত্ত-ভূমিতে উত্তরপশ্চিম অবলম্বনপূর্ব্বক পঞ্চনদস্থ অসুরকুল হইতে রক্ষাকর্ত্তস্বরূপ দেবতাদিগের বাস ছিল। সরস্বতী নদীর তীরে ঋষিগণ বাস করিতেন। তদ্দক্ষিণপশ্চিমদিকে দাক্ষিণাত্য অসভ্যজাতি হইতে ব্রাহ্মণদিগের রক্ষাকর্ত্তস্বরূপ মনু ও মনুবংশের অবস্থান হইল। মানব রাজারা দৈব-রাজ্যের অধীন ছিলেন। ইন্দ্রদেবতা সকলের সম্রাট। দেবগণ যে অংশে বাস করিতেন, তাহার নাম ত্রিপিষ্টপ, অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ তিনটী ভূমি। সর্ব্বোচ্চভাগে ইন্দ্রের পুরী উত্তরদিকে সংস্থিত ছিল। ঐ পুরীর অষ্টদিক্, মধ্য ও উপরিভাগ লইয়া দিক্‌পালেরা বাস করিতেন। গ্রন্থবিস্তারভয়ে এবিষয়ে এস্থলে আধুনিকমত আর অধিক বলা যাইবে না। এস্থলে একটী কথার উল্লেখ না করিয়া এবিষয় ত্যাগ করা যাইতে পারে না। ব্রহ্মা হইতে চতুর্থ পুরুষে কশ্যপের পুত্রগণ দৈবরাজ্য সংস্থাপন করেন। ব্রহ্মা হইতে কশ্যপ পর্য্যন্ত প্রাজাপত্য ও মানব-রাজ্য ছিল, তৎপরে দৈবরাজ্য প্রবৃত্ত হইল।

দৈবরাজ্য প্রবল হইলে দেবাসুরের যুদ্ধ হয়। দৈবরাজ্যটী সময়ক্রমে যত নিস্তেজ হইল, মানব-রাজ্যের তত প্রবলতা হইতে লাগিল। স্বায়ম্ভুব মানব-রাজ্য অধিক দিন ছিল না। বৈবস্বত মানব রাজ্য প্রবল হইয়া উঠিলে ক্রমশঃ স্বায়ম্ভূব মানব-রাজ্য নির্ব্বাণ হয়। বৈবস্বত মনু সূর্য্যের পুত্র। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা তাঁহার জননীর নাম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনিও বোধ হয় পোষ্যপুত্র ছিলেন, অথবা কোন অনার্য্য-সংযোগে উদ্ভুত হইয়াছিলেন ; এজন্য তাঁহার ভ্রাতাদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণ হইতে না পারিয়া স্বায়ম্ভুব মনুর দৃষ্টান্তে ক্ষত্রত্ব স্বীকার করিলেন। এ বিষয়ে আধুনিকমত অধিক আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। বেণরাজা কালক্রমে দেবতাদিগকে হীনবল দেখিয়া দৈব রাজ্যের সংস্থানভঙ্গে বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন।* তাহাতে দেবতাদিগের পরিষদ ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে বধ করেন এবং তাঁহার উভয় হস্ত পেষণ করিয়া অর্থাৎ উভয় পার্শ্বভুমি অন্বেষণ করিয়া পৃথুনামক মহাপুরুষ ও অর্চ্চিনাম্নী স্ত্রীকে সংযোজনপূর্ব্বক রাজ্যভার দিলেন। পৃথুরাজার সময়ে প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রামাদিপত্তন, কৃষি-কার্য্যের আবিষ্কার, উদ্যান প্রস্তুত ইত্যাদি নানাবিধ সাংসারিক উন্নতি সংঘটন হইয়াছিল।†

গঙ্গার আধুনিক মত অঙ্গীকার করিলে বলা যাইতে পারে যে, সমুদ্রপর্যন্ত মহাত্ম্য বিস্তারপূর্ব্বক আর্য্যাবর্ত্তের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া সূর্য্যবংশীয় ভগীরথ রাজা একটা বৃহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। তৎকালে মিথিলান্ত-রাজ্যকেই আর্য্যাবর্ত্ত বলা যাইত। মনুবংশ তখন লোপপ্রায় হইয়াছিল। রৌদ্ররাজ্য ও সূর্য্যবংশীয় রাজ্য তৎকালে প্রবল

---

* বলিঞ্চ মহং হরতো মত্তোঽয়ঃ কোঽগ্রভুক্ পুমান্ (বেণবাক্যম্)।

† প্রাক্ পৃথোরিহ নৈবৈষা পুরগ্রামাদিকল্পনা।
যথাসুখং বসন্তি স্ম তত্র তত্রাকুতোভয়াঃ ॥ (ভাগবত ৪।১৮।৩২)

থাকায় তাঁহাদের মধ্যে এমত সন্ধি ছিল যে, উভয়ের মত না হইলে ভারতের কোন সাধারণ কার্য্য হইত না। সগরসন্তানেরা সাগরের নিকট প্রাণদণ্ডিত হইলে সূর্য্যবংশের কলঙ্ক হইয়া উঠিল। সেই কলঙ্ক অপনয়ন-করণাভিপ্রায়ে-নামমাত্র দৈবরাজ্যের সভাপতি ব্রহ্মা ও রৌদ্র-রাজ্যের রাজা শিব এই দুই মহাপুরুষের বিশেষ উপাসনাপূর্ব্বক আর্য্যাবর্ত্ত-সমৃদ্ধির অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ভগীরথ খাদান্তরের সহিত গঙ্গার যোজনা করিলেন। আদৌ সরস্বতীই সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্যা নদী ছিল। ক্রমশঃ যামুনপ্রবেশ আর্য্যাবর্ত্ত হওয়ায় যমুনায় মহাত্ম্য বিস্তৃত হয়। অবশেষে ভগীরথের সময় গঙ্গানদীকে সকল নদী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ও পুণ্যপ্রদা বলিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এই ঘটনার কিছু দিবস পরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড বিবাদ হইয়া উঠিল। তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তগণ ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মাবর্ত্তের দৈব-রাজ্যকে নিতান্ত নিস্তেজ দেখিয়া অত্যন্ত অবহেলা করিতে লাগিলেন, এমত কি কার্য্যগতিকে কোন কোন প্রধান ঋষিকে বধ করিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে এরূপ ঘটনা নিতান্ত দুঃসহ হইয়া উঠিলে তাঁহারা একত্র হইয়া পরশুরামকে সেনাপতি করতঃ স্থানে স্থানে যুদ্ধানল প্রদ্দীপিত করিতে লাগিলেন। হৈহয়বংশীয় কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন অনেক ক্ষত্রিয় সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত সমরে প্রবেশ করিলেন। পরশুরামের দুর্ব্বিসহ কুঠারাঘাতে কার্ত্তবীর্য্যের মৃত্যু হয়। কার্ত্তবীর্য্য নর্ম্মদাতীরস্থ মাহেষ্মতী নগরে রাজ্য করিতেন। তিনি এত প্রবল ছিলেন যে, দাক্ষিণাত্যস্থ অনার্য্য লোকেরা তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিত। লঙ্কানিবাসী রাবণ রাজাও তাহার ভয়ে আর্য্যাবর্ত্তে আসিতে সাহস করিতেন না। ব্রাহ্মণগণ কেবল কার্ত্তবীর্য্যকে বধ করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। ক্রমশঃ চন্দ্র-সূর্য্যবংশীয় নৃপতিদিগের সহিতও স্থানে স্থানে বিবাদ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া পরশুরাম সমস্ত পৃথিবীর রাজ্য কশ্যপের হস্তে সমর্পণ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মাবর্ত্তস্থ দৈব্য

রাজ্য কশ্যপবংশীয় ব্রাহ্মণদিগের হাতে ছিল। ঐ রাজ্য বিগতপ্রায় হইলে অন্যান্য সম্রাট্ রাজা হয়। পরশুরাম সমস্ত ভারতের সাম্রাজ্য পুনরায় কশ্যপবংশে অর্পণ করিলেন। কিন্তু তৎকালে ব্রাহ্মণমন্ডলীতে এরূপ বিচার হইল যে, ব্রাহ্মণেরা আর রাজ্যভার লইবার যোগ্য নহেন। অতএব ক্ষত্রিয়বংশে সাম্রাজ্য থাকাই প্রয়োজন বোধ করিয়া ব্রাহ্মণ ও প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয় রাজাদিগের স্থানে স্থানে সভা হইয়া মানবশাস্ত্র প্রচলিত হয়। সম্প্রতি ঐ মানবশাস্ত্র প্রচলিত আছে কি না, তদ্বিষয় পরে আলোচিত হইবে। ব্রহ্মাবর্ত্ত বা দৈবরাজ্যের আর স্থানীয় সম্মান রহিল না। কেবল যজ্ঞাদিতে তত্তৎ সম্মান রক্ষিত হইল। তাহাও নাম ও মন্ত্রাত্মক। বাস্তবিক ব্রাহ্মণসমাজের সম্মান প্রভূত হইয়া উঠিল। এইরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের সন্ধি হইলেও পরশুরাম স্বয়ং রাজ্যলোলুপ হইয়া পুনরায় ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়া রামচন্দ্রকর্তৃক পরাজিত ও নির্ব্বাসিত হ'ন, এরূপ রামায়ণে কথিত আছে। কুমারিকা অন্তরীপের সন্নিকট মহেন্দ্রপর্ব্বতে তাঁহাকে দূরীভূত করা হয়। এই কার্য্যে ব্রাহ্মণগণ রামচন্দ্রের সাহায্য করায় পরশুরাম আর্য্য-ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া দক্ষিণদেশে কয়েক প্রকার ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই পরশুরামকর্তৃক ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হওয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। পরশুরামের সহিত যে সকল ব্রাহ্মণেরা মালাবারদেশে বাস করেন তাঁহারাই আর্য্য-শাস্ত্রসকল দাক্ষিণাত্য দেশে প্রচার করতঃ কেরলদেশীয় জ্যোতিষশাস্ত্র ও নানাপ্রকার বিদ্যার উন্নতি করেন। তাঁহাদের বংশজাত ব্রাহ্মণেরা এপর্য্যন্ত সারস্বতাভিমান করিয়া থাকেন।

এই বৃহদঘটনার অব্যবহিত পরেই রাম-রাবণের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। লঙ্কাধিপতি রাবণ তৎকালে একজন প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। পুলস্ত্যবংশীয় জনৈক ঋষি ব্রহ্মাবর্ত্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক লঙ্কাদ্বীপে কিয়ৎকাল

বাস করেন ; রক্ষবংশের কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া রাবণবংশের উৎপত্তি করেন। ইহাতে রাবণকে অৰ্দ্ধ রক্ষ ও অৰ্দ্ধ আৰ্য্য কহা যাইতে পারে। রাবণরাজা বলপরাক্রমে ক্রমশঃ ভারতের দাক্ষিণাত্য রাজ্যের মধ্যে অনেকাংশ জয় করিয়া লন। অবশেষে গোদাবরী-তীর পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার হয়। তথায় খরদূষণ নামক দুইটী সেনাপতিকে সীমারক্ষার জন্য অবস্থিত করেন। রাম-লক্ষ্মণ যেকালে গোদাবরীতীরে কুটির নিৰ্ম্মাণ করেন তখন রাবণের এরূপ আশঙ্কা হইল যে সূৰ্য্যবংশীয়েরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার সীমার নিকট দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিতেছেন। এই বিবেচনা করিয়া রাবণরাজা বকসর-নিবাসিনী তারকাপুত্র মারিচকে আশ্রয় করিয়া সীতা হরণ করেন। রামচন্দ্র সীতার উদ্দেশ্য করিবার জন্য দাক্ষিণাত্য কিস্কিন্দাবাসীদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন। বাল্মীকি একজন আৰ্য্যবংশীয় কবি ছিলেন। স্বভাবতঃ দাক্ষিণাত্যনিবাসীদিগের প্রতি তাঁহার পরিহাস-প্রবৃত্তি প্রবল থাকায় রামমিত্র বীর-পুরুষদিগকে হাস্যরসের বিষয় করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কাহাকে বানর, কাহাকে ভল্লুক, কাহাকে রাক্ষস এরূপ বর্ণনস্থলে লাঙ্গুল লোমাদি অৰ্পণেও নিরস্ত হন নাই। যাহা হউক, রামচন্দ্রের সময়ে আৰ্য্য ও দাক্ষিণাত্য নিবাসীদিগের মধ্যে একটী সদ্ভাবের বীজ বপন হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। সেই বীজ পরে তরুরূপে উত্তম ফল উৎপত্তি করিয়াছে। তাহা না হইলে কর্ণাটীয়, দ্রাবিড়ী, মহারাষ্ট্রীয়, মহাসুরীয় প্রভৃতি মহোদয়গণ হিন্দুনামে পরিচিত হইতে পারিতেন না। রামচন্দ্র ঐ সকল দেশস্থ লোকের সাহায্যে লঙ্কা জয় করিয়া সীতা উদ্ধার করেন।

আধুনিক পণ্ডিতগণ আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে লঙ্কাজয়ের প্রায় ৭৭৫ বৎসর পরে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই কালের মধ্যে কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই। কেবল আৰ্য্য-নিৰ্ম্মিত রাজ্যটী ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছিল। বিদর্ভ অর্থাৎ নাগপুর প্রভৃতি দেশে আৰ্য্যক্ষত্রিয়গণ বাস

করতঃ ক্রমশঃ একটি মহারাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ইদানীন্তন ঐ রাজ্যের নামও মহারাষ্ট্র হইয়া উঠিয়াছে। ঐ কালের মধ্যে যদুবংশীয়েরা সিন্ধু শৌবীর হইতে নর্ম্মদাকুলে মাহেষ্মতী চৌদি ও যমুনাকুলে মথুরা পর্য্যন্ত অধিকার করেন। ঐ কালের মধ্যে সূর্য্যবংশীয়েরা অতিশয় নিস্তেজ হইয়া পড়েন। সূর্য্যবংশীয় মরুরাজা ও চন্দ্রবংশীয় দেবাপি উভয়ে রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক কলাপগ্রামে গমন করেন। শিল্পবিদ্যা উন্নতা হয়। নগর গ্রামাদির ব্যবস্থা ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট হইতে থাকে। পূর্ব্ব-ব্যবহৃত আর্য্যাক্ষর ক্রমশঃ সংস্কৃত হইয়া উঠে। অনার্য্য ভূমির অনেক স্থানে তীর্থ সংস্থাপন হয়। হস্তিরাজা কর্ত্তৃক গঙ্গাতীরে হস্তিনাপুরী নির্ম্মিত হয় *। কুরুরাজাকর্তৃক ব্রহ্মর্ষিদেশে দেব-রাজ্যের অনুমোদনক্রমে কুরুক্ষেত্র তীর্থ সংস্থাপিত হয়।

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধটি একটি প্রধান ঘটনা বলিতে হইবে, যেহেতু ঐ যুদ্ধে ভারতবর্ষে অনেকানেক রাজা একত্রিক হইয়া তুমুল সমরে স্বর্গারোহণ করেন। ঐ ঘটনার সমস্ত বৃত্তান্ত ভারতবাসীদিগের দৈনিক আলোচনা। অতএব তাহার বিশেষ বর্ণন এখানে প্রয়োজন নাই। কেবল বক্তব্য এই যে, ঐ যুদ্ধের কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই মাগধরাজ জরাসন্ধ ভীমকর্ত্তৃক হত হন। মাগধরাজ্য ক্রমশঃ প্রতাপোন্মুখ ছিল এমত কি হস্তিনার সম্মান দূরীভূত করিয়া মগধের সম্মানস্থাপন করিবার জন্য জরাসন্ধের বিশেষ যত্ন ছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যদিও পরীক্ষিতের বংশে অনেক দিবস পর্য্যন্ত রাজাগণ গাঙ্গ ও যামুন প্রদেশ ভোগ করিয়াছিলেন, তথাপি তৎকালের সাম্রাজ্য মাগধরাজার হস্তে ন্যাস্ত ছিল; যেহেতু

---

* অদ্যাপি বঃ পুরং হ্যেতৎ সূচয়দ্রামবিক্রমম্।
সমুন্নতং দক্ষিণতো গঙ্গায়ামনমু দৃশ্যতে।। (ভাগবত ১০।৬৮।৫৪)

পুরাণ সকলে তৎকাল হইতে মাগধরাজাদিগের নামাবলি প্রাধান্যরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

কোন্ সময়ে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা এখন স্থির করিতে হইবে। ঐ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই পরীক্ষিত রাজার জন্ম হয়। পরীক্ষিতের জন্ম হইতে, (প্রদ্যোতন হইতে পঞ্চম রাজা) নন্দিবর্দ্ধনের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত একহাজার একশত পঞ্চদশ বর্ষ বিগত হয় *। নিম্নোদ্ধৃত ভাগবত শ্লোকে নন্দাভিষেক-শব্দ থাকায় কানিংহাম সাহেব প্রভৃতি অনেকেই নবনন্দের মধ্যে প্রথম নন্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী উক্ত পাঠ স্বীকার করিয়াও অবান্তর সংখ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করায় আমরা নির্ভয়ে নন্দিবর্দ্ধনের নামান্তর নন্দ বলিয়া স্থির করিলাম। বিশেষতঃ ভাগবতে নবমস্কন্ধে কথিত হইয়াছে যে, মার্জ্জারি হইতে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত ২০ জন বৃহদ্রথবংশীয় রাজারা সহস্রবর্ষ ভোগ করিবেন,†† এবং দ্বাদশস্কন্ধে ঐ বিংশতি রাজাদিগের উল্লেখ করিয়া তদন্তে পাঁচজন প্রদ্যোতন ১৩৮ ও শিশুনাগাদি দশজন ৩৬০ বৎসর ভোগ করিলে, নয়জন নন্দ শতবর্ষ ভোগ করিবে, এমত কথিত আছে। নব নন্দের প্রথম নন্দকে লক্ষ্য করিলে প্রায় পোনেরশত বৎসর হয়। কিন্তু নন্দিবর্দ্ধনের রাজ্যকাল ২৩ বৎসর বাদ দিলে, ঠিক ১,১১৫ বৎসর হয়। পুনশ্চ †

---

* আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ ভাগবত ১২।২।২৬

† বার্হদ্রথাশ্চ ভূপালা ভাব্যাঃ সাহস্রবৎসরম্ ॥ ভা ৯।২২।৪৯

†† সপ্তর্ষিণাং তু যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি ॥
তেনৈব ঋষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাং।
তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কাল অধুনা চাশ্রিতা মঘাঃ ॥ ভা ১২।২।২৭-২৮

ভাগবতে লিখিত হইয়াছে যে, সপ্তর্ষি নক্ষত্রমণ্ডল পরীক্ষিতের সময় মঘাকে আশ্রয় করিয়াছিল। যে সময় তাহারা মঘাদি জ্যেষ্ঠা পর্যন্ত মঘাগণ ত্যাগ করিবে, তখন কলির ভোগ ১,২০০ বৎসর হইয়া যাইবে। বারশত বৎসরে নয় নক্ষত্র ভোগ হইলে প্রতি নক্ষত্রে ১৩৩ বৎসর ৪ মাস ভোগ হয়। যখন সপ্তর্ষিমণ্ডলের পূর্ব্বষাঢ়ায় গমনকালে অপর নন্দ রাজা হয়, তখন এগারটি নক্ষত্রে সপ্তর্ষির গতির কাল চৌদ্দ-বৎসরের অধিক হয়! নন্দিবর্দ্ধনের রাজ্য সমাপ্তি পর্য্যন্ত ১,১৩৮ বৎসরে ১০ জন শৈশুনাগরাজাদের রাজ্যকাল ৩৬০ বৎসর যোগ করিলে, ১,৪৯৮ বৎসর পাওয়া যায়। এস্থলে রাজ্যকাল-সংখ্যা ও সপ্তর্ষি-গতিকাল-সংখ্যা মিল হওয়ায় পূর্ব্বে যাহা স্থির হইয়াছে তাহাই দৃঢ়তর হইল। কিন্তু মঘাতে সম্প্রতি ঋষিগণ একশত বৎসর আছেন, এই বাক্যে অনেকের এরূপ বোধ হইবে যে প্রতি নক্ষত্রে এক এক শত বৎসর মহর্ষিরা থাকেন। কিন্তু শুকদেব যে কালে পরীক্ষিত রাজাকে কহিতেছিলেন, সেই সময় হইতে মঘানক্ষত্রে সপ্তর্ষি একশত বৎসর থাকিবেন বুঝিতে হইবে। শুকদেবের বক্তৃতার পূর্ব্বে সপ্তর্ষিদিগের ৩৩ বৎসর ৪ মাস মঘা ভোগ হইয়াছে বুঝিলে, আর কোন সন্দেহ থাকে না। অতএব নন্দিবর্দ্ধনের অভিষেক পর্য্যন্ত ১,১১৫ বৎসর; তৎপরে কলি সমৃদ্ধ হইয়া অপর নন্দের সময় হইতে অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল, এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। ঘটনা দৃষ্টি করিলেও ইহাই দৃঢ়ীভুত হয়; কেননা নন্দীবর্দ্ধনের ৫টি রাজার পরেই অজাতশত্রু

যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি।

তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ॥

যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।

তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥ ভা ১২।২।৩১-৩২

রাজা হ'ন। তাঁহার সময়ে শাক্যসিংহ অচ্যুতভাব বর্জ্জিত নৈষ্কর্ম্মরূপ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন।* আভীর প্রায় নন্দগণ সদ্ধর্ম্মের প্রতি অনেক হিংসা প্রকাশ করেন। পরন্তু অশোকবর্দ্ধন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য বৃদ্ধি করেন। ক্রমশঃ শূদ্র প্রভৃতি জাতিরা রাজ্যগ্রহণ করিয়া অনেক প্রকার ধর্ম্ম-উপপ্লব করিয়াছিলেন। নবনন্দের রাজ্যশেষ পর্য্যন্ত ১,৫৯৮ বৎসর বিগত হয়। চাণক্য পণ্ডিত শেষনন্দকে সংহার করিয়া মৌর্য্যবংশীয় রাজাদিগকে রাজ্য প্রদান করেন। কোন মতে দশরথ ও মতান্তরে চন্দ্রগুপ্তই প্রথম মৌর্য্য রাজা ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত রাজার সময় গ্রীকদেশীয় লোকেরা প্রথম আলেক্‌জান্ডারের সহিত ও পরে সেলুকসের সহিত ভারতভূমি সন্দর্শন করেন। গ্রীক্‌দেশীয় গ্রন্থ ও সিংহলস্থ মহাবংশ ও ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধ-ইতিহাস-মতে চন্দ্রগুপ্ত রাজা খ্রীষ্টের ২১৫ বৎসর পূর্ব্বে সিংহাসনারোহণ করেন। অতএব অদ্য হইতে মহাভারতের যুদ্ধ এই হিসাবে ৩,৭৯১ বৎসর পূর্ব্বে ঘটনা হইয়াছিল, এরূপ অনুমিত হয়। ডাক্তার বেণ্ট্‌লি সাহেব মহাভারতোল্লিখিত গ্রহগণের তাৎকালিক অবস্থান গণনা করিয়া ঐ যুদ্ধ খ্রীষ্টের ১,৮২৪ বৎসর পূর্ব্বে ঘটনা হইয়াছিল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহার গণনা আমার গণনার সহিত মিলন করিয়া দেখিলে ৮৯ বৎসরের ভিন্নতা হয়। হয় বেণ্ট্‌লি সাহেবের গণনায় কিছু ভুল থাকিবে, নতুবা বার্হদ্রথেরা ১০০০ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়াছেন, এই স্থূল সংখ্যা হইতে ঐ ৮৯ বৎসর বাদ দিতে হইবে। যাহা হউক, ভবিষ্যৎ সারগ্রাহী পণ্ডিতেরা এ বিষয় অধিকতর অনুসন্ধান-সহকারে স্থির করিতে পারিবেন।

মৌর্য্যেরা দশ পুরুষ রাজ্য করেন। তাঁহাদের রাজ্যকাল সংখ্যা ১৩৭

---

* নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥ ভা ১।৫।১২

বৎসর বলিয়া ভাগবতে কথিত আছে। তাঁহাদের মধ্যে অশোকবর্দ্ধন অতি প্রবল রাজা ছিলেন। তিনি প্রথমে আর্য্যধর্ম্মে ছিলেন, পরে বৌদ্ধ হন এবং ভারতের অনেক স্থানে বৌদ্ধস্তম্ভ স্থাপিত করেন। এই বংশের রাজ্যকালমধ্যেই থিয়োডোটাস, ডিমিট্রিয়াস, ইউক্রেডাইটিস প্রভৃতি ৮ জন যবন রাজা ভারতের কিয়দংশ লইয়া সিন্ধুনদের পশ্চিমে রাজ্য করিয়াছিলেন। মৌর্য্যরাজারা কোন বংশে উৎপন্ন হন তাহা উত্তমরূপে স্থির হয় নাই।* বোধ করি ইহারা বিতস্তা নদীর পশ্চিমে রোহিত পর্ব্বতের নিকটবর্তী ময়ূরবংশ হইতে উদ্ভূত হয়। বস্তুতঃ তাহারা চতুর্ব্বর্ণ-মধ্যে ছিল না, কেননা তাহাদের সহিত যবনদিগের যেরূপ সম্বন্ধ ও ব্যবহার দেখা যায়, তাহাতে তাহাদিগকে শক জাতির কোন অবান্তর শ্রেণী বলিয়া বোধ হয়। আরও অনুমান হয় যে, যবনদিগের আগমনের কিয়ৎ পূর্ব্বে উহারা ময়ূরপুর, মায়াপুর, বা হরিদ্বারে রাজ্য লাভ করিয়া আর্য্য-নাম গ্রহণ করে। ময়ূরপুর হইতেই মৌর্য্য-নাম প্রাপ্ত হয়। তাহাদের অব্যবহিত নয়জন নন্দ রাজ্য করেন, তাঁহারা সিন্ধুতটস্থ পশ্চিমপারস্থিত আবভৃত্য অর্থাৎ আরাবাইট দেশীয় আভীর ছিলেন এরূপ বোধ হয়, যেহেতু ভাগবতে তাঁহাদিগকে বৃষল বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে এবং নীচ রাজাদের মধ্যে ৭জন আভীরের প্রথমোল্লেখও আছে।

মাগধরাজ্যানুক্রমে মৌর্য্যবংশের পরেই শুদ্ধ বংশীয়েরা সিংহাসনারূঢ় হন। ইহাঁরা ১১২ বৎসর রাজ্য করেন। ইহাঁদের মধ্যে পুষ্পমিত্র ও তৎপরে অগ্নিমিত্র মগধ হইতে পঞ্চপদ পর্য্যন্ত রাজ্য করেন এবং কৌশলক্রমে আর্য্যদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনেচ্ছায় মদ্রদেশীয় শাকল নগরের বৌদ্ধ-

* নকুলের পঞ্চনদবিজয়-বর্ণনে-কথিত আছে ;—
কার্ত্তিকেয়স্য দয়িতং রোহীতকমুপ্যদ্রবৎ।
তত্র যুদ্ধমহচ্চাসীৎ শূরৈর্ম্মত্তময়ূরকৈঃ ॥ মহাভারতম্।

দিগের প্রতি দৌরাত্ম্য আচরণ করেন। তাঁহারা এরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যিনি একটী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মস্তক আনিতে পারিবেন তিনি শতমুদ্রা পুরস্কার পাইবেন। কান্ববংশীয় রাজারা ইহাঁদের পর মগধাধিকার করেন। ইহাঁরা ৪জনে ৪৫ বৎসর রাজ্য করেন। ভাগবতের মধ্যে তাঁহাদের রাজ্যকাল ৩৪৫ বৎসর বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে বাসুদেব ৯ বৎসর, ভূমিমিত্র ১৪ বৎসর, নারায়ণ ১২ বৎসর ও সুশর্ম্মা ১০ বৎসর রাজ্য করেন লিখিত থাকায় ভাগবতের পাঠ অশুদ্ধ থাকা বোধ হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রীধর-স্বামীও ঐ অশুদ্ধ পাঠ স্বীকার করিয়াছেন। যাহা হউক, এস্থলে ৪৫ বৎসরেই যে ভাগবত লেখকের মত তাহা স্থির হইল। কান্ববংশীয়দিগের পরে অন্ধ্র বংশীয়েরা মগধে রাজ্য করেন। ইহাঁরা ৪৫৬ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। এই বংশের শেষ রাজা সলোমধি। খ্রীষ্টাব্দের ৪৩৫ বৎসরে অন্ধ্রবংশ সমাপ্ত হয়।

এই সকল অনার্য্য রাজাদের মধ্যে কাহাকেও সম্রাট্ বলিতে পারা যায় না। কেবল অশোকবর্দ্ধনের রাজ্যটী বিশেষরূপে বিস্তৃত ছিল। শুঙ্গ ও কান্বগণ যে সিথিয়াদেশীয় দস্যুপ্রায় রাজা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ কি? কাবুল, পঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের অনেক স্থানে যে সকল মুদ্রা ভূমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতে গ্রীকদেশীয় যবন ও সিথিয়াদেশীয় নানাবিধ জাতির চিহ্ন পাওয়া যায়। মথুরাপ্রদেশে হবিষ্ক কণিষ্ক ও বাসুদেব এই সকল নামের মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহাতে ঐ সকল ব্যক্তিরা কিছুদিন মথুরায় রাজ্য করিয়াছেন বোধ হয়। শেষোক্ত রাজাদিগের সময়ে সম্বৎ-নানা অব্দ প্রচার হয়। কথিত আছে যে, রাজা বিক্রমাদিত্য বাহুবলক্রমে শকদিগকে পরাজয় করিয়া শকারি নাম গ্রহণ করেন এবং সম্বৎ-নামা অব্দ প্রচার করেন। এই আখ্যায়িকা বিশ্বাস করা কঠিন, যেহেতু পৌরাণিক লেখকেরা সম্বদাব্দের ৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত রাজাদিগের নাম উল্লেখ করিয়াও বিক্রমাদিত্যের নাম উল্লেখ করেন নাই। বাস্তবিক ঐ সময়ে ক্ষত্রকুলোদ্ভব

উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য রাজ্যভোগ করিলে পুরাণকর্ত্তারা অবশ্যই তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেন। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, বিক্রমাদিত্য নামধেয় অনেক সময়ে অনেক রাজা রাজ্য করিয়াছেন। যে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে শাসন করেন তিনি ৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে একজন বিক্রমাদিত্য শ্রাবস্তীনগরে বৌদ্ধদিগের শত্রু হইয়া উঠিয়াছিলেন। শালিবাহন রাজা দাক্ষিণাত্যদেশে বিশেষ মান্য ছিলেন এবং তাঁহার প্রচারিত শকাব্দা দক্ষিণদেশে সর্ব্বত্র মানিত হয়। কথিত আছে যে, খ্রীষ্টাব্দের ৭৮ বৎসরে শালিবাহন রাজা শকদিগকে নির্যাতন করিয়া শালিবাহনপুর-নামে নগর পঞ্জাব দেশে স্থাপন করেন। পুনশ্চ নর্ম্মদাকূলে পাঠননামা নগরে শালিবাহনের রাজধানী থাকার অন্যত্র প্রকাশ আছে। অতএব এই দুই রাজার বাস্তবিক জীবনচরিত্র এপর্যন্ত অপরিজ্ঞাত আছে।

পরীক্ষিত হইতে ৬ পুরুষে নিমিচক্র। তিনি গঙ্গাগত হস্তিনাপুর ত্যাগ করিয়া কুশম্বী বা কৌশিকীপুরীতে বাস করেন। তাঁহার ২২ পুরুষে ক্ষেমক রাজা পর্য্যন্ত পাণ্ডুবংশ জীবিত ছিল।

বৃহদ্বল হইতে দোলাঙ্গুল সুমিত্রা পর্য্যন্ত ২৮ পুরুষে সূর্য্যবংশ সমাপ্ত হয়। অতএব নন্দিবর্দ্ধনের পরেই সোম, সূর্য্য উভয়কুল নির্ব্বাণ হইয়াছিল। নবনন্দ প্রভৃতি যে সকল রাজা তৎপরে প্রবল হন, তাঁহারা প্রায় সকলেই অন্ত্যজ। অন্ধ্র রাজারা তৈলঙ্গদেশ হইতে আসিয়া মগধ রাজ্য অধিকার করেন। তাঁহারা চোলবংশীয় ছিলেন, এমত বোধ হয়। কেননা যে কালে মগধদেশে অন্ধ্রাধিকার ছিল, সেই সময়েই অন্ধ্রদেশে বারাঙ্গল নগরে চোলেরা রাজ্য করিতেছিলেন। চোলেরা আর্য্যবংশীয় কি না, ইহা স্থির করা কঠিন; কিন্তু তাঁহাদের আচার-ব্যবহার ও সূর্য্য-চন্দ্র-বংশের সহিত সম্বন্ধাভাব দৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে অন্ত্যজ বলিয়া স্থির করা যায়। চোলেরা প্রথমে দ্রাবিড়দেশের কাঞ্চীনগরের রাজা ছিলেন; ক্রমশঃ তাঁহারা রাজ্য বিস্তার করিয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। পরশুরাম যে কালে দক্ষিণদেশে

বাস করেন, তৎকালে যে সকল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতি নতুন রূপে সংস্থাপন করেন, তাহাদের মধ্যেই চোলদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক অন্ধ্রবংশের শেষ পর্য্যন্ত রাজাদিগের নাম পুরাণে লিখিত আছে।

অপিচ ৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পর ১,২০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান রাজ্য সংস্থাপন পর্য্যন্ত ৭৭২ বৎসর ভারতবর্ষে কেহ সম্রাট্ ছিল না। ঐ সময়ে অনেকানেক খণ্ডরাজ্যে নানাজাতীয় রাজারা রাজ্য করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জ, কাশ্মীর, গুজরাট, কালিঞ্জর গৌড় প্রভৃতি নানাদেশে অনেক আর্য্য ও মিশ্রজাতিরা প্রবল ছিলেন। কান্যকুব্জে রাজপুতগণ ও গৌড়দেশে পালগণ সমধিক বলশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। পালবংশীয় রাজারা এক প্রকার সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া চক্রবর্ত্তি-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যেই উজ্জয়িনী-পতি রাজা বিক্রমাদিত্য অনেক বিদ্যার অনুশীলন করেন। হর্ষবর্দ্ধন ও বিশালদেব ইহাঁরাও প্রবল রাজা হইয়াছিলেন। ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন রাজ-বংশের ইতিহাস লিখিতে গেলে স্থানাভাব হয়; এজন্য আমি নিরস্ত হইলাম। সংক্ষেপে বক্তব্য এই সূর্য্য-চন্দ্র-বংশের স্থলাভিষিক্ত অনেক রাজপুত রাজারা ঐ সময়ে রাজ্য করেন, কিন্তু তাঁহারা অপেক্ষাকৃত আধুনিক; পৌরাণিক লেখকেরা তাঁহাদের অধিক যশঃ কীর্ত্তন করেন নাই *।

খ্রীষ্টীয় ১,২০৬ অব্দে মুসলমানেরা ভারতবর্ষে রাজ্য সংস্হাপন করিয়া পুনরায় ১,৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ রাজপুরুষকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। মুসলমানদিগের শাসনকালে ভারতের সম্যক্ অমঙ্গল ঘটিয়াছিল। দেবমন্দির-সকল নিপাতিত হয়, আর্য্যরক্ত অনেক প্রকারে দূষিত হয়, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের

---

* ব্রাত্যা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপায়া জনাধিপাঃ ॥
সিন্ধোস্তটং চন্দ্রভাগাং কৌন্তিং কাশ্মীরমণ্ডলম্।
ভোক্ষ্যন্তি শূদ্রা ব্রাত্যাদ্যা ম্লেচ্ছা-শ্চাব্রহ্মবর্চ্চসঃ ॥
তুল্যকালা ইমে রাজন্ ম্লেচ্ছপ্রায়াশ্চ ভূভৃত্যঃ। ভাঃ ১২।১।৩৬-৩৮

অনেক অবনতি ঘটে এবং আর্য্য পুরাতন ইতিহাসের আলোচনা প্রায় বিনষ্ট হইয়া যায়।

সম্প্রতি ইংলন্ডীয় মাননীয় মহোদয়গণের রাজ্যে আর্য্যদিগের অনেক সুখ সমৃদ্ধি হইতেছে। আর্য্যদিগের পুরাতন কথা ও গৌরবসকল পুনরায় আলোচিত হইতেছে। যে যে দেবমন্দিরাদি আছে, তাহা আর নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। সংক্ষেপতঃ আমরা একটী ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছি।

যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিলাম, তত্ত্বিষয় আলোচনা পূর্ব্বক ভারতের ইতিহাসকে আধুনিক পণ্ডিতেরা ৮ ভাগে বিভাগ করিয়া থাকেন।

অধিকারের নাম।		নামের তাৎপর্য্য।	যত বৎসর ছিল।	আরম্ভ খ্রীঃপূঃ
১	প্রাজাপত্যাধিকার।	ঋষিদিগের নিজ-শাসন।	৫০	৪,৪৬৩
২	মানবাধিকার।	স্বায়ম্ভুবমনু ও তদ্‌বংশের শাসন।	৫০	৪,৪১৩
৩	দৈবাধিকার।	ঐন্দ্রাদি শাসন।	১০০	৪,৩৬৩
৪	বৈবস্বতাধিকার।	বৈবস্বত বংশের শাসন।	৩৪৬৫	৪,২৬৩
৫	অন্ত্যজাধিকার।	আভীর, শক, যবন, খস, অন্ধ্র প্রভৃতির শাসন।	১২৩৩	৭৯৮
৬	ব্রাত্যাধিকার।	আর্য্যভূত নূতন জাতির শাসন।	৭৭১	৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ

৭	মুসলমানাধিকার।	পাঠান ও মোগল শাসন।	৫৫	১,২০৬ খ্রীষ্টাব্দ
৮	ব্রিটিশাধিকার।	ব্রিটনদেশীয় রাজপুরুষদিগের শাসন স্থল	১২১* মোট ৬৩৪১ বর্ষ	১,৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ

ভারতের রাজ্যশাসন সম্বন্ধে আধুনিক মতে কালবিভাগ দেখাইয়া ইতি-বৃত্তের আভাস প্রদান করিলাম। আপাততঃ আর্য্যদিগের রচিত গ্রন্থসমূহের আধুনিকমত নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রাজাপত্যাধিকারে কোন গ্রন্থ রচনা হয় নাই। তখন কেবল কতিপয় সুশ্রাব্য শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। সর্ব্বাদৌ প্রণবের উৎপত্তি। লিখিত অক্ষরের তৎকালে সৃষ্টি হয় নাই। একাক্ষরে অনুস্বার যোগমাত্রই তখনকার শব্দ ছিল। মানবাধিকার আরম্ভ হইলে অক্ষরদ্বয় সংযোগপূর্ব্বক তৎ সৎ প্রভৃতি শব্দের প্রাদুর্ভাব হইল। দৈবাধিকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দ যোজনপূর্ব্বক প্রাচীন মন্ত্রসকল রচিত হয়। ঐ সময়ে যজ্ঞসৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ গায়ত্রী প্রভৃতি প্রাচীন ছন্দের আবির্ভাব হইতে লাগিল। স্বায়ম্ভুব মনুর অষ্টম পুরুষে চাক্ষুষমনু; তাঁহার সময়ে মৎস্যাবতার হইয়া ভগবান্ বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন, এরূপ আখ্যায়িকা আছে। বোধ হয়, ঐ সময়েই বেদের ছন্দসকল ও অনেক শ্লোক রচনা হয়; সে সমুদয়ই শ্রুতিরূপে কর্ণ হইতে কর্ণে ভ্রমণ করিত—লিখিত হয় নাই। এইরূপ বেদসকল অনেকদিন পর্য্যন্ত অলিখিত থাকায় ও ক্রমশঃ শ্লোকের

* শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তখন ইংরাজদের ভারতবর্ষে ১২১ বৎসর রাজত্ব চলিতেছিল। ১৯50 খৃষ্টা-ব্দের ২৬শে জানুয়ারী ভারত স্বাধীন হইয়াছে। সুতরাং ভারতে ইংরাজ রাজত্ব ছিল ১৮৩ বৎসর। এখন ভারতে স্বাধীন সাধারণ বা প্রজাতন্ত্র।

সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় অনায়ত্ত হইয়া উঠিল। তৎকালে কাত্যায়ন, আশ্বলায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ বিষয় বিচারপূর্ব্বক শ্রুতিসকলের সূত্র রচনা করিয়া কণ্ঠস্থ করিতে সহজ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের পরেও অনেক মন্ত্রাদি রচনা হইল। যখন বেদ অতিবিপুল হইয়া উঠিল, তখন যুধিষ্ঠির রাজার * কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ব্যাসদেব একাকার বেদকে বিষয় বিচারপূর্ব্বক চতুর্ভাগে বিভক্ত করত গ্রন্থআকারে সংকলন করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ ঐ কার্য্য ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন †। ঐ ব্যাসশিষ্য ঋষিগণ ক্রমশঃ বেদসকলের শাখা বিভাগ করিলেন; এমন কি যে, অল্পায়াসে লোকে বেদ অধ্যয়ন করিতে পারিল *। এস্থলে বক্তব্য এই যে, ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদ সর্ব্বত্র মান্য ও অধিক স্থলে উক্ত আছে †। ইহাতে বোধ হয় যে, অতি পুরাতন শ্লোকসকল ঐ তিন বেদরূপে সংগৃহিত হয়। কিন্তু অথর্ব্ববেদকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া অবহেলা করা যায় না, যেহেতু বৃহদারণ্যক—"অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেবযদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদাঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রান্যানুব্যাখ্যানান্যস্যৈ বৈতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি";

---

* চাতুর্হোত্রং কর্ম্ম শুদ্ধং প্রজানাং বীক্ষ্য বৈদিকম্।
ব্যদধাদ্‌যজ্ঞসন্তত্যৈ বেদমেকং চতুর্ব্বিধম্॥
ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ। ভাঃ ১।৪।১৯-২০

† তত্রর্গ্বেদধরঃ পৈলঃ সামগো জৈমিনিঃ কবিঃ।
বৈশম্পায়ন এবৈকোনিষ্ণাতো যজুষামুত॥
অথর্ব্বাঙ্গিরসামাসীৎ সুমন্তুর্দারুণো মুনিঃ। ভাঃ ১।৪।২১-২২

* ত এব বেদা দুর্ম্মেধৈর্ধার্য্যন্তে পুরুষৈর্যথা।
এবং চকার ভগবান্ ব্যাসঃ কৃপণবৎসলঃ॥ ভাঃ ১।৪।২৪

† তস্মাদৃচঃ সামযজূংসি। মুণ্ডক উপনিষৎ।

এরূপ দৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যককে কদাচ আধুনিক বলা যায় না ; যেহেতু ব্যাসকৃত সংগ্রহ-সময়ের পূর্ব্বে উহা রচিত হইয়াছে।

উদ্ধৃত শ্লোকে যে পুরাণ ইতিহাসের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা বৈদিক পুরাতন কথা, যাহা বেদ ও পুরাণরূপে বর্ণিত আছে তদ্বিষয়ক বলিয়া জানিতে হইবে। মীমাংসক জৈমিনি বেদকে নিত্য বলিয়া স্থাপন করিবার জন্য যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সে সমস্ত কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিবর্গের উপকারার্থ কথিত হইয়াছে। সারগ্রাহী মহাপুরুষেরা সারগ্রাহী জৈমিনীর সারতাৎপর্য্য গ্রহণ করিবেন। জৈমিনির তাৎপর্য্য এই যে, যত সত্য বিষয় আবিষ্কৃত হয়, সে সকলই পরমেশ্বরমূলক, অতএব নিত্য। কিকট, নৈচসক, প্রমঙ্গদ—এই সকল অনিত্য বর্ণন দেখাইয়া যাঁহারা বেদের মূল সত্যসকলকে অনিত্য বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহারা সত্যকাম নহেন, ইহাই জৈমিনির সিদ্ধান্ত।

তাঁহাদের মতে স্মৃতিশাস্ত্রের সময় বিচার দেখাইতেছি। সকল স্মৃতি-গ্রন্থের প্রধান ও প্রাচীন মনুসংহিতা। মনুসংহিতা যে মনুর সময় রচিত হইয়াছিল ইহা কুত্রাপি কথিত হয় নাই। যৎকালে মনু প্রবল হইয়া উঠিলেন, তখন প্রজাপতিগণ মনুসন্তানদিগকে ভিন্নশ্রেণী করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিয়দ্দূরে মনুর আশ্রমপদ বর্হিষ্মতীনগরী স্থাপন করাইলেন। তৎকাল হইতে প্রজাপতিরা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা অর্পণ করত মনুকে ক্ষত্ররূপে বরণ করিলেন। এইস্থলে ব্রাহ্মণেতর ভিন্নবর্ণের বীজ পত্তন হইল। মনুও শীলতাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে প্রাধান্য প্রদান করতঃ ভৃগ্বাদি ঋষিদিগের নিকট বর্ণ ধর্ম্মের ব্যবস্থা বর্ণন করেন, তাহাতে ঋষিগণ বিশেষ অনু-মোদনপূর্ব্বক মানব ব্যবস্থাকে স্বীকার করেন। ঐ ব্যবস্থা তৎকালে লিখিত ছিল না। কালক্রমে যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিবাদ উপস্থিত হইল, তখন পরশুরামের সময় ঐ ব্যবস্থা প্রাপ্তপদ কোন ভার্গবের দ্বারা শ্লোকরূপে পরিণত হইল। ঐ সময়ে বৈশ্য ও শূদ্রদিগের ব্যবস্থাও তাহাতে সংযোজিত

হইল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় ৬০০ বৎসর পরে পূর্ব্বগত পরশুরামের পদস্থ অন্য কোন পরশুরামের সাহায্যে বর্ত্তমান মানব গ্রন্থ রচিত হয়। শেষোক্ত পরশুরাম আর্য্যকুলোৎপন্ন হইয়াও দক্ষিণদেশে বাস করিতেন। ঐদেশে পরশুরামের একটী অব্দ চলিয়া আসিতেছে। ঐ অব্দটি খ্রীষ্টের ১,১৭৬ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হয়। সেই অব্দ দৃষ্টে মান্যবর প্রসন্নকুমার ঠাকুর "বিবাদচিন্তামণি" গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে মানবশাস্ত্র আদৌ ঐ সময়ে রচিত হওয়া স্থির করিয়াছেন। ইহা ভ্রমাত্মক, কেননা ছান্দোগ্য শ্রুতিতে মানব-শাস্ত্রের উল্লেখ আছে *। বিশেষতঃ প্রথম পরশুরাম রামচন্দ্রের সমকালীন ব্যক্তি। তাঁহার সময়ে বর্ণব্যবস্থা যে স্থিরীকৃত হইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সন্ধি-স্থাপন হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুতে আর্য্যাবর্ত্তের চরম সীমা সমুদ্রদ্বয় বলিয়া বর্ণিত থাকায় ও চিনা প্রভৃতি মধ্যমকালের জাতি কতিপয়ের উল্লেখ থাকায় ঐ শাস্ত্রের কলেবর পরে বৃদ্ধি হইয়াছিল এরূপ স্থির করিতে হইবে। অতএব মনুগ্রন্থ মনুর সময় হইতে খ্রীষ্টের ১,১৭৬ বৎসর পূর্ব্বপর্য্যন্ত ক্রমশঃ রচিত হইয়া ঐ সময়ে উহার বর্ত্তমান কলেবর স্হাপিত হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রসকল কিছু কিছু ঐ শেষোক্ত সময়ের পূর্ব্বে ও কিছু কিছু তাহার পর ভিন্ন ভিন্ন দেশে রচিত হইয়াছে।

রামায়ণ গ্রন্থ কাব্য-মধ্যে পরিগণিত হইলেও তাহাকে ইতিহাস বলা যায়। ঐ গ্রন্থ বাল্মীকি-রচিত। বাল্মীকি ঋষি রামচন্দ্রের সমকালীন ছিলেন। যে রামায়ণ বাল্মীকির নামে এখন প্রচলিত আছে, তাহাই বাস্তবিক বাল্মীকির সম্পূর্ণ রচনা, এমত বোধ হয় না। নারদ-বাল্মীকি-সংবাদ ও লবকুশের রামচন্দ্রের সভায় রামায়ণ কীর্ত্তন, ইত্যাদি বিচার করিলে বোধ হয়, ঐ গ্রন্থ মধ্যে রাম-চরিত্রসূচক অনেক শ্লোক বাল্মীকিকর্ত্তৃক রচিত লইয়া লব-

* মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিদবদত্তদ্ভেষজস্তেষজতায়াঃ। ছান্দোগ্যং।

কদশকর্ত্তৃক পরিগীত হয়, পরন্তু তাহার অনেক দিন পরে অন্য কোন পণ্ডিত-কর্ত্তৃক ঐ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া লিপিবদ্ধ হয়। উহার বর্ত্তমান আকৃতি মহাভারত রচনার পরে প্রচারিত হইয়াছে অনুমান করি, যেহেতু জাবালিকে তিরস্কার করিবার সময় রামচন্দ্র তাঁহার মস্তকে দুষ্ট শক্যমত * বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব বর্ত্তমান কলেবরটী খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ৫০০ বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে অনুমান করিতে হইবে। লিখিত আছে, মহাভারত ব্যাস-দেবের রচিত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু যে ব্যাস যুধিষ্ঠিরের সময়ে বেদ বিভাগপূর্ব্বক বেদব্যাস পদবীপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎকর্ত্তৃক ভারতরচনা হইয়াছিল বলা যাইতে পারে না। কেননা, ভারতে জনমেজয় প্রভৃতি তৎ-পরবর্ত্তী রাজাদিগের বর্ণন আছে। বিশেষতঃ মহাভারতে মানব-শাস্ত্রের উল্লেখ থাকায় মহাভারতের বর্ত্তমান কলেবর খ্রীষ্টের পূর্ব্ব সহস্র বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত হওয়া অনুমিত হয় †। ইহাতে স্থির হয় যে, বেদব্যাস ভারতগ্রন্থের কোন আদর্শ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাই ব্যাসান্তর কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া পরে মহাভারত নামে প্রকাশ হয়। লোমহর্ষণ নামক কোন শূদ্রবংশীয় পণ্ডিত মহাভারতগ্রন্থ নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে ঋষিদিগের নিকট পাঠ করেন। বোধ হয়, তিনিই মহাভারতের বর্ত্তমান কলেবর সৃষ্টি করেন, কেন না ব্যাসদেবের কৃত ২৪০০ শ্লোক তৎকালে লক্ষ শ্লোক হয়। এখন বিবেচ্য এই যে, লোমহর্ষণ কোন্ সময়ের লোক। কথিত আছে যে, বলদেবের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয় ; ইহাতে বোধ হয় যে পণ্ডিত ও ভক্ত হইলে শূদ্রেরাও ব্রাহ্মণতুল্য মাননীয় হইবে, এই বাক্য দৃঢ়ীকরণার্থে তাৎকালিক বৈষ্ণবসমাজে ঐ আখ্যায়িকার সৃষ্টি হয়। বাস্তবিক ঐ সভা বলদেবের অনেক পরে স্থাপিত হয়। যে লোমহর্ষণ ব্যাস-

---

* বর্দ্ধমানাধিপতির আজ্ঞাক্রমে মুদ্রিত সংস্কৃত রামায়ণ দৃষ্টি করুন।

† পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতম্।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ ॥ মহাভারতম্।

শিষ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি যে ঐ সভায় বক্তা ছিলেন, ইহাতেও সন্দেহ হয়। বোধ হয়, বলদেবের সময় ব্যাসশিষ্য লোমহর্ষণ বৈদিক ইতিহাস ব্যাখ্যা কালে হত হন। কিন্তু তাহার বহুদিন পরে (জনমেজয়ের সভায় বৈশম্পায়নের বক্তৃতার বহুদিন পরে) তৎপদস্থ অন্য কোন সৌতি মহাভারত বক্তৃতা করেন। কালক্রমে পূর্ব্ব আখ্যায়িকা ঐ সময়ের ইতিহাসে সংযুক্ত হইয়া পড়ে। বুদ্ধের বিশেষ কোন উল্লেখ না থাকায় অনুমান হয় যে, অজাতশত্রুর পূর্ব্বে বার্হদ্রথাদিগের পরে সৌতি * কর্ত্তৃক মহাভারত কথিত হয়। নৈমিষারণ্যক্ষেত্রের বিষয় আলোচনাকরিলে বোধ হয় যে, যেকালে শান্তস্বভাব ঋষিগণ চন্দ্র-সূর্যবংশের লোপ দৃষ্টি করিলেন, তখন ক্ষত্রাভাবে তাঁহারা আপনাদিগকে নিরাশ্রিত মনে করিয়া নিমিষক্ষেত্রের বিজন দেশে বাস করতঃ শাস্ত্রালোচনায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। নৈমিষারণ্যসভাসম্বন্ধে আরও একটী অনুমান হয়। মহাভারতের যুদ্ধের পর নন্দিবর্দ্ধনের রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে কোন সময় বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষ প্রাবল্য হয়। বৈষ্ণবদিগের মূল সিদ্ধান্ত এই যে, পারমার্থিক তত্ত্বে সকল মানবেরই অধিকার আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মতে ব্রাহ্মণেতর বর্ণসমূহের মোক্ষধর্ম্মে অধিকার নাই। জন্মান্তরে ব্রাহ্মণজাতিতে উদ্ভূত হইয়া অপর জাতীয় শান্তস্বভাব ব্যক্তিরা মোক্ষানুসন্ধান করিবেন। এই দুই বিরুদ্ধমতের বিবাদসূত্রে বৈষ্ণবগণ সূতবংশীয় পণ্ডিতদিগকে উচ্চাসন দান করতঃ নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা বৈষ্ণবদিগের পূজনীয়তা প্রদর্শন করান। ঐ সভায় অর্থবশীভূত সামান্যবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে ব্রহ্মসভা বলিয়া বৈষ্ণবদিগের পোষণ করিয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণসকল কর্ম্মকাণ্ডকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সূতকে গুরু-

* ঐ সৌতিই মহাভারত রচনা সম্বন্ধে শেষ ব্যাস। পুষ্কর তীর্থের সন্নিকট অজয়মীর নগরে তাঁহার নিবাস ছিল যেহেতু তীর্থযাত্রাক্রমবর্ণনে আদৌ পুষ্কর তীর্থ দর্শন করিতে বিধান করিয়াছেন। গ্রঃ কঃ।

রূপে বরণ করতঃ পাপাত্মক কলিকাল পার হইবার একমাত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয় করেন, তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। * যে প্রকারেই হউক, ঐ সভা ভারত-যুদ্ধের অনেক পরে সংস্থাপন হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতরচনার অনতিবিলম্বেই দর্শনশাস্ত্র রচিত হয়। ভারতবর্ষে ৬টী দর্শন প্রবলরূপে প্রচলিত আছে, অর্থাৎ ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, কাণাদ, (পূর্ব্ব) মীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা অর্থাৎ বেদান্ত। সমস্ত দর্শনশাস্ত্রই বৌদ্ধমতপ্রচারের পর উৎপন্ন হইয়াছে। দার্শনিক ঋষিগণ আদৌ নিজ নিজ গ্রন্থ সূত্ররূপে রচনা করেন। বৈদিক সূত্রসকল যেরূপ স্মরণের সাহায্যের জন্য উদ্ভুত হইয়াছিল, দার্শনিক সূত্রসকল সেরূপ নয়। ব্রাহ্মণেরা যখন বৌদ্ধাদিগের প্রবল মতের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন, তখন বেদশাস্ত্রের শিরোভাগ উপনিষৎসকল প্রথমে রচনা করিয়া যুক্তি ও স্বমতস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা ক্রমশঃ সৌগত, মাধ্যমিক, যোগাচার প্রভৃতি স্বমতের দর্শনশাস্ত্র রচনা করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন ব্রাহ্মণেরা প্রথমে ন্যায়, পরে সাংখ্য ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে ছয়টী বিচারশাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া সূত্র-রূপে গ্রন্থ রচনাপূর্ব্বক স্বশিষ্যেতর কাহারও হস্তে না পড়ে, এরূপ যত্ন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সময় হইতে আন্বিক্ষিকী বিদ্যারূপ কোন বৈদিক ন্যায় তাৎকালিক গৌতমঋষি কর্ত্তৃক রচিত হইয়া প্রচলিত ছিল। কিন্তু আবশ্যক মতে ঐ সামান্য গ্রন্থের স্থলে ব্রাহ্মণেরা গৌতমের নামে বর্ত্তমান অক্ষপাদ চরনা করেন। সৌগতমত নিরসনার্থে গৌতমসূত্রে যত্ন দেখা যায়।

---

* কলিমাগতমাজ্ঞায় ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বৈষ্ণবে বয়ম্।
আসীনা দীর্ঘসত্রেণ কথায়াং সক্ষণা হরেঃ॥
ত্বং নঃ সন্দর্শিতো ধাত্রা দুস্তরং নিস্তিতীর্ষতাং।
কলিং সত্ত্বহরং পুংসাং কর্ণধার ইবার্ণবম্॥ ভাঃ ১।১।২১-২২

* কাণাদশাস্ত্র ন্যায়শাস্ত্রের অনুগত। সাংখ্যশাস্ত্রেও বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে অনেক সিদ্ধান্ত দেখা যায়। পাতঞ্জল মতটী সাংখ্যের অনুগত। জৈমিনীকৃত (পূর্ব্ব) মীমাংসা বৌদ্ধনিরস্ত কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষসাধনমাত্র। বেদান্ত-শাস্ত্র যদিও সকলের কনিষ্ঠ, তথাপি ইহার মূল উপনিষৎ বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ায় পূর্ব্বোল্লিখিত আন্বিক্ষীকী বিদ্যারই রূপান্তর বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব দর্শনশাস্ত্রসমুদয়ই খ্রীষ্টের ৪০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে খ্রীষ্টের ৪০০ বৎসর পর পর্য্যন্ত এই ৮০০ বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে।

পুরাণসকল দর্শনশাস্ত্রের পরে প্রকাশিত হয়। বৃহদারণ্যক শ্রুতি ও মহাভারতে যে পুরাণসকলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, সেগুলি কেবল বৈদিক আখ্যায়িকা। অষ্টাদশ পুরাণরূপে প্রচারিত; তন্মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণটী সর্ব্ব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কেননা ইহাতে ভবিষ্যৎ রাজাদের উল্লেখ নাই। মহাভারতের সংশয়নিরসন, ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যাখ্যা, সূর্য-মাহাত্ম্য ও দেবীমাহাত্ম্য এই সকল মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে। চৈত্রবংশ-সমুদ্ভূত রাজা সুরথের গল্প তাহাতে সন্নিবেশিত থাকায় ছোটনাগপুরস্থ চিত্রনাগবংশীয় রাজাদের রাজ্য কোল-জাতিকর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইলে পর, মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রকাশিত হইয়া থাকিবে অনুমিত হয়। "কোলাবিধ্বংসিনঃ" শব্দদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে। ঐ সময় ভারতবর্ষে ব্রাত্যাধিকার প্রবল ছিল বুঝিতে হইবে। অতএব খ্রীষ্টের ৫০০ শত বৎসর পরে ঐ পুরাণ রচিত হয়, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা বিষ্ণুপুরাণের সম্মান অধিক এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণের পরেই উহা রচিত হয়। বিষ্ণু-পুরাণ-গ্রন্থ কোন দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিত কর্ত্তৃক রচিত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই; যেহেতু তদ্গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মানবেরা সুস্বাদু দ্রব্যসকল

* নোৎপত্তিবিনাশকারণোপলব্ধেঃ। ন পয়সঃ পরিণাম-গুণান্তর-প্রাদুর্ভাবাৎ।—গৌতমসূত্রম্।

আহারান্তে তিক্ত দ্রব্য অবশেষে ভোজন করিবেন। এই প্রকার ব্যবহার দক্ষিণ প্রদেশে প্রচলিত আছে। গ্রন্থকর্ত্তা স্বদেশ-নিষ্ঠ আস্বাদটী গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। আর্য্যাবর্ত্তের লোকেরা অবশেষে মিষ্টান্ন ভোজনে আহার সমাপ্ত করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টের প্রায় ৬০০ বছর পর ঐ পুরাণ প্রকাশিত হয়। পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ইত্যাদি আর আর পুরাণসকল খ্রীষ্টের ৮০০ বৎসর পরে লিখিত হয়, যেহেতু ঐ সকল পুরাণে অনেক আধুনিক মতের আলোচনা আছে।* শঙ্করাচার্য নামক অদ্বৈতবাদীর মত প্রচারের পর ঐ সকল গ্রন্থ হইয়াছিল। শঙ্করভাষ্যে বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত হওয়ায় বিষ্ণু পুরাণ শঙ্করের পূর্ব্বে প্রচারিত ছিল, বুঝিতে হইবে।

সম্প্রতি আধুনিক পণ্ডিতদিগের মতে সর্ব্বশাস্ত্রচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতের উদয়কাল বিচার করিতে হইবে। কোমলশ্রদ্ধ মহোদয়গণ আমাদের বাক্য-তাৎপর্য্য না বুঝিয়া এবম্বিধ শাস্ত্রকে আধুনিক বলিয়া হতশ্রদ্ধ হইতে পারেন, অতএব এই বিচার তাঁহাদের পক্ষে পাঠ্য নয়। বাস্তবিক শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ আধুনিক নয়, বেদের ন্যায় নিত্য ও প্রাচীন। পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী "তারাঙ্কুরঃ সজ্জনিঃ" শব্দ-প্রয়োগদ্বারা ভাগবতের নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন। সমস্ত নিগম শাস্ত্ররূপ কল্পবৃক্ষের চরমফল বলিয়া শ্রীভাগবত-গ্রন্থ পরিলক্ষিত হইয়াছেন।† প্রণব হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে অখিলবেদ, অখিলবেদ হইতে ব্রহ্মসূত্র এবং ব্রহ্মসূত্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবত উদয় হইয়াছেন। পরব্রহ্মের অচিন্ত্য সত্যসমূহ জীব-সমাধিতে প্রতিভাত হইয়া সচ্চিদানন্দ-সূর্য্যস্বরূপ ঐ পারমহংস্য-সংহিতা

---

* মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥

† নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহোরসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ভাঃ১।১।৩

জাজ্বল্যরূপে উদিত হইয়াছেন। যাঁহাদের চক্ষু আছে তাঁহারা দর্শন করুন; যাঁহাদের কর্ণ আছে তাঁহারা গ্রহণ করুন; যাঁহাদের মন আছে তাঁহারা শ্রীভাগবতের সত্যসকলের নিদিধ্যাসন করুন। পক্ষপাতরূপ অন্ধতাপীড়িত পুরুষেরাই কেবল ভাগবতের মাধুর্য্য আস্বাদন হইতে বঞ্চিত আছেন। চৈতন্যাত্মা ভগবান্ তাঁহাদের প্রতি কৃপাবলোকনপূর্ব্বক তাঁহাদের অন্ধতা দূর করুন।

শ্রীভাগবতের জন্ম নাই, যেহেতু উহা সনাতন, নিত্য ও অনাদি। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতদিগের মতে কোন্ সময়ে কোন্ দেশে ও কোন্ মহাত্মার চৈতন্যে ঐ গ্রন্থরাজের প্রথম উদয় হয়, তাহা নিরূপণ করা অতীব বাঞ্ছনীয়। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, যাঁহারা কোন বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম নহেন, সেই কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের জন্য কথিত হইয়াছে যে, যৎকালে ব্যাসদেব সর্ব্বশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াও সন্তোষ হইলেন না, তখন তত্ত্বদর্শী নারদের উপদেশক্রমে সরস্বতীতীরে সমাধিদ্বারা পরমার্থ দর্শনপূর্ব্বক শ্রীভাগবত প্রকাশ করিলেন। যে যে মহাপুরুষেরা পরমার্থ-শাস্ত্র সংগ্রহ করিতেন, তাঁহারা ব্যাসপদ প্রাপ্ত হইয়া জনগণের শ্রদ্ধাষ্পদ হইতেন। ব্যাস-শব্দে এস্থলে বেদব্যাস হইতে ভাগবতকর্ত্তা ব্যাস পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। অতএব যখন সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনাপূর্ব্বক অনির্ব্বচনীয় পরমার্থ-তত্ত্বের গূঢ়াবস্থান নির্ণীত না হইল, তখন বাক্য ও মনকে তদ্বস্তু হইতে নিরস্ত করিয়া পরমার্থবিদ্যাবিশারদ ব্যাসদেব সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক পরমতত্ত্বের অনুভব ও অনুবর্ণন-রূপ, শ্রীভাগবত রচনা করিলেন। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, শ্রীভাগবত-গ্রন্থ দ্রাবিড়দেশে প্রায় সহস্র বৎসর হইল প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। স্বদেশনিষ্ঠতা মানবজীবনের সম্বন্ধে স্বতঃসিদ্ধ, অতএব মহাপুরুষগণও ঐ প্রবৃত্তির কিয়ৎ পরিমাণে বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন। ভাগবত-গ্রন্থে অনতিপ্রাচীন দ্রাবিড়দেশের যেরূপ মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে ভাগবত

লেখক ব্যাস মহোদয়ের স্বদেশ বলিয়া ঐ দেশটী লক্ষিত হয়।* যদি অন্য কোন শাস্ত্রে দ্রাবিড়দেশের তদ্রূপ মাহাত্ম্যোল্লেখ হইত, তাহা হইলে এরূপ অনুমান করিবার আমাদের অধিকার থাকিত না। বিশেষতঃ অত্যন্ত আধুনিক একটী তদ্দেশীয় তীর্থকে উল্লেখ করায় আরও আমাদের তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থির হইতেছে। † তদ্দেশপ্রচারিত বেঙ্কট-মাহাত্ম্য (সম্বন্ধে) গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, চোল রাজ্য হইতে লক্ষ্মীদেবী কোলাপুর গমন করিলে বেঙ্কট-তীর্থের স্থাপন হয়। কোলাপুর সেতারার দক্ষিণ। চালুক্য রাজারা খ্রীষ্টের অষ্ম শতাব্দীতে চোলদিগকে পরাজয় করতঃ ঐ সকল দেশে একটী বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করেন। অতএব ঐ সময়েই চোললক্ষ্মী কোলাপুর যান এবং বেঙ্কট তীথের স্থাপনা হয়। এতন্নিবন্ধন নবম শতাব্দীতে শ্রীভাগবতের অবতার স্বীকার করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র সন্দেহ বোধ হয় না। দশম শতাব্দীতে শঠকোপ, যামুনাচার্য্য ও রামানুজ বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষ প্রচার করেন। তাঁহারাও দ্রাবিড়দেশীয় ছিলেন, অতএব তাঁহাদের পত্তৃকভাগবত-গ্রন্থ সম্মানিত হওয়ায় নবম শতাব্দীর পরে ভাগবতের উদয়কাল নিরূপণ করিতে পারি না। বিশেষতঃ একাদশ শতাব্দীতে যৎকালে শ্রীধরস্বামী ভাগবতের টীকা করেন, তখন ঐ গ্রন্থের পূর্ব্বকৃত হনুমদ্ভাষ্য প্রভৃতি

---

* কৃত্বাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥
ক্কচিৎ ক্কচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী ॥
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ ॥ ভাঃ ১১।৫।৩৮-৪০

† দ্রবিড়েষু মহাপুণ্যং দৃষ্টবাদ্রিং বেঙ্কটং প্রভুঃ ॥ ভাঃ ১০।৭৯।১৩

কয়েকটী টীকা প্রচলিত ছিল। অতএব এতদ্বিষয়ে আর অধিক বিচারের আবশ্যক নাই ; কেবল বক্তব্য এই যে, ঐ গ্রন্থের রচয়িতার আশ্রমিক নামটী অবগত হইবার কোন উপায় দেখি না। তিনি যিনিই হউন, সেই মহাপুরুষ ব্যাসদেবকে আমরা অশেষ কৃতজ্ঞতা-সহকারে সারগ্রাহী জনগণের গুরু বলিয়া প্রতিষ্ঠা করি। *

আমাদের আবশ্যকীয় গ্রন্থসমূহের আধুনিক মতে সময় নির্ণয় করিলাম। আর্য্যদিগের সকল প্রকার শাস্ত্রের বিচারে আমাদের আবশ্যক কি ? অন্যান্য অনেকানেক শাস্ত্রসকল অতি পুরাতন কাল হইতে আর্য্যাবর্ত্তে সমালোচিত হইয়াছে। প্রফেসর প্লেফেয়ার সাহেবের বিচার দৃষ্টিপূর্ব্বক মহাত্মা আর্চ-ডিকন প্রাট সাহেব এরূপ স্থির করিয়াছেন যে, কলিযুগারম্ভের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা ছিল এবং তাহারও অনেক পূর্ব্বে বেদসকল শ্রুতিরূপে বর্ত্তমান ছিল। পুরাতন জ্যোতির্ব্বেত্তা পরাশর খ্রীষ্টাব্দের ১,৩৯১ বৎসর পূর্ব্বে স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া মেজর উইলফার্ড সাহেব যে নির্ণয় করেন, তাহা ডেভিস সাহেবের মতে অথর্ব্ববেদোক্ত কোন শ্লোক হইতে স্থির হয় কিন্তু অথর্ব্বদের জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় শ্লোকটী যে পরে সন্নিবেশিত হইয়া থাকা, বোধ হয়, তাহা উইল-ফার্ড সাহেব চিন্তা করেন নাই। আমাদের বিবেচনায় আর্চডিকন প্রাটের নির্ণয় অধিক মাননীয় ; যেহেতু সপ্তর্ষিমণ্ডলের নক্ষত্রসকল আদিম প্রজাপতি-দিগের নামে সংজ্ঞিত হওয়ায় ঐ ঐ ঋষিগণকর্ত্তৃক ঐ নক্ষত্র বিচারিত হইয়াছিল, এমত বুঝিতে হইবে। তৎকালে অক্ষর সৃষ্টি না হওয়ায় সাঙ্কেতিক চিহ্নদ্বারা জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচিত হইত। এই প্রকার অতি প্রাচীনকাল হইতে চিকিৎসাবিদ্যা আয়ুর্ব্বেদরূপে প্রচলিত ছিল। এ সকল

* আমরা এরূপ সিদ্ধান্তে নিতান্ত অসম্মত। এরূপ শ্রদ্ধাকে শ্রদ্ধা বলা যায় না। গ্রঃ কঃ

বিচার করিতে গেলে আমাদের পুস্তকে স্থানাভাব হইয়া উঠে, অতএব আমরা তত্তদ্‌বিষয় আলোচনা হইতে নিরস্ত হইলাম। পারমার্থিক শাস্ত্রের সাক্ষাৎ ও গৌণ শাখাদ্বয়ে যে যে পুস্তক দৃষ্ট হয়, তাহা আমরা নিম্নলিখিত রূপে নির্দিষ্ট করিলাম।

নং	শাস্ত্রের নাম	কোন্ অধিকারে প্রচারিত হয়।
১	প্রণবাদি লক্ষণ সাঙ্কেতিক শ্রুতি।	প্রাজাপত্যাধিকারে।
২	সম্পূর্ণ শ্রুতি গায়ত্র্যাদি ছন্দ।	মানব, দৈব ও কিয়দংশ বৈবস্বতাধিকারে।
৩	সৌত্র শ্রুতি	বৈবস্বতাধিকারের প্রথমার্দ্ধে।
৪	মন্বাদি স্মৃতি।	বৈবস্বতাধিকারের দ্বিতীয়ার্দ্ধে।
৫	ইতিহাস।	বৈবস্বতাধিকারের দ্বিতীয়ার্দ্ধে।
৬	দর্শন শাস্ত্র।	অন্ত্যজাধিকারে।
৭	পুরাণ ও সাত্বত তন্ত্র।	ব্রাত্যাধিকারে।
৮	তন্ত্র।	মুসলমানাধিকারে।

যতদূর পারা গেল, ঘটনাসকলের ও গ্রন্থসকলের আধুনিক মতে কাল

নিরূপিত হইল। সারগ্রাহী জনগণ বাদ-নিষ্ঠ * নহেন, অতএব সদ্‌যুক্তি দ্বারা ইহার বিপরীত কোন বিষয় স্থির হইলেও তাহা আমাদের আদরণীয়। অতএব এতৎ-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ পরমার্থবাদী বা বুদ্ধিমান অর্থবাদী-দিগের নিকট হইতে অনেক আশা করা যায়।

আমাদের শাস্ত্রমতে কল্পবিচার ও যোগবিচার এ প্রকার নয়। আমরা শাস্ত্রবাক্যই বিশ্বাস করি। আধুনিক সিদ্ধান্তসমূহ তদধিকারীদিগের জন্যই দেখাইলাম। সেই মতে ভারতীয় আর্য্যপুরুষদিগের আদ্যকাল ৬,৩৪১ বৎসর পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে দেখাইয়াও আমরা ভারতের অতুল্য প্রাচীনতা স্থাপন করিলাম; যেহেতু অপর কোন জাতি ইহাঁদের তুল্যকাল হইতে পারিলেন না। কথিত আছে, ইজিপ্ট অর্থাৎ মিশরদেশ অত্যন্ত প্রাচীন। মেনেথো নামক মিশরের ইতিহাসলেখক যাহা যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা হইতে অনুমান হয় যে খ্রীষ্টের ৩,৫৫৩ বৎসর পূর্ব্বে ঐ দেশে মানব-রাজ্য স্হাপন হয়। তথাকার প্রথম রাজার নাম মিনিস। গণনা করিলে ভারতবর্ষে যখন হরিশ্চন্দ্ররাজা রাজ্য করিতেছিলেন, তখন মিনিসের রাজ্য আরম্ভ হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হরিশ্চন্দ্রের সমকালীন মনীশ্চন্দ্রের নাম উল্লেখ আছে এবং ঐ নাম মিনিসের নামের সহিত ঐক্য বোধ হয়। কথিত আছে, মিনিসরাজা পূর্ব্বদেশ হইতে ইজিপ্টে গমন করেন। বৃহৎ পিরামিড সুফুরাজ্যকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। খ্রীষ্টের ২,০০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ মহাভারত-যুদ্ধের প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে হিকস্‌স্ নামক একজন পূর্ব্ব-দেশীয় রাজা ইজিপ্ট আক্রমণ করেন। বর্ণাশ্রম-রূপ একটী ধর্ম্ম ইজিপ্টে প্রচলিত ছিল। ইহাতে ভারতবর্ষের সহিত ইজিপ্টে কোন সম্বন্ধ থাকা বোধ হয়। ভবিষ্যৎ অর্থবাদিগণ ইহার অনুসন্ধান করুন। হিব্রুদেশের মতে মানব-সৃষ্টি খ্রীষ্টের ৪,০০০ বৎসর পূর্ব্বে হয়, এমন কি শ্রাবস্ত-

* বাদবাদাংস্ত্যজেৎ তর্কান্ পক্ষং কঞ্চন সংশ্রয়েৎ। (ভাঃ ৭।১৩।৭)।

রাজার সময়ে বলিয়া স্হির করা যাইতে পারে। ঐ সকল বিষয় সম্প্রতি স্পষ্ট প্রমাণ করা যাইতে পারে না। হিব্রু ও মিশরদেশের বিষয় যখন এই প্রকার প্রদর্শিত হইল, তখন অন্যান্য জাতিসমূহের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। ইজিপ্টের মিনিসরাজার পূর্ব্বে বর্ণিত ঘটনাসকল অলৌকিক। হিব্রুজাতির মধ্যে আদমের ১,০০০ বৎসর জীবনবৃত্তান্তও তদ্রূপ তত্তদ্দেশের কোমলশ্রদ্ধদিগের বিশ্বাসের বিষয় হইয়াছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ ভারতের ৭১ মহাযুগের মন্বন্তর ও দশরথ রাজার সহস্র বৎসর পরমায়ুর ন্যায় উহাদিগকে জ্ঞান করেন। সারগ্রাহী জনেরা এরূপ বিবেচনা না করেন যে ভারতের সম্মান বৃদ্ধির জন্য আমরা ভারতকে প্রাচীন বলিয়া স্থির করিলাম। সারগ্রাহী বৈষ্ণবদিগের সর্ব্বজাতির প্রতি সমদৃষ্টি থাকায় নিরূপিত সত্য দ্বারা যে জাতি অতি প্রাচীন বলিয়া স্হির হইবে, তাহাতেই তাঁহারা অনুমোদন করিবেন।

ভারতের পূর্ব্ব ঘটনাকাল ও গ্রন্থ উদয়ের কাল যেরূপ বর্ণিত হইল, তাহা কেবল আধুনিক পণ্ডিতদিগের বিচার সম্মত। ইহা যে সত্য তাহা বিশ্বাস করা না করা সকলেরই অধিকার আছে। বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতি এইরূপ সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে না। বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদ ও ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র নিত্য বলিয়া আমরা জানি। সম্প্রতি পরমার্থতত্ত্বের উদয়কাল হইতে বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত যে যে পরিবর্ত্তন ও উন্নতিসোপান বিগত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ; পরমার্থতত্ত্বই আত্মার স্বধর্ম্ম। জীবসৃষ্টির সহিত ঐ নিত্যধর্ম্মের একত্রাধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হইবে *। আদৌ ঐ স্বধর্ম্ম স্বপ্রকাশরূপে ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্য চিন্তনরূপ অস্ফুট ছিল। আত্মা ও

* ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠামাথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥
অথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাং। মুণ্ডকে।

ব্রহ্মের বিশেষ ভেদ স্থাপনপূর্ব্বক পরম প্রেমরূপ বন্ধনগ্রন্থি বিচারিত হয় নাই †। সেই ধর্ম্মতত্ত্ব অনেক দিবস পর্য্যন্ত ব্রহ্মাত্মার অভিন্নতা বুদ্ধিস্বরূপে বর্ত্তমান ছিল ; কিন্তু সূর্য্যরূপ সত্য কদাপি অজ্ঞান বা ভ্রম-মেঘের দ্বারা চিরকাল আচ্ছন্ন থাকিতে চাহে না। ঋষিগণ সময়ে সময়ে যজ্ঞ, তপস্যা, ইজ্যা, শম, দম, তিতিক্ষা, দান ইত্যাদি নানাপ্রকার অভিধেয় কল্পনা করতঃ সেই স্বধর্ম্মকে স্থির করিতে যত্ন করিয়াছেন †*। ব্রহ্মাস্মীতিরূপঃচিন্তা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জড়াত্মক কর্ম্মকাণ্ডে স্বধর্ম্মের অনুসন্ধান করিতে করিতে অনেক দিন বিগত হইল। ভ্রম হইতে ভ্রমান্তরে পতনকালে প্রায় ভ্রমাবৃত হইয়া পতন-কার্য্যকে উন্নতি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভ্রমটী প্রতীত হয়। যৎকালে কর্ম্মকাণ্ডে ক্ষুদ্র ও মন্দ ফল বিবেচিত হইল তখন আর্য্যদিগের মন মোক্ষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। † কিন্তু তাহাও শুষ্ক ও কার্য্যগতিকে বিফল। যত দিনেই হউক, সত্যের প্রকাশ অবশ্যই হইবে। পরে আর্য্য-হৃদয়ে

---

† স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম। বৃহদারণ্যকে।

†* কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
মযাদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥ ভাঃ ১১।১৪।৩
মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথা কর্ম্ম যথা রুচি॥
ধর্ম্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং শমং দমম্।

† অন্যে বদন্তি স্বার্থং বা ঐশ্বর্য্যং ত্যাগভোজনম্।
কেচিদ্ যজ্ঞং-তপো-দানং-ব্রতানি নিয়মান্ যমান্॥
আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ।
দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রানন্দাঃ শুচার্পিতাঃ॥
ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যৎ তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্॥ ভাঃ ১১।১৪।১০-১২

অপূর্ব্ব তত্ত্বের উদয় হইলে প্রেমসূত্রের স্বরূপটী স্পষ্টীভূত হইল। * সার-গ্রাহী বৈষ্ণবগণ ঐ নিত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় স্থির করিয়াছেন। কালক্রমে কিছু পরিবর্ত্তন হইলেও হইতে পারে।

১। পরমাত্মা—সচ্চিদানন্দ—সূর্য্যস্বরূপ বিভু চৈতন্য; জীবাত্মা—তদ্রশ্মি পরমাণু-স্বরূপ অণুচৈতন্য।

২। ভগবচ্ছক্তির আবির্ভাবরূপ বিশেষ নামে কোন অনির্ব্বচনীয় চৈতন্য-গত নিত্যধর্ম্মের দ্বারা বিভুচৈতন্য অণুচৈতন্য হইতে ভিন্ন, অণুচৈতন্যসকল পরস্পর ভিন্ন, চৈতন্যগণের অবস্থানোপযোগী পীঠস্থান এবং চৈতন্য বস্তু হইতে জড়াত্মক জগৎ ভিন্ন হইয়াছে।

৩। জড়াত্মক জগৎটী চিজ্জগতের প্রতিফলিত ধামবিশেষ এবং শুদ্ধানন্দের বিপরীত কোনপ্রকার আভাসরূপ সুখদুঃখের পীঠস্বরূপ।

৪। জড় জগতে জীবাত্মার নিত্যসম্বন্ধ নাই। কেবল বদ্ধ-অবস্থায় উহা জীবাবাস মাত্র। অচিন্ত্য ভগবচ্ছক্তি কর্ত্তৃক বদ্ধ জীবগণ জড়ানুযন্ত্রিত হইয়া কেহ বা জড়সুখে আবদ্ধ আছেন, কেহ বা চিৎসুখ অন্বেষণ করিতেছেন।

৫। স্বতঃ পরতঃ পরতত্ত্বের প্রতি জীবের অনুরাগরূপ স্বাভাবিকী প্রবৃত্তির নাম জীবের স্বধর্ম্ম। বদ্ধাবস্থায় বিষয়রাগরূপ ঐ স্বধর্ম্মের বিকৃত ভাবটী শোচনীয়।

৬। স্বধর্ম্মের স্বরূপাবস্থিতির নাম মোক্ষ। স্বালোচন কার্য্য অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা তাহা সাধিত হয়।

৭। অধিকারভেদে স্বধর্ম্মানুশীলন বিবিধরূপ। তন্মধ্যে কতকগুলি সাক্ষাৎ, কতকগুলি গৌণ।

জাতি-জরা-মরণ-দুঃখ-ক্ষয়ং সংসারবন্ধনং বিমোক্ষয়িতুম্।
চরিতুং বিশুদ্ধগমনান্তসমং তং শুদ্ধসত্ত্বমনুবন্ধয়ৎ ॥ ললিতবিস্তারে।

* কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। ভাঃ ১০।১৪।৫৫

৮। স্বরূপপ্রাপ্তি যে সকল অনুশীলনকার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য ও অন্য ফলের সম্ভাবনা নাই, তাহারা সাক্ষাৎ।

৯। যে সকল অনুশীলনকার্য্যদ্বারা দেহ-সম্বন্ধে কোন অবান্তরফলপ্রাপ্তি সংঘটন হয়, সে সকল গৌণ।

১০। সমাধিই প্রধান সাক্ষাদনুশীলন। তৎপোষক জীবননির্ব্বাহোপ-যোগী কর্ম্মসকলকে প্রধান গৌণানুশীলন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

১১। সমাধিযোগে ব্রজভাবগতরসাশ্রিত কৃষ্ণানুশীলনই জীবের নিয়ত কর্ত্তব্য যেহেতু ; ঐ ভাবটী জীবের প্রাপ্য বিষয়ের অত্যন্ত সন্নিকর্ষ।

১২। অধিকার ভেদে পরম মাধুর্য্য স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় মধুর রসের আলোচনাই জীবের পরম মহিমা।

এই দ্বাদশটী তত্ত্বের মধ্যে প্রথম চারিটী তত্ত্বে কেবল সম্বন্ধজ্ঞান সঙ্কলিত হইয়াছে। পঞ্চম হইতে দশম তত্ত্ব পর্য্যন্ত জীবের কর্ত্তব্য নিরূপিত হইয়াছে। শেষ দুইটী তত্ত্বে কেবল জীবের চরম প্রয়োজন রূপ পরম ফলের উদ্দেশ আছে।

প্রাজাপত্য, মানব ও দৈবাধিকারে সম্বন্ধতত্ত্ব কেবল বীজরূপে উপলব্ধ হয়। কেহ উপাস্য আছেন তাঁহাকে সন্তোষ রাখা কর্ত্তব্য এই মাত্র বোধ ছিল। প্রণব গায়ত্র্যাদিতে এই মাত্র বুঝা যায়। সে কালে কর্ত্তব্যসম্বন্ধে কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে বিবাদ ছিল। সনক সনাতনাদি কয়েক জন প্রবৃত্তিমার্গকে নিতান্ত অবহেলা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রজাপতি মনু ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যজ্ঞাদি দ্বারা সংসার উন্নতিক্রমে হরিতোষণ-আশা করিতেন। ফলতত্ত্বে তাঁহাদের স্বর্গ নরকরূপ চিন্তামাত্র উদয় হইয়াছিল। আত্মার বিশুদ্ধসত্তা ও মোক্ষাভিসন্ধান ও চরমে পরম প্রীতি এ সকল কিছুই উপলব্ধ হয় নাই। বৈবস্বতাধিকারের শেষার্দ্ধে যখন স্মৃতিশাস্ত্র ও ইতিহাস প্রচারিত হইল, তখনই আত্মবোধ ও আত্মগতিক অনেক বিচার উপস্থিত হইল *। কিন্তু

* যে পাকযজ্ঞাশ্চত্বারো বিধিযজ্ঞসমন্বিতাঃ।

প্রয়োজন তত্ত্বের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল এমত বোধ হয় না। অন্ত্যজাধিকার ব্রাত্যাধিকারে দর্শন ও পুরাণশাস্ত্রে সম্বন্ধে, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিন তত্ত্বেরই বিশেষ উন্নতি দেখা যায়।† শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রেই এই তিনটী তত্ত্বের সম্পূর্ণ আলোচনা দৃষ্ট হয় এবং সিদ্ধান্ত সকল স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত সমুদ্রবিশেষ। ইহার কোন্ অংশে কি কি রত্ন আছে, তাহা সংগ্রহ করা মধ্যমাধিকারীদিগের পক্ষে নিতান্ত কঠিন। ইহা বিবেচনা করিয়া পরমদয়ালু শঠকোপশিষ্য রামানুজাচার্য্য সর্ব্বাদৌ বৈষ্ণবতত্ত্বের সার-সংগ্রহ করেন। তাঁহার কিছুদিন পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্য বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা করতঃ জ্ঞানচর্চ্চার এতদূর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন যে, ভক্তিদেবী * অনেক দিবস পর্য্যন্ত কুণ্ঠিতা ও সচকিতা হইয়া ভক্তগণের হৃদয়-গহ্বরে লুক্কায়িত ছিলেন। শঙ্করাচার্য্যকে আমরা দোষ দিতে পারি না বরং দেশ হিতৈষী ভগবদ্ভক্ত বলিয়া আমরা তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করি, কেননা তাঁহার তৎকালে তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার হেতু ছিল। সকলেই অবগত আছেন যে, খ্রীষ্টের প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে কপিলাবাস্তু নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া শাক্য-

---

সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥—মনুঃ।

† অহং হরে তব পাদৈকমূলদাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।
মনঃ স্মরেতাসুপতে-র্গুণানাং গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ ॥
ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা সমঞ্জস ত্বা বিরহয্যকাঙ্ক্ষে ॥ ভাঃ ৬।১১।২৪-২৫

* শ্রীরূপগোস্বামি-বিরচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে ভক্তির সামান্য লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়াছে ঃ—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

কুলোদ্ভব গৌতম নামক একজন মহাত্মা জ্ঞানকাণ্ডের এতদূর প্রবল আলোচনা করেন যে, তদ্দ্বারা আর্যদিগের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বর্ণাশ্রমরূপ সাংসারিক ধর্ম্ম লোপপ্রায় হইতে লাগিল। তাঁহার প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্মটী আর্য্যদিগের সমস্ত পুরাতন বিষয়ের কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠিল। বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ পঞ্জাবদেশ অতিক্রম করিয়া সিথিয়বংশীয় কনিষ্ক, হবিষ্ক ও বাসুদেব প্রভৃতি রাজগণের আশ্রয়ে হিমালয়ের উত্তরদেশে ত্রিবর্ত্ত; তাতার, চীন প্রভৃতি নানাদেশে ব্যাপ্ত হইল। এদিকে ব্রহ্মদেশ, সিংহল দ্বীপ প্রভৃতি অনেক স্থানে বৌদ্ধ মতটী অশোকবর্দ্ধনের যত্নক্রমে দৃঢ়মূল হইয়া গেল। ভারতবর্ষেও ঐ ধর্ম্ম সারীপুত্র, মৌদ্গলায়ন, কাশ্যপ ও আনন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণের দ্বারা প্রচারিত হইয়া ক্রমশঃ অশোকবর্দ্ধন প্রভৃতি রাজগণের সাহায্যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। আর্য্যদিগের যে তীর্থ ছিল ঐসকল স্থান বৌদ্ধপ্রায় হইয়া গেল। এমত কি ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মের প্রায় সকল চিহ্নই লুপ্ত হইতে লাগিল। যখন এই প্রকার উপপ্লব অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িল তখন খ্রীষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ দলবদ্ধরূপে বৌদ্ধ-বিনাশের যত্ন পাইতে লাগিলেন। তৎকালে ঘটনাক্রমে কৃতবিদ্য ও মহাবুদ্ধিশালী শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কাশীনগরে ব্রাহ্মণদিগের সেনাপতি হইয়া উঠিলেন। ইহাঁর কার্য্য আলোচনা করিলে ইহাঁকে পরশুরামের অবতার বলিয়া বোধ হয়। জন্মসম্বন্ধে ইহাঁর অনেক গোলযোগ ছিল; এবিষয়ে তাঁহাকে মহাদেবের পুত্র বলিয়া তাঁহার অনুগত ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করেন। বাস্তবিক্ তাঁহার বিধবা মাতা

ভক্তিলক্ষণ-ব্যাখ্যায় জ্ঞান ও কর্ম্ম অস্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু পবিত্র ভক্তিবৃত্তিকে জ্ঞান বা কর্ম্ম আচ্ছন্ন করিলে ঐ বৃত্তির কার্য্য হয় না। প্রথমে যখন কর্ম্মকাণ্ড প্রবল ছিল তখনও ভক্তিবৃত্তির আলোচনার পক্ষে যেরূপ প্রতিবন্ধক ছিল, বৌদ্ধদিগের সময় জ্ঞানালোচনাও তদ্রূপ হইয়া উঠিল, বরং তাহা হইতে অধিক বলবান্ প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিল। গ্র, ক।

দ্রাবিড়দেশীয়া স্ত্রী ছিলেন ও কাশীবাসকরণার্থে তৎকালে বারাণসীতে অবস্থান করিতেন। জন্মসম্বন্ধে যাহার যে দোষ থাকুক, তাহা সারগ্রাহীদিগের গ্রাহ্য নয়; যেহেতু যাঁহার যতদূর বৈষ্ণবতা, তিনি ততদূর মহৎ। নারদ, ব্যাস, যীশু ও শঙ্কর—ইহাঁরা নিজ নিজ কার্য্যগুণে জগন্মান্য হইয়াছেন; ইহাতে কিছুমাত্র তর্ক নাই। তবে আমি যে এস্থলে শঙ্করের উৎপত্তি উল্লেখ করিলাম, সে কেবল একটী বিচার দর্শাইবার জন্য বুঝিতে হইবে। বিচারটী এই যে, সপ্তম শতাব্দী হইতে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যেরূপ বুদ্ধির প্রাবল্য ও তীক্ষ্নতা দেখা যায়, সেরূপ অন্যত্র নহে। শঙ্কর, শঠকোপ, যামুনাচার্য্য, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী ও মধ্বাচার্য্য—এই সকল ও আর আর অনেক মহা মহাপণ্ডিতগণ ঐ সময় হইতে ভারতের দক্ষিণবিভাগের নক্ষত্রস্বরূপ উদিত হন। শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণদলবল লইয়া অধিক কৃতার্থ না হইতে পারায় গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশবিধ সন্ন্যাসীর পথ সৃজন করিয়া ঐ সকল সন্ন্যাসীদিগের বাহুবলে ও বিচারবলে কর্ম্মপ্রিয় ব্রাহ্মণদিগের আত্মসাৎ করিয়া বৌদ্ধবিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে বৌদ্ধদিগকে স্বদলভুক্ত করিতে না পারিলেন, সেস্থলে নাগা সন্ন্যাসীদল নিযুক্ত পূর্ব্বক খড়্গাদি অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। অবশেষে বেদান্তভাষ্য রচনা-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মকাণ্ড ও বৌদ্ধদিগের জ্ঞানকাণ্ড একত্র মিশ্রিত করিয়া বৌদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে একমত করিলেন। তৎপরে বৌদ্ধদিগের যেসকল দেবায়তন ও দেবলিঙ্গ ছিল, সে সকল নামান্তর করিয়াবৈদিক ধর্ম্মের অনুগত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা কতকটা প্রহারের ভয়ে ও কতকটা স্বধর্ম্মের কিঞ্চিদবস্থান দৃষ্টি করিয়া অগত্যা ব্রাহ্মণাধীন হইয়া পড়িলেন। যে সকল বৌদ্ধেরা এরূপ কার্য্যে ঘৃণাবোধ করিলেন, তাঁহারা বুদ্ধদেবের চিহ্নসমুদায় লইয়া হয় সিংহলদ্বীপে, নয় ব্রহ্মরাজ্যে পলায়ন করিলেন। বুদ্ধাবতারের দন্ত লইয়া ঐ সময়ে বুদ্ধপণ্ডিতেরা শ্রীপুরুষোত্তম হইতে সিংহলদেশে গমন

করেন। তাঁহাদের পরিত্যক্ত বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ-রূপ ত্রিমূর্ত্তি তৎপরে শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রারূপে পরিচিত হন। পঞ্চম শতাব্দীতে ফাহিয়ান নামক চীনদেশীয় পণ্ডিত পুরুষোত্তম ক্ষেত্র দর্শন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত লিখিয়াছিলেন যে, ঐ স্থলে বৌদ্ধধর্ম্ম অদূষিতরূপে ছিল এবং ব্রাহ্মণদিগের কোন দৌরাত্ম্য নাই। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েনসাং নামক দ্বিতীয় চীনপণ্ডিত পুরুষোত্তমে আসিয়া লিখিয়াছিলেন যে বুদ্ধদন্ত সিংহলে নীত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ঐ তীর্থ সম্পূর্ণরূপে দূষিত হইয়াছে। এই সকল ঘটনা ও বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে শঙ্করের কার্য্যসকল বিস্ময়জনক হয়। বৌদ্ধনাম দূরীভুত করিয়া শঙ্করাচার্য্য ভারতের কিয়ৎপরিমাণে সাংসারিক উপকার করিয়াছেন; যেহেতু পুরাতন আর্য্যসমাজ ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছিল, তাহা নিবৃত হইল। বিশেষতঃ আর্য্যগ্রন্থমধ্যে বিচারপদ্ধতি প্রবেশ করাইয়া আর্য্যদিগের মনের গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন; এমত কি, তাঁহার প্রদত্ত বেগদ্বারা আর্য্যদিগের বুদ্ধি নূতন নূতন বিষয় বিচারে সমর্থ হইয়া উঠিল। শঙ্করের তর্কস্রোতে ভক্তিকুসুম ভক্তচিত্ত-স্রোতস্বতীতে ভাসমান হইয়া অস্থির ছিলেন, কিন্তু রামানুজাচার্য্য শঙ্করপ্রদত্ত বিচারবলে ও ভগবৎ-কৃপায় শারীরিক সূত্রের ভাষ্যান্তর বিরচন করত পুনরায় বৈষ্ণব-তত্ত্বের বল সমৃদ্ধি করিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য ও মধ্বাচার্য্য—ইহাঁরাও বৈষ্ণবমতের কিছু কিছু ভিন্ন আকার স্থাপণ করত স্ব-স্ব-মতে শারীরক ভাষ্য রচনা করিলেন। কিন্তু সকলেই শঙ্করের অনুকারক। শঙ্কর আচার্য্যের ন্যায় সকলেই একটী একটী গীতাভাষ্য, সহস্রনাম-ভাষ্য ও উপনিষদ্-ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপ একটী মত তখন জনগণের হৃদয়ে জাগরূক হইল যে, কোন একটী সম্প্রদায় স্থির করিতে হইলে উপরি উক্ত চারিটী গ্রন্থের ভাষ্য থাকা আবশ্যক। উক্ত চারি জন বৈষ্ণব হইতে শ্রী-বৈষ্ণব প্রভৃতি চারিটী সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বদর্শিত

দ্বাদশ তত্ত্বের মধ্যে প্রথম ১০টী চারি সম্প্রদায়ে বিশেষরূপে অনুভূত ছিল। শেষ দুইটী তত্ত্ব তৎকালে মাধ্ব, নিম্বাদিত্য ও বিষ্ণুস্বামী—এই তিন সম্প্রদায়ে কিয়ৎপরিমাণে আলোচিত হইল।
খ্রীষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ১৪০৭ শকাব্দায় শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন। প্রথমে সংসার-ধর্ম্মে থাকিয়া পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু বৈষ্ণবধর্ম্মের শেষ দুই তত্ত্বের সম্পূর্ণ জ্ঞান বিস্তার করিলেন। বঙ্গভূমি যে দেবদুর্ল্লভ, তাহাতে সন্দেহ কি? সেই ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া বৈষ্ণবদিগের পরমপূজনীয় শচীকুমার পরমার্থতত্ত্বের যে অতুল্য সম্পদসর্ব্বলোককে বিতরণ করিয়াছেন, তাহা কে না জানেন? সৌভাগ্যক্রমে আমরা ঐ অপূর্ব্ব দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। বহুদিবসের পরেও যে সকল বৈষ্ণবগণ ঐ ভূমিতে উদ্ভূত হইবেন, তাঁহারাও আমাদের ন্যায় আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিবেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের সাহায্যে রূপ, সনাতন, জীব, গোপালভট্ট, রঘুনাথদ্বয়, রামানন্দ, স্বরূপ ও সার্ব্বভৌম প্রভৃতির দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সম্বন্ধতত্ত্ব স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অভিধেয়তত্ত্বে কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করত কার্য্য সংক্ষেপ করিয়াছেন এবং প্রয়োজন-তত্ত্বে ব্রজরস আস্বাদন করিবার অত্যন্ত সরল উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

পাঠকবৃন্দ বিশেষ বিচার করিলে দেখিতে পাইবেন যে, পরমার্থতত্ত্ব আদিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ স্পষ্টীভূত, সরল সংক্ষেপে হইয়া আসিয়াছে। যত দেশকালজনিত মলিনতা উহা হইতে দূরীভূত হইতেছে, ততই উহার সৌন্দর্য্য দেদীপ্যমান হইয়া আমাদের সম্মুখীন হইতেছে। সরস্বতী-তীরে ব্রহ্মাবর্ত্তের কুশময় ভূমিতে ঐ তত্ত্বের জন্ম হয়। ক্রমশঃ প্রবল হইয়া পর-মার্থ-তত্ত্ব বদরিকাশ্রমের তুষারাবৃত ভূমিতে বাল্যলীলা সম্পাদন করেন। গোমতীতীরে নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে তাঁহার পৌগণ্ডকাল অতিবাহিত হয়।

দ্রাবিড়দেশে কাবেরীস্রোতস্বতীর রমণীয়কূলে তাঁহার যৌবন-কার্য্যসকল দৃষ্ট হয়। জগৎ-পবিত্রকারিনী জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপ নগরে ঐ ধর্ম্মের পরিপক্কাবস্থা পরিদৃশ্য হয়।

সমস্ত জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলেও শ্রীনবদ্বীপে পরমার্থতত্ত্বের চরম উন্নতি দেখা যায়। পরব্রহ্ম জীবসমূহের একান্ত প্রেমের আস্পদ। অনুরাগক্রমে তাঁহাকে না ভজন করিলে তিনি কখনই জীবের পক্ষে সুলভ হইতে পারেন না। সমস্ত জগতে জীবের যে স্নেহ আছে, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে ভাবনা করিলেও তিনি অনায়াসলভ্য নহেন। তিনি রসবিশেষের বশীভূত এবং রস ব্যতীত তাঁহাকে পাওয়া না পাওয়া সমান।* সেই রস পঞ্চ প্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর। শান্তরসটি ব্রহ্মসম্বন্ধে প্রথম রস অর্থাৎ জীবের সংসারযন্ত্রণা নিবৃত্ত্যন্তর পরব্রহ্মে অবস্থান মাত্র। ঐ অবস্থায় কিয়ৎপরিমাণ ব্যতিরেকে সুখ ব্যতীত আর স্বাধীন ভাব কিছু নাই। তৎকালে পরব্রহ্মের সহিত সাধকের কোন সম্বন্ধ স্থাপন হয় নাই। দাস্যরসই দ্বিতীয় রস। শান্তরসের সমস্ত সম্পদ ইহাতে আছে এবং সে সমস্ত ব্যতীত আরও কিছু ইহাতে উপলব্ধ হয়। ইহার নাম মমতা। ভগবান্ আমার প্রভু—আমি তাঁহার নিত্য দাস—এরূপ একটি সম্বন্ধ ঐ রসে লক্ষিত হয়। জগতে যতই উৎকৃষ্ট দ্রব্য থাকুক, মমতা সম্বন্ধ না থাকিলে, তজ্জন্য কোন প্রকার বিশেষ ব্যস্ততা থাকে না। অতএব দাস্যরস শান্ত অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। শান্ত হইতে যেমন দাস্য শ্রেষ্ঠ, দাস্য হইতে সেইরূপ সখ্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবেন। যেহেতু দাস্যরসে সম্ভ্রমরূপ কণ্টক আছে। কিন্তু সখ্যরসে বিশ্রম্ভরূপ প্রধান অলঙ্কার দৃষ্ট হয়। দাসগণের মধ্যে যিনি সখা তিনি শ্রেষ্ঠ, ইহাতে সন্দেহ কি? সখ্যরসে শান্ত ও দাস্যরসের সকল সম্পদই আছে। দাস্য হইতে যেমন সখ্য শ্রেষ্ঠ, সখ্য হইতে

* রসো বৈ সঃ হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতীতি শ্রুতিঃ।

বাৎসল্য তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ ; ইহা সহজে দেখা যায়। সমস্ত সখাগণের মধ্যে পুত্র অধিক প্রিয় ও আনন্দ উৎপাদক। বাৎসল্যরসে শান্ত প্রভৃতি ঐ চারি রসের সম্পদ দেখা যায়। বাৎসল্যরস অন্য সকল রস হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও মধুররসের নিকট অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। পিতা-পুত্রে অনেক বিষয় গোপন থাকে, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষে তাহা থাকে না। অতএব গাঢ়রূপে বিচার করিয়া দেখিলে মধুররসে পূর্ব্বগত সমস্ত রস পূর্ণরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে দেখা যাইবে।

এই পঞ্চরসের ইতিহাস দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শান্তরস সর্ব্বাদৌ ভারতবর্ষে পরিদৃশ্য হইয়াছিল। যখন প্রাকৃত বস্তুতে যজ্ঞাদি ক্রিয়াদ্বারা আত্মা সন্তুষ্ট হইল না, তখন সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার, নারদ, মহাদেব প্রভৃতি পরমার্থ-বাদীরা প্রাকৃত জগতে নিস্পৃহ হইয়া পরব্রহ্মে অব-স্থিতিপূর্ব্বক শান্তরসের অনুভব করিলেন। তাহার বহুকাল পর কপিপতি হনুমানে দাস্যরসের উদয় হয় ; ঐ দাস্যরস ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইয়া এশিয়া প্রদেশের উত্তরপশ্চিমাংশে মোসেস নামক মহাপুরুষে সুন্দররূপ পরিদৃশ্য হয়। কপি-পতির বহুকাল পর উদ্ধব ও অর্জ্জুন ইহাঁরা সখ্যরসের অধিকারী হন এবং ঐ রস জগতে প্রচার করেন। ক্রমশঃ ঐ রস ব্যাপ্ত হইয়া আরবদেশে মহম্মদ নামক ধর্ম্মবেত্তার হৃদয়কে স্পর্শ করে। বাৎসল্যরস সময়ে সময়ে ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন আকারে উদয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্যগত বাৎসল্যরস ভারত অতিক্রম করত ইহুদীদিগের ধর্ম্ম-প্রচারক যীশুনামক মহাপুরুষে সম্পূর্ণ উদিত হয়। মধুররসটী প্রথমে ব্রজধামেই জাজ্বল্যমান হয় ; বদ্ধ জীবহৃদয়ে ঐ রসের প্রবেশ করা অতীব দুরূহ, কেননা উহা অধিকারপ্রাপ্ত শুদ্ধজীবনিষ্ঠ। নবদ্বীপচন্দ্র শচীকুমার স্বদলসহকারে ঐ নিগূঢ় রসের প্রচার করেন। ভারত অতিক্রম করিয়া উক্ত রস এ পর্য্যন্ত অন্যত্র ব্যাপ্ত হয় নাই। অল্পদিন হইল নিউমান নামক পণ্ডিত ইংলণ্ডদেশে ঐ রসের কিয়ৎ পরিমাণ উপলব্ধি করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশস্থ ব্যক্তিরা

এপর্য্যন্ত যীশুপ্রচারিত গৌরবগত বাৎসল্যরসের মাধুর্য্যে পরিতৃপ্ত হন নাই। আশা করা যায় যে, ভগবৎ-কৃপাবলে তাঁহারা অনতিবিলম্বেই মধুরসের আসব-পানে আসক্ত হইবেন। দেখা যাইতেছে যে, যে রস ভারতে উদয় হয় তাহা অনেক দিন পরে পশ্চিমদেশসকলে ব্যাপ্ত হয়, অতএব মধুররস সম্যক্ জগতে প্রচার হইবার এখনও কিছু কাল বিলম্ব আছে। যেমন সূর্য্যদেব প্রথমে ভারতে উদয় হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিমদেশসকলে আলোক প্রদান করেন, তদ্রূপ পরমার্থতত্ত্বের অতুল্য কিরণ সময়ে সময়ে ভারতে উদয় হইয়া কিয়দ্-দিবস পরে পাশ্চাত্য দেশে ব্যাপ্ত হয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রকারেরা ও ভগবদ্ভাব-উদয়কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত যে সকল উন্নতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আলোচনা পূর্ব্বক তারকব্রহ্ম নামের যুগে যুগে ভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সত্যযুগের তারকব্রহ্মনাম।

"নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ।
নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণপরা গতিঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—বিজ্ঞান, ভাষা, মুক্তি ও চরমগতি এই সমস্ত বিষয়ের আস্পদ নারায়ণ। ঐশ্বর্য্যগত পরব্রহ্মের নাম নারায়ণ। বৈকুণ্ঠ ও পার্ষদ-সকল যে বর্ণিত আছেন, তাহাতে নারায়ণরূপ ভগবদ্ভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হয়। এই অবস্থায় শুদ্ধশান্ত ও কিয়ৎপরিমাণে দাস্যের উদয় দেখা যায়।

"রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥"

—এইটী ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্ম নাম। ইহাতে যে সকল নামের উল্লেখ আছে, তাহাতে ঐশ্বর্য্যগত নারায়ণের বিবিধ বিক্রম সকল সূচিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ দাস্যরসপর ও কিয়ৎ-পরিমাণে সখ্যের আভাস দান করিতেছে।

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥"

—এইটী দ্বাপরযুগের তারকব্রহ্ম নাম। ইহাতে যে সকল নামের উল্লেখ আছে, তাহাতে নিরাশ্রিত জনের আশ্রয়রূপ কৃষ্ণকে লক্ষ্য হয়। ইহাতে শান্ত-দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য—এই চারিটী রসের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

—এইটী সর্ব্বাপেক্ষা মাধুর্য্যপর নাম-মন্ত্র বলিতে হইবে। ইহাতে প্রার্থনা নাই। মমতাযুক্ত সমস্ত রসের উদ্দীপকতা ইহাতে দৃষ্ট হয়। ভগবানের কোন প্রকার বিক্রম বা মুক্তিদাতৃত্বের পরিচয় নাই। কেবল আত্মা যে পরমাত্মা কর্ত্তৃক কোন অনির্ব্বচনীয় প্রেমসূত্রে আকৃষ্ট আছেন, ইহাই মাত্র ব্যক্ত আছে। অতএব মাধুর্য্যরসপর জনগণের সম্বন্ধে এই নামটী একমাত্র মন্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। ইহার অনুক্ষণ আলোচনাই একমাত্র উপাসনা। সারগ্রাহী জন-গণের ইজ্যা, ব্রত, অধ্যয়ন ইত্যাদি সমস্ত পারমার্থিক অনুশীলন, এই নামের অনুগত। ইহাতে দেশকালপাত্রের বিচার নাই। গুরূপদেশ, পুরশ্চরণ ইত্যাদি কিছুরই ইহাতে অপেক্ষা নাই।* পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশটি মূলতত্ত্বের অবলম্বনপূর্ব্বক এই নানমন্ত্রের আশ্রয় করা সারগ্রাহী জনগণের নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিদেশীয় সারগ্রাহীজনেরা, যাঁহাদের ভাষা ও সাংসরিক আশ্রম ভিন্ন, তাঁহারা এই নামের সমান কোন সাঙ্কেতিক উপাসনালিঙ্গ নিজ নিজ ভাষায় গ্রহণপূর্ব্বক অবলম্বন করিতে পারেন। অর্থাৎ উপাসনাকাণ্ডে কোন অসরল বৈজ্ঞানিক বিচার, বৃথা তর্ক বা কোন অন্বয়-ব্যতিরেক-বিচারগত বাদ বা প্রার্থনাদি না থাকে। যদি কোন প্রার্থনা থাকে, তাহা কেবল প্রেমের উন্নতিসূচক হইলে দোষ নাই। অলটম্পরূপে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহপূর্ব্বক-

* তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥

সন্তুষ্ট অন্তঃকরণে কৃষ্ণৈক-জীবন হইয়া সারগ্রাহী জনগণ বিচরণ করেন। † যে সকল লোকের দিব্যচক্ষু আছে তাঁহারা তাঁহাদিগকে সমন্বয়যোগী বলিয়া জানেন। যাঁহারা অনভিজ্ঞ বা কোমলশ্রদ্ধ, তাঁহারা তাঁহাদিগকে সংসারাসক্ত বলিয়া বোধ করেন। কখন কখন ভগবদ্বিমুখ বলিয়াও স্থির করিতে পারেন। সারগ্রাহী জনগণ স্বদেশীয় বিদেশীয় সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন সারগ্রাহী ভ্রাতাকে অনায়াসে জানিতে পারেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ, ভাষা, উপাসনা, লিঙ্গ ও ব্যবহারসকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাঁহারা পরস্পর ভ্রাতা বলিয়া অনায়াসে সম্বোধন করিতে পারেন। এই সকল লোকই পরমহংস এবং সংহিতারূপ শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহাদের শাস্ত্র।*

আর একটী বিষয়ের বিচার না করিয়া এই উপক্রমণিকা সমাপ্ত করিতে পারিলাম না। অনেক কৃতবিদ্য পুরুষ কুসংস্কারক্রমে সারগ্রাহী বৈষ্ণবতায় প্রেমের অধিকতর আলোচনা থাকায় সারগ্রাহী বৈষ্ণবেরা উত্তমরূপে সংসারী হইতে পারেন না, এরূপ দোষারোপ করেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন

কিং জন্মভিস্ত্রিভির্ব্বেহ শৌক্র-সাবিত্র-যাজ্ঞিকৈঃ।
কর্ম্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা ॥
শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ।
বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়রাধসা ॥
কিং বা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি।
কিং বা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ ॥
শ্রেয়সামপি সর্ব্বেষামাত্মা হ্যবধিরর্থতঃ।
সর্ব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ ॥ (ভা ৪।৩১।৯-১৩)

† দয়য়া সর্ব্বভূতেষু সন্তুষ্ট্যা যেন কেন বা।
সর্ব্বেন্দ্রিয়োপশান্ত্যা চ তুষ্যত্যাশু জনার্দ্দনঃ ॥ (ভা ৪।৩১।১৯)

* "সর্ব্বতঃ সারমাদত্তে যথা মধুকরো বুধঃ"; (ভা ৪।১৮।২)

যে, সংসারোন্নতি করিবার যত্ন না থাকিলে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হন না এবং অধিকতর আত্মানুশীলন করিতে গেলে সংসারের প্রতি স্নেহের খর্ব্বতা হইয়া পড়ে। এই যুক্তিটী নিতান্ত দুর্ব্বল, কেননা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত শ্রেয় আচরণে যত্নবান্ হইলে এই অনিত্য সংসারের যদি লোপ হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? † পরমেশ্বরের কোন দূর উদ্দেশ্য সাধন জন্য এই সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে উদ্দেশ্য কি, (তাহা) কেহই বলিতে পারেন না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আত্মা প্রথমে মনুষ্যাকারে এই স্থূল জগতে সৃষ্ট হইয়াছে। সংসার-উন্নতিরূপ ধর্ম্মাচরণ করত ক্রমশঃ আত্মার উচ্চগতি হইবে, এই অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এ জড় জগৎ নরবুদ্ধিদ্বারা স্বর্গপ্রায় হইয়া পরম আনন্দধামস্বরূপ হইয়া উঠিবে। কেহ কেহ আত্মার দেহান্তর ঘটিয়া পরে নির্ব্বাণরূপ মোক্ষ হইবে, এরূপ স্থির করেন। এই সকল সিদ্ধান্ত অন্ধগণকর্ত্তৃক হস্তীর আকার নিরূপণের ন্যায় বৃথা তর্ক মাত্র। সারগ্রাহিগণ এই সকল বৃথা তর্কে প্রবেশ

---

† যুক্তিযোগকে মূলতত্ত্বে নিরর্থক জ্ঞান করতঃ ব্যাসদেব সমাধিযোগে দেখিলেন,—

> "ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
> অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ম্ ॥
> যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
> পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥
> অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
> লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥
> যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
> ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ-শোকমোহভবাপহা ॥" ভাঃ ১।৭।৪-৭

করেন না, যেহেতু নরবুদ্ধিদ্বারা এ সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয় না।† সিদ্ধান্ত করিবার আবশ্যক কি? আমরা কোন প্রকারে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া সেই পরম পুরুষের অনুগত থাকিলে তাঁহার কৃপাবলে অনায়াসে সমস্ত বিষয়ই অবগত হইব। কামবিদ্ধ পুরুষেরা স্বভাবতই সংসারোন্নতির যত্ন পাইবেন। তাঁহারা সংসারোন্নতি করিবেন, আমরা সেই সংসারকে ব্যবহার করিব। তাঁহারা অর্থশাস্ত্র ও তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া অর্থসংগ্রহ করিবেন, আমরা কৃষ্ণকৃপায় ঐসকল সংগৃহীত অর্থ হইতে পরমার্থতত্ত্ব লাভ করিব। তবে আমাদের দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ কার্য্যসকলে যদি সংসারের কোন উন্নতি হইয়া উঠে, উত্তম। সংসারের স্থূল উন্নতি বা অবনতি-বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন, কিন্তু সংসারগত আত্মনিচয়ের পরমার্থতত্ত্বে উন্নতিসম্বন্ধে আমরা স্বভাবতঃ ব্যস্ত, এমন কি সমস্ত জীবনসুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতৃগণের আত্মোন্নতি-সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বদা চেষ্টান্বিত থাকি। পতিত ভ্রাতাদিগকে

---

† ন চাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতু-
রবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ উতীঃ।
নামানি রূপাণি মনোবচোভিঃ
সন্তন্বতো নটচর্য্যামিবাজ্ঞঃ ॥
স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য
দুরন্তবীর্য্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ।
যোঽমায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা
ভজেত তৎপাদসরোজগন্ধম্ ॥ ভাঃ ১।৩।৩৭-৩৮

সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ পরমার্থতত্ত্বে যুক্তিযোগকে পরিত্যাগ করত সহজজ্ঞান-লব্ধ সত্যসমূহের আশ্রয়ে আত্মার সঙ্কোচ-বিকোচাত্মক অবস্থাদ্বয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন। গ্রঃ কঃ।

সংসারকূপ হইতে উদ্ধার করা বৈষ্ণবদিগের প্রধান কর্ম্ম। বৈষ্ণব-সংসার যত প্রবল হইবে ক্ষুদ্রাশয়গ্রস্ত পাষণ্ড-সংসার ততই হ্রাস হইবে, ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের নৈসর্গিক গতি। সেই অনন্তরূপী পরমেশ্বরের প্রতি সর্ব্বজীবের প্রীতি-স্রোত প্রবাহিত হউক। পরমানন্দস্বরূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হউক। ঈশ্বরবিমুখ লোকদিগের চিত্ত পরমতত্ত্বে দ্রবীভূত হউক। কোমলশ্রদ্ধ মহোদয়েরা ভগবৎ কৃপাবলে সাধুসঙ্গাশ্রয়ে ও ভক্তিতত্ত্বপ্রভাবে উত্তমাধিকারী হইয়া বিশুদ্ধ প্রীতিকে আশ্রয় করুন। মধ্যমাধিকারী মহাত্মগণ সংশয় পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানালোচনা সমাপ্ত করিয়া প্রীতিতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হউক। সমস্ত জগৎ হরিসংকীর্ত্তনে প্রতিধ্বনিত হউক।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা

—*ঃঃ*—

প্রথমোঽধ্যায়ঃ। (বৈকুণ্ঠবর্ণনম্)

—ঃ **** ঃ—

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বনির্দ্দেশে কৃপা যস্য প্রয়োজনম্।
বন্দে তং জ্ঞানদং কৃষ্ণং চৈতন্যং রসবিগ্রহম্ ॥ ১ ॥
সমুদ্রশোষণং রেণোর্যথা ন ঘটতে ক্বচিৎ।
তথা মে তত্ত্বনির্দ্দেশো মূঢ়স্য ক্ষুদ্রচেতসঃ ॥ ২ ॥
কিন্তু মে হৃদয়ে কোঽপি পুরুষঃ শ্যামসুন্দরঃ।
স্ফুরন্ সমাদিশৎ কার্য্যমেতত্তত্ত্বনিরূপণম্ ॥ ৩ ॥
আসীদেকঃ পরঃ কৃষ্ণো নিত্যলীলাপরায়ণঃ।
চিচ্ছক্ত্যাবিষ্কৃতে ধাম্নি নিতসিদ্ধগণাশ্রিতে ॥ ৪ ॥

যে জ্ঞানপ্রদ রসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, আমি তাঁহাকে বন্দনা করি। ১। একটী ক্ষুদ্র রেণু যেমত সমুদ্র শোষণ করিতে অক্ষম সেইরূপ নির্ব্বোধ ক্ষুদ্রবুদ্ধিজীব যে আমি, আমার পক্ষে তত্ত্বনির্দ্দেশ-কার্য্যটী অতীব দুঃসাধ্য। ২। জীব নিজ ক্ষুদ্রবুদ্ধি-দ্বারা তত্ত্বনির্দ্দেশে সর্ব্বদা অক্ষম, কিন্তু আমার হৃদয়ে চৈতন্যস্বরূপ স্নিগ্ধ শ্যামাত্মা কোন পুরুষ উদয় হইয়া এই তত্ত্ব-নিরূপণ-কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাতেই আমি ইহাতে সাহস করিয়াছি। ৩। চিৎ ও অচিতের অতীত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার চিচ্ছক্তি হইতে আবিষ্কৃত চিদ্ধামের নাম বৈকুণ্ঠ, অর্থাৎ দেশকালাতীত চিৎস্বরূপ-গণের নিত্যাবস্থান। তাঁহার জীবশক্তি হইতে চিৎ-কণ নির্ম্মিত নিত্যসিদ্ধ জীবসকল তাঁহার লীলোপ-

চিদ্বিলাসরসে মত্তশ্চিদ্গণৈরন্বিতঃ সদা।
চিদ্বিশেষান্বিতে ভাবে প্রসক্তঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ৫ ॥
জীবানাং নিত্যসিদ্ধানাং স্বাধীনপ্রেমলালসঃ।
প্রাদাত্তেভ্যঃ স্বতন্ত্রত্বং কার্য্যাকার্য্যবিচারণে ॥ ৬ ॥
যেষাং তু ভগবদ্দাস্যে রুচিরাসীদ্বলীয়সী।
স্বাধীনভাবসম্পন্নাস্তে দাসা নিত্যধামনি ॥ ৭ ॥
ঐশ্বর্য্যকর্ষিতা একে নারায়ণপরায়ণাঃ।
মাধুর্য্যমোহিতাশ্চান্যে কৃষ্ণদাসাঃ সুনির্ম্মলাঃ ॥ ৮ ॥

করণ। সেই নিত্যসিদ্ধগণাশ্রিত বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণচন্দ্র নিত্যলীলাপরায়ণ হইয়া নিত্য বিরাজমান আছেন। সেই কালাতীত তত্ত্বে ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান কিছুই প্রয়োগ করা যায় না, কিন্তু অবস্থান-ভাবটী বদ্ধজীবের হৃদয়ে ও দেশ-কাল-নিষ্ঠ হওয়ায় আমাদের সমস্ত রচনায় ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান প্রয়োগ নিতান্ত অনিবার্য্য ॥ ৪ ॥ তিনি সর্ব্বদা চিদ্বিলাসরসে মত্ত, সর্ব্বদা চিৎকণরূপ সিদ্ধ জীবগণের দ্বারা অন্বিত, সর্ব্বদা চিদ্গতবিশেষধর্ম্মপ্রসূত-ভাবসকলে প্রসক্ত এবং সর্ব্বজনের প্রিয়-দর্শন ॥ ৫ ॥ চিৎকণস্বরূপ নিত্য-সিদ্ধ জীবগণ ও সর্ব্বচিদাধার কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে পরস্পর বন্ধনসূত্ররূপ একটী পরম চমৎকার চিদন্বয় তত্ত্ব লক্ষিত হয়; তাহার নাম প্রীতি। সেই তত্ত্ব জীব সৃষ্টির সহিত সহজ থাকায় তাহা অগত্যা স্বীকর্ত্তব্য। ইহাতে স্বাধীনতা না থাকিলে জীবের উচ্চোচ্চ-রস-প্রাপ্ত্যধিকার সম্ভব হয় না। অতএব তাহাদিগকে স্বাধীন-চেষ্টার পুরস্কার-প্রদানজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাহা-দিগকে কার্য্যাকার্য্য বিচারে স্বতন্ত্রতারূপ অধিকার দিলেন ॥ ৬ ॥ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জীবদিগের মধ্যে ভগবদ্দাস্যে যাঁহাদের রুচি প্রবলা রহিল, তাঁহারা নিত্যধামে দাসত্ব প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৭ ॥ তন্মধ্যে যাঁহারা ঐশ্বর্য্যপর, তাঁহারা সেব্যতত্ত্বকে নারায়ণাত্মক দেখিলেন। মাধুর্য্যপর পুরুষেরা সেব্য-

সম্ভ্রামাদ্দাস্যবোধে হি প্রীতিস্তু প্রেমরূপিণী।
ন তত্র প্রণয়ঃ কশ্চিৎ বিশ্রম্ভে রহিতে সতি ॥ ৯ ॥
মাধুর্য্যভাবসম্পত্তৌ বিশ্রম্ভো বলবান্ সদা।
মহাভাবাবধিঃ প্রীতের্ভক্তানাং হৃদয়ে ধ্রুবম্ ॥ ১০ ॥
জীবস্য নিত্যসিদ্ধস্য সর্ব্বমেতদনাময়ম্।
বিকারাশ্চিদগতাঃ শশ্বৎ কদাপি নো জড়ান্বিতাঃ ॥ ১১ ॥
বৈকুণ্ঠে শুদ্ধচিদ্ধাম্নি বিলাসা নির্ব্বিকারকাঃ।
আনন্দাব্ধিতরঙ্গাস্তে সদা দোষবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১২ ॥
যদৈশ্বর্য্যপরা জীবা নারায়ণং বদন্তি হি।
মাধুর্য্যরসসম্পন্নাঃ কৃষ্ণমেব ভজন্তি তম্ ॥ ১৩ ॥

তত্ত্বকে কৃষ্ণস্বরূপ দেখিলেন ॥৮॥ ঐশ্বর্য্যপর পুরুষদিগের স্বাভাবিক সম্ভ্রম-বশতঃ তাঁহাদের প্রীতিটী প্রেমরূপ প্রাপ্ত হয়; তাহাতে বিশ্বাসাভাবে প্রণয় থাকে না ॥ ৯ ॥ মাধুর্য্যভাবসম্পন্ন পুরুষদিগের বিশ্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বাস অত্যন্ত বলবান্। অতএব তাঁহাদের হৃদয়ে প্রীতিতত্ত্ব মহাভাবাবধি উন্নত হয় ॥ ১০ ॥ কেহ কেহ বলেন যে, আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যভাব ব্যতীত অপ্রাকৃতাবস্থায় প্রণয়াভাব; মহাভাব প্রভৃতি যে সকল অবস্থার বিচার করা যায়, সে সকল মায়িক চিন্তাকে অপ্রাকৃত চিন্তা বলিয়া স্থির করা মাত্র। এই অশুদ্ধ-মতসম্বন্ধে কথিত হইল যে, নিত্যসিদ্ধ জীবের প্রণয়-বিকারসকল জড়গত অবিদ্যা-বিকার নয়, কিন্তু চিদ্গত বিলাস বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ১১ ॥ শুদ্ধ-চিদ্ধাম-রূপ বৈকুণ্ঠে যে সকল বিলাস আছে, সে সমুদয়ই সর্ব্বদোষরহিত আনন্দ-সমুদ্রের তরঙ্গবিশেষ। তাহাদিগের প্রতি বিকার-শব্দ প্রযুক্ত হয় না ॥ ১২ ॥ কৃষ্ণ-নারায়ণে কিছুমাত্র ভিন্নতা নাই। ঐশ্বর্য্যপর চক্ষে তাঁহাকে নারায়ণ বোধ হয়, মাধুর্য্যপর চক্ষে তাঁহাকে কৃষ্ণস্বরূপে দেখা

রসভেদবশাদেকো দ্বিধা ভাতি স্বরূপতঃ।
অদ্বয়ঃ স পরঃ কৃষ্ণো বিলাসানন্দচন্দ্রমাঃ ॥ ১৪ ॥
আধেয়াধারভেদশ্চ দেহদেহি-বিভিন্নতা।
ধর্ম্মধর্ম্মি পৃথগ্ ভাবা ন সন্তি নিত্যবস্তুনি ॥ ১৫ ॥
বিশেষ এব ধর্ম্মোহসৌ যতো ভেদঃ প্রবর্ত্ততে।
তদ্ভেদবশতঃ প্রীতিস্তরঙ্গরূপিণী সদা ॥ ১৬ ॥

যায়। বাস্তবিক এ বিষয়ে আলোচ্যগত ভেদ নাই, কেবল আলোচক ও আলোচনাগত ভেদ আছে ॥ ১৩ ॥ বিলাসানন্দচন্দ্রমা পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়তত্ত্ব; কেবল রসভেদে তাঁহার স্বরূপভেদ লক্ষ্য হয় ॥ ১৪ ॥ স্বরূপের বাস্তবিক ভেদ নাই, কেননা নিত্যবস্তু ভগবানে আধেয়াধার ভেদ, দেহদেহীর ভেদ ও ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর ভেদ নাই। বদ্ধদশায় মানব-শরীরে ঐ সকল ভেদ দেহাত্মাভিমানবশতঃ লক্ষিত হয়। প্রাকৃত বস্তুসকলে ঐ প্রকার ভেদ স্বাভাবিক ॥ ১৫ ॥ বৈশেষিকেরা বলেন যে, একজাতীয় বস্তু হইতে অন্য জাতীয় বস্তু যদ্দ্বারা ভিন্ন হয়, তাহার নাম বিশেষ। জলীয় পরমাণু বায়বীয় পরমাণু হইতে এবং বায়বীয় পরমাণু তৈজস পরমাণু হইতে উক্ত বিশেষকর্ত্তৃক ভিন্ন হইয়া থাকে। বিশেষ পদার্থ অবলম্বননিবন্ধন তাঁহাদের শাস্ত্রের নাম বৈশেষিক বলিয়া প্রোক্ত হইয়াছে। কিন্তু বৈশেষিক পণ্ডিতেরা জড় জগতের বিশেষ ধর্ম্মটীকে আবিষ্কার করিয়াছেন, চিজ্জগতের বিশেষের কোন অনুসন্ধান করেন নাই। জ্ঞানশাস্ত্রও উক্ত বিশেষ ধর্ম্মের কিছু সন্ধান হয় নাই; তজ্জন্য জ্ঞানিগণ প্রায়ই আত্মার মোক্ষের সহিত ব্রহ্মনির্ব্বাণের সংযোজনা করিয়াছেন। সাত্বতমতে ঐ বিশেষ ধর্ম্ম কেবল জড়ে আছে এমত নয়, চিত্তত্ত্বে ঐ ধর্ম্মটী নিত্যরূপে অনুস্যূত আছে। তজ্জন্যই পরমাত্মা হইতে আত্মা, আত্মগণ জড় জগৎ হইতে এবং আত্মারা পরস্পর ভিন্নরূপে অবস্থান করে। সেই বিশেষ ধর্ম্ম হইতে প্রীতি তরঙ্গরূপিণী হইয়া নানাভাবান্বিতা হন। ॥ ১৬ ॥ প্রপঞ্চে আবদ্ধ হইয়া

প্রপঞ্চমলতোঽস্মাকং বুদ্ধি-দুষ্টাস্তি কেবলম্।
বিশেষো নির্ম্মলস্তস্মান্ন চেহ ভাসতেঽধুনা ॥ ১৭ ॥
ভগবজ্জীবয়োস্তত্র সম্বন্ধো বিদ্যতেঽমলঃ।
স তু পঞ্চবিধঃ প্রোক্তো যথাত্র সংসৃতৌ স্বতঃ ॥ ১৮ ॥
শান্তভাবস্তথা দাস্যং সখ্যং বাৎসল্য মেব চ।
কান্তভাব ইতি জ্ঞেয়াঃ সম্বন্ধাঃ কৃষ্ণজীবয়োঃ ॥ ১৯ ॥
ভাবাকারগতা প্রীতিঃ সম্বন্ধে বর্ত্ততেঽমলা।
অষ্টরূপা ক্রিয়াসারা জীবানামধিকারতঃ ॥ ২০ ॥
শান্তে তু রতিরূপা সা চিত্তোল্লাসবিধায়িনী।
রতিঃ প্রেমা দ্বিধা দাস্যে মমতা ভাবসঙ্গতা ॥ ২১ ॥

আমাদের বুদ্ধি সম্প্রতি প্রপঞ্চমলের দ্বারা দূষিত থাকায় চিদ্গত নির্ম্মল বিশেষের উপলব্ধি দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে ॥ ১৭ ॥ সেই চিদ্গত বিশেষ ধর্ম্ম-দ্বারা ভগবান্ ও শুদ্ধ জীবনিচয়ের মধ্যে কেবল নিত্যভেদ স্থাপিত হইয়াছে এমত নয়, কিন্তু একটী নির্ম্মল সম্বন্ধও স্থাপিত হইয়াছে। যেমত বদ্ধ জীবদিগের সাংসারিক সম্বন্ধ পঞ্চবিধ, তদ্রূপ জীব ও কৃষ্ণেও পঞ্চবিধ সম্বন্ধ ॥ ১৮ ॥ পঞ্চবিধ সম্বন্ধের নাম শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ॥ ১৯ ॥ ভগবৎ-সংসারে বর্ত্তমান শুদ্ধজীবদিগের অধিকার অনুসারে সম্বন্ধভাবগত প্রীতির অষ্টবিধ ভাবাকার উদয় হয়। সেই সকল ভাবই প্রীতির ক্রিয়াপরিচয়। ইহাদের নাম পুলক, অশ্রু, কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ, স্বরভেদ, প্রলয়। শুদ্ধজীবে ইহারা শুদ্ধসত্ত্বগত এবং বদ্ধজীবে ইহারা প্রাপঞ্চিকসত্ত্বগত ॥ ২০ ॥ শান্তরসাশ্রিত জীবে চিত্তোল্লাস-বিধায়িনী রতিরূপা হইয়া প্রীতি বিরাজমান থাকেন। দাস্যরসের উদয় হইলে মমতাভাবসঙ্গিনী প্রীতি ও রতি প্রেমা উভয়

সখ্যে রতিস্তথা প্রেমা প্রণয়োঽপি বিচার্য্যতে।
বিশ্বাসো বলবান্ তত্র ন ভয়ং বর্ত্ততে কচিৎ ॥ ২২ ॥
বাৎসল্যে স্নেহপর্য্যন্তা প্রীতির্দ্রবময়ী সতী।
কান্তভাবে চ তৎ সর্ব্বং মিলিতং বর্ত্ততে কিল।
মানরাগানুরাগৈশ্চ মহাভাবৈর্বিশেষত ॥ ২৩ ॥
বৈকুণ্ঠে ভগবান্ শ্যামঃ গৃহস্থঃ কুলপালকঃ।
যথাত্র লক্ষ্যতে জীবঃ স্বগণৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ২৪ ॥
শান্তা দাসাঃ সখাশ্চৈব পিতরো যোষিতস্তথা।
সর্ব্বে তে সেবকা জ্ঞেয়াঃ সেব্যঃ কৃষ্ণঃ প্রিয়ঃ সতাম্ ॥ ২৫ ॥
সার্ব্বজ্ঞ্য-ধৃতি-সামর্থ্য-বিচার-পটুতা-ক্ষমাঃ।
প্রীতাবেকাত্মতাং প্রাপ্তা বৈকুণ্ঠেঽদ্বয়বস্তুনি ॥ ২৬ ॥

লক্ষণে লক্ষণান্বিতা হন ॥ ২১ ॥ সখ্যরসে রতিপ্রেমাও প্রণয়রূপিণী হইয়া প্রীতিভয়নাশক বিশ্বাসকর্ত্তৃক দৃঢ়ভূতা মমতা-সংযুক্তা হন। বাৎসল্যরসে স্নেহভাবপর্য্যন্ত প্রীতির দ্রবময়ী গতি। কিন্তু কান্তভাব উদয় হইলে সে-সমস্ত ভাব—মান, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব পর্য্যন্ত একত্র মিলিত হয় ॥ ২৩ ॥ জগতে যেরূপ জীবগণ নিজ নিজ আত্মীয়গণ পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহস্থরূপে দৃশ্যমান হয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠধামে তদ্রূপ কুলপালক গৃহস্থরূপে বর্ত্তমান আছেন ॥ ২৪ ॥ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসাশ্রিত সমস্ত পার্ষদগণই ভগবৎসেবক। সাধুদিগের প্রিয়বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেব্য ॥ ২৫ ॥ অদ্বয়বস্তু বৈকুণ্ঠের প্রীতিতত্ত্বে সার্ব্বজ্ঞ্য, ধৃতি, সামর্থ্য, বিচার, পাটব ও ক্ষমা প্রভৃতি সমস্ত গুণগণ একাত্মতারূপে পর্য্যবসান প্রাপ্ত হইয়াছে। জড়জগতে প্রীতির প্রাদুর্ভাব না থাকায় ঐ সকল গুণগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া প্রতীয়মান হয় ॥ ২৬ ॥ সেই বৈকুণ্ঠ-ধামের বহিঃপ্রকোষ্ঠে রজোতীতা বিরজা নদী ও অন্তঃ-

চিদ্দ্রবাত্মা সদা তত্র কালিন্দী বিরজা নদী।
চিদাধারস্বরূপা সা ভূমিস্তত্র বিরাজতে ॥ ২৭ ॥
লতা-কুঞ্জ-গৃহ দ্বার-প্রাসাদ-তোরণানি চ।
সর্ব্বাণি চিদ্বিশিষ্টানি বৈকুণ্ঠে দোষবর্জ্জিতে ॥ ২৮ ॥
চিচ্ছক্তিনির্ম্মিতং সর্ব্বং যদ্বৈকুণ্ঠে সনাতনম্।
প্রতিভাতং প্রপঞ্চেঽস্মিন্ জড়রূপমলান্বিতম্ ॥ ২৯ ॥

প্রকোষ্ঠে চিদ্দ্রবস্বরূপা কালিন্দীনদী সদাকাল বর্ত্তমান আছেন। সমস্ত শুদ্ধ চিৎস্বরূপগণের আধার কোন অনির্ব্বচনীয় ভূমি বিরাজমান আছে ॥ ২৭ ॥ তথাকার সমস্ত লতাকুঞ্জ, গৃহদ্বার, প্রাসাদ ও তোরণ প্রভৃতি সকলই চিদ্বিশিষ্ট ও দোষবর্জ্জিত। বর্ণিত বস্তুসকলকে দেশ ও কালের জড়ভাব কখনই দূষিত করিতে পারে না ॥ ২৮ ॥ কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যাঁহারা এইরূপ বৈকুণ্ঠের ভাব প্রথমে বর্ণন করেন, তাঁহারা জড়ভাব-সকলকে চিত্তত্ত্বে আরোপ করিয়া পরে কুসংস্কার দ্বারা তাহাতে মুগ্ধ হন। পরে ঐ সকল সংস্কারকে কুটযুক্তিদ্বারা উক্ত প্রকারে স্থাপন করিয়াছেন। বাস্তবিক বৈকুণ্ঠ ও ভগবদ্বিলাস-বর্ণন সমস্তই প্রাকৃত। এইরূপ সিদ্ধান্ত কেবল তত্ত্বজ্ঞানাভাব-বশতই হয়। যাঁহারা গাঢ়রূপে চিত্ততত্ত্বের আলোচনা করেন নাই, তাঁহারা কাজে কাজেই এরূপ তর্ক করিবেন, কেননা মধ্যমাধিকারীরা তত্ত্বের পার না পাওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই সংশয়াক্রান্ত হইয়া সংসৃতি ও পরমার্থের মধ্যে দোদুল্যমানচিত্ত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ যে সকল বিচিত্রতা জগজ্জগতে পরিদৃশ্য হয়, সে সকল চিজ্জগতের প্রতিফলন মাত্র। চিজ্জগৎ ও জড়জগতে বিভিন্নতা এই যে, চিজ্জগতে সমস্তই আনন্দময় ও নির্দ্দোষ এবং জড়জগতে সমস্তই ক্ষণিক সুখ-দুঃখময় ও দেশকালনির্ম্মিত হেয়ত্বে পরিপূর্ণ। অতএব চিজ্জগৎ সম্বন্ধে বর্ণনসকল জড়ের অনুকৃতি নয়, কিন্তু ইহার অতি বাঞ্ছনীয়

সম্ভাবেঽপি বিশেষস্য সর্ব্বং তন্নিত্যধামনি।
অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ-স্বরূপং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৩০ ॥
জীবানাং সিদ্ধসত্ত্বানাং নিত্যসিদ্ধিমতামপি।
এতন্নিত্যসুখং শশ্বৎ কৃষ্ণদাস্যে নিয়োজিতম্ ॥ ৩১ ॥
বাক্যানাং জড়জন্যত্বান্ন শক্তা মে সরস্বতী।
বর্ণনে বিমলানন্দবিলাসস্য চিদাত্মনঃ ॥ ৩২ ॥
তথাপি সারজুট বৃত্ত্যা সমাধিমবলম্ব্য বৈ।
বর্ণিতা ভগবদ্বার্ত্তা ময়া, বোধ্যা সমাধিনা ॥ ৩৩ ॥

আদর্শ ॥ ২৯ ॥ বিশেষ ধর্ম্মকর্ত্তৃক নিত্যধামের যে বৈচিত্র্য স্থাপন হইয়াছে, তাহা নিত্য হইলেও সমস্ত বৈকুণ্ঠ-তত্ত্বটী অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ, যেহেতু তাহা প্রকৃতির পর তত্ত্ব অর্থাৎ দেশ-কাল-ভাবদ্বারা প্রাকৃত তত্ত্বসকল খণ্ড খণ্ড হইয়াছে, পরতত্ত্বে সেরূপ সদোষ খণ্ডভাব নাই ॥ ॥ ৩০ ॥ নিত্যসিদ্ধ ও সিদ্ধীভূত জীবদিগের সম্বন্ধে নিত্য শ্রীকৃষ্ণদাস্যই নিত্য সুখ। ॥ ৩১ ॥ চিদাত্মার বিমলানন্দবিলাস বর্ণনে আমার সরস্বতী অশক্তা, যেহেতু যে বাক্য-সকলদ্বারা আমি তাহা বর্ণন করিব ঐ সকল বাক্য জড় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ॥ ৩২ ॥ যদিও বাক্যদ্বারা স্পষ্ট বর্ণন করিতে অশক্ত হইয়াছি, তথাপি সারজুট্ বৃত্তিদ্বারা সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবদ্বার্ত্তা যথাসাধ্য বর্ণন করিলাম। বাক্যসকলে সামান্য অর্থ করিতে গেলে বর্ণিত বিষয় উত্তমরূপে উপলব্ধ হইবে না ; এতদ্ধেতুক প্রার্থনা করি যে, পাঠকবৃন্দ সমাধি অবলম্বন-পূর্ব্বক এতৎতত্ত্বের উপলব্ধি করিবেন। অরুন্ধতী-সন্দর্শন প্রায় স্থূলবাক্য হইতে তৎসন্নিকর্ষ সূক্ষ্ম তত্ত্বের সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। যুক্তি প্রবৃত্তি ইহাতে অক্ষম, যেহেতু অপ্রাকৃত বিষয়ে তাহার গতি নাই, কিন্তু আত্মার সাক্ষাদ্দর্শন-রূপ আর একটী সূক্ষ্মবৃত্তি সহজসমাধি-নামে লক্ষিত হয়, সেই বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক যেমত আমি বর্ণন করিলাম, পাঠকবৃন্দও তাহা অবলম্বন-

যস্যেহ বর্ত্ততে প্রীতিঃ কৃষ্ণে ব্রজবিলাসিনী।
তস্যৈবাত্মসমাধৌ তু বৈকুণ্ঠো লক্ষ্যতে স্বতঃ॥ ৩৪॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতায়াং বৈকুণ্ঠবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

পূর্ব্বক সেইরূপ তত্ত্বোপলব্ধি করিবেন॥ ৩৩॥ কিন্তু যে সকল উত্তমাধিকারিগণের ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি উদয় হইয়াছে, তাঁহারাই স্বভাবতঃ আত্মসমাধিতে বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন। কোমলশ্রদ্ধ বা মধ্যমাধিকারীদিগের ইহাতে সামর্থ্য হয় নাই। যেহেতু শাস্ত্র বা যুক্তিদ্বারা এতত্তত্ত্ব গম্য হয় না। কোমলশ্রদ্ধেরা শাস্ত্রকে একমাত্র প্রমাণ জানেন এবং ব্রহ্মচিন্তকাদি যুক্তিবাদীরা যুক্তির সীমা পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধগামী হইতে অশক্ত॥ ৩৪॥

শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতায় বৈকুণ্ঠবর্ণন-নাম প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

এতদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হউন।

—o—

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

—–০–—

(ভগবচ্ছক্তিবর্ণনম্)

—–০–—

অত্রৈব তত্ত্ববিজ্ঞানং জ্ঞাতব্যং সততং বুধৈঃ।
শক্তিশক্তিমতো ভেদো নাস্ত্যেব পরমাত্মনি ॥ ১ ॥
তথাপি শ্রূয়তেঽস্মাভিঃ পরা শক্তিঃ পরাত্মনঃ।
অচিন্ত্যভাবসম্পন্না শক্তিমন্তং প্রকাশয়েৎ ॥ ২ ॥
সা শক্তিঃ সন্ধিনী ভূত্বা সত্তাজাতং বিতন্যতে।
পীঠসত্তা-স্বরূপা সা বৈকুণ্ঠরূপিণী সতী ॥ ৩ ॥

পণ্ডিতগণের জ্ঞাতব্য বৈকুণ্ঠতত্ত্বের বিজ্ঞান সম্প্রতি বিচারিত হইবে। আদৌ জ্ঞাতব্য এই যে, শক্তি ও শক্তিমানের সত্তা-ভেদ নাই। পরব্রহ্মকে শক্তিহীন বলিলে কিছুই সিদ্ধ হয় না, অতএব শক্তিতত্ত্বকে স্বীকার করা সারগ্রাহীদিগের কর্ত্তব্য। শক্তিমান্ ব্রহ্ম হইতে শক্তি কখনই ভিন্নতত্ত্ব নহেন। জড়জগতে যদিও পরমার্থসম্বন্ধে সম্যক উদাহরণ পাওয়া যায় না, তথাপি আদর্শানুকরণ-সম্বন্ধ বশতঃ কোন কোন স্থলে উদাহরণ পাওয়া যায়। অগ্নি ও দাহিকা শক্তি ভিন্ন-ভিন্ন-রূপে অবস্থান করিতে পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন হইয়া বর্ত্তমান থাকে না ॥ ১ ॥ সমাধিকৃৎ পুরুষদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, পরব্রহ্মের অচিন্ত্যভাবসম্পন্না পরা শক্তিই শক্তিমান্ পরব্রহ্মকে প্রকাশ করেন। যদি অগ্নি হইতে অগ্নির দাহিকা শক্তিকে ভিন্ন করিয়া সৃজন করা হইত, তাহা হইলে শক্ত্যভাবে অগ্নির সত্তা প্রকাশ পাইত না। তদ্রূপ ব্রহ্মশক্তি সুপ্ত হইলে ব্রহ্ম প্রকাশ হয় না ॥ ২ ॥ ব্রহ্মের পরা শক্তির তিনটী ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ সন্ধিনী, সম্বিত ও হলাদিনী। পরব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ যে সচ্চিদানন্দ, তাহাই সৎ (সন্ধিনী), চিৎ (সম্বিত)

কৃষ্ণাদ্যাখ্যাভিধা-সত্তা রূপ-সত্তা কলেবরম্।
রাধাদ্যাসঙ্গিনী সত্তা সর্ব্বসত্তা তু সন্ধিনী ॥ ৪ ॥
সন্ধিনীশক্তিসম্ভূতাঃ সম্বন্ধা বিবিধা মতাঃ।
সর্ব্বাধারস্বরূপেয়ং সর্ব্বাকারা সদংশকা ॥ ৫ ॥
সম্বিদ্ভূতা পরা শক্তির্জ্ঞান-বিজ্ঞান-রূপিণী।
সন্ধিনীনির্ম্মিতে সত্ত্বে ভাবসংযোজিনী সতী ॥ ৬ ॥
ভাবাভাবে চ সত্তায়াং ন কিঞ্চিদপি লক্ষ্যতে।
তস্মাত্তু সর্ব্বভাবানাং সম্বিদেব প্রকাশিনী ॥ ৭ ॥

আনন্দ (হলাদিনী)—এই তিনটী ভাবসংযুক্ত। প্রথমে পরব্রহ্ম ছিলেন, পরে স্বশক্তি প্রকাশদ্বারা সচ্চিদানন্দ হইলেন, এরূপ কালগত ভাব পরতত্ত্বে কখনই অর্পণ করা উচিত নয়। সচিদানন্দ-স্বরূপই অনাদি, অনন্ত ও নিত্য বলিয়া সারগ্রাহীদিগের বোধ্য। সন্ধিনী হইতে সমস্ত সত্তাজাত উদয় হইয়াছে। পীঠসত্তা, অভিধাসত্তা, রূপসত্তা, সঙ্গিনীসত্তা, সম্বন্ধসত্তা, আধারসত্তা ও আকার প্রভৃতি সমস্ত সত্তাই সন্ধিনী-সম্ভূতা। সেই পরা শক্তির তিন প্রকার প্রভাব অর্থাৎ চিৎপ্রভাব, জীবপ্রভাব ও অচিৎপ্রভাব। চিৎপ্রভাবটী স্বগত এবং জীব ও অচিৎ-প্রভাবদ্বয় বিভিন্নতত্ত্ব-গত। শক্তির প্রভাব-অনুসারে ভাব-সকলের ভিন্ন ভিন্ন বিচার করা যাইতেছে। চিৎপ্রভাবগত পরা শক্তির সন্ধিনী ভাগবত পীঠসত্তাই বৈকুণ্ঠ ॥ ৩ ॥ তাহার অভিধাসত্তা হইতে কৃষ্ণাদি নাম, রূপসত্তা কৃষ্ণ-কলেবর, সঙ্গিনী ও রূপসত্তার মিশ্রভাব হইতে রাধাদি প্রেয়সী ॥ ৪ ॥ সন্ধিনীশক্তি হইতে সমস্ত সম্বন্ধভাবের উদয় হয়; স্বদংশস্বরূপা সন্ধিনীই সর্ব্বাধার ত সর্ব্বাকার-স্বরূপা ॥ ৫ ॥ সম্বিদ্‌ভাবগতা পরা শক্তিই জ্ঞান ও বিজ্ঞানরূপিণী। তদ্দ্বারা সন্ধিনীনির্ম্মিত সত্ত্বসকলে সমস্ত ভাবের প্রকাশ হয় ॥ ৬ ॥ ভাব সকল না থাকিলে সত্তার অবস্থান জানা যাইত না,

সন্ধিনী-কৃত-সত্ত্বেষু সম্বন্ধভাবযোজিকা।
সম্বিদ্রূপা মহাদেবী কার্য্যাকার্য্য বিধায়িনী ॥ ৮ ॥
বিশেষাভাবতঃ সম্বিদ্ ব্রহ্মজ্ঞানং প্রকাশয়েৎ।
বিশেষসংযুতা সা তু ভগবদ্ভক্তিদায়িনী ॥ ৯ ॥
হলাদিনীনামসংপ্রাপ্তা সৈব শক্তিঃ পরাখ্যিকা।
মহাভাবাদিষু স্থিত্বা পরমানন্দদায়িনী ॥ ১০ ॥
সর্ব্বোর্দ্ধভাবসম্পন্না কৃষ্ণার্দ্ধরূপধারিণী।
রাধিকা সত্ত্বরূপেণ কৃষ্ণানন্দময়ী কিল ॥ ১১ ॥
মহাভাবস্বরূপেয়ং রাধাকৃষ্ণবিনোদিনী।
সখ্য অষ্টবিধা ভাবা হলাদিন্যা রসপোষিকাঃ ॥ ১২ ॥

অতএব সম্বিৎ কর্ত্তৃক সমস্ত তত্ত্বই প্রকাশ হয়। চিৎপ্রভাবগত সম্বিৎকর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠস্থ সমস্ত ভাবের উদয় হইয়াছে ॥ ৭ ॥ কার্য্যাকার্য্য-বিধানকর্ত্রী সম্বিদ্দেবীই বৈকুণ্ঠস্থ সকল সম্বন্ধভাব যোজনা করিয়াছেন। শান্ত, দাস্য প্রভৃতি রস ও ঐ সকল রসগত সাত্ত্বিক কার্য্যসমুদয় সম্বিৎকর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥ বিশেষ ধর্ম্মকে আশ্রয় না করিলে সম্বিদ্দেবী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভাবকে উৎপন্ন করেন এবং তৎকালে জীবসম্বিৎ ব্রহ্মজ্ঞান আশ্রয় করে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান কেবল বৈকুণ্ঠের নির্ব্বিশেষ আলোচনা মাত্র। বিশেষ ধর্ম্মের আশ্রয়ে সম্বিদ্দেবী ভগবদ্ভাবকে প্রকাশ করেন, তৎকালে জীবগত সম্বিৎকর্ত্তৃক ভগবদ্ভক্তির ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥ চিৎপ্রভাবগতা পরা শক্তি যখন হলাদিনী-ভাব-সংপ্রাপ্তা হন, তখন মহাভাব পর্য্যন্ত রাগ-বৈচিত্র্য উৎপত্তি করিয়া তিনি পরমানন্দদায়িনী হন ॥ ১০ ॥ সেই হলাদিনী সর্ব্বোর্দ্ধভাবসম্পন্না হইয়া শক্তিমানের শক্তিস্বরূপা তদর্দ্ধরূপিণী রাধিকাসত্তাগত অচিন্ত্য কৃষ্ণানন্দরূপ এক অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের ব্যাপ্তি করেন ॥ ১১ ॥ সেই কৃষ্ণবিনোদিনী রাধা মহাভাবস্বরূপা হয়েন; সেই হলাদিনীর রসপোষকরূপ অষ্টবিধ ভাব আছে,

তত্তদ্ভাবগতা জীবা নিত্যানন্দপরায়ণাঃ।
সর্ব্বদা জীবসত্তায়াং ভাবানাং বিমলা স্থিতিঃ ॥ ১৩ ॥
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিদেকা কৃষ্ণে পরাৎপরে।
যস্য স্বাংশবিলাসেষু নিত্যা স ত্রিতয়াত্মিকা ॥ ১৪ ॥
এতৎসর্ব্বং স্বতঃকৃষ্ণে নির্গুণেঽপি কিলাদ্ভুতম্।
চিচ্ছক্তিরতিসম্ভূতং চিদ্বিভূতিস্বরূপতঃ ॥ ১৫ ॥
জীবশক্তিসমুদ্ভূতো বিলাসোঽন্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
জীবস্য ভিন্নতত্ত্বত্বাৎ বিভিন্নাংশো নিগদ্যতে ॥ ১৬ ॥

তাঁহারাই রাধিকার অষ্টসখী। ॥ ১২ ॥ জীবগতা হ্লাদিনী শক্তি যখন জীবসত্তায় কার্য্য করেন, তখন সাধুসঙ্গ বা কৃষ্ণকৃপাবলে যদি চিদ্গত-হ্লাদিনী-কার্য্য কিয়ৎপরিমাণে অনুভূত হয়, তবে তত্তদ্ভাবগত হইয়া জীবসকল নিত্যানন্দ-পরায়ণ হইয়া উঠে এবং জীবসত্তাতেই বিমল-ভাবের নিত্য স্থিতি ঘটে ॥ ১৩ ॥ পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী অখণ্ড-পরা-শক্তিরূপে বর্ত্তমান আছেন, অর্থাৎ সত্তা, জ্ঞান ও রাগ—ইহারা সুন্দররূপে একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠবিলাসরূপে স্বাংশগত লীলায় সেই শক্তি নিত্যই পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধাত্মিকা আছেন ॥ ১৪ ॥ এবম্প্রকার বিশেষ ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে নিত্য-রূপে আশ্রয় পাইয়াছে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভূতরূপে নির্গুণ, যেহেতু এ সমস্তই তাঁহার চিচ্ছক্তি-রতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং চিদ্বিভূতিস্বরূপ ॥ ১৫ ॥ চিৎপ্রভাবগতা পরা শক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী ভাবসকলের বিচার সমাপ্ত করিয়া এক্ষণে জীবপ্রভাবগতা পরা শক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী ভাবসকলের ব্যাখ্যা করিতেছেন। ভগবৎ-স্বেচ্ছাক্রমে অচিন্ত্যা পরা শক্তিকর্ত্তৃক চিৎকণ-স্বরূপ জীবসকল সৃষ্ট হয়। জীবকে স্বাতন্ত্র্য দানপূর্ব্বক তাহাকে ভিন্নতত্ত্বরূপে অবস্থান করায় জীবসত্তায়

পরমাণুসমা জীবাঃ কৃষ্ণার্ক-কর-বর্ত্তিনঃ।
তত্তেষু কৃষ্ণধর্ম্মাণাং সদ্ভাবো বর্ত্ততে স্বতঃ ॥ ১৭ ॥
সমুদ্রস্য যথা বিন্দুঃ পৃথিব্যা রেণবো যথা।
তথা ভগবতো জীবে গুণানাং বর্ত্তমানতা ॥ ১৮ ॥
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ কৃষ্ণে পূর্ণতমা মতা।
জীবে ত্বণুস্বরূপেণ দ্রষ্টব্যা সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ ॥ ১৯ ॥
স্বাতন্ত্র্যে বর্ত্তমানেঽপি জীবানাং ভদ্রকাঙ্ক্ষিণাম্।
শক্তয়োঽনুগতাঃ শশ্বৎ কৃষ্ণেচ্ছায়াঃ স্বভাবতঃ ॥ ২০ ॥
যে তু ভোগরতা মূঢ়াস্তে স্বশক্তিপরায়ণাঃ।
ভ্রমন্তি কর্ম্মমার্গেষু প্রপঞ্চে দুর্নিবারিতে ॥ ২১ ॥

ভগবদ্বিলাসকে চিদ্বিলাস হইতে ভিন্ন কহা যায় ॥ ১৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণ চিৎসূর্য্যস্বরূপ এবং ঐ অতুল্য সূর্য্যের কিরণ পরমাণুস্বরূপ জীবনিচয় লক্ষিত হয়। অতএব স্বভাবতই কৃষ্ণধর্ম্মসকল জীবে উপলক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ ভগবদ্‌গুণ-সকলের সমুদ্র ও পৃথিবীর সহিত কষ্টে তুলনা হয়, ঐ তুলনা অবলম্বন করিয়া বিচার করিতে গেলে জীবগত গুণসকল বিন্দু ও রেণুর সদৃশ হইয়া উঠে ॥ ১৮ ॥ হলাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণতমা কিন্তু জীবেও উহারা অণুরূপে বর্ত্তমান আছে, ইহা সূক্ষ্মবুদ্ধি ব্যক্তিরা দেখিতে পান ॥ ১৯ ॥ জীবমাত্রেরই ভগবদ্দত্ত স্বাতন্ত্র্য আছে, তথাপি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবগণের শক্তি স্বভাবতঃ কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত থাকে ॥ ২০ ॥ যাঁহারা হিতাহিত-বোধে অসমর্থ হইয়া স্বয়ং ভোগ-রত হন, তাঁহারা চিচ্ছক্তির অনুগত না হইয়া স্বগত জীব-শক্তির বলে বিচরণ করেন। যে প্রপঞ্চ একবার আশ্রয় করিলে সহজে উদ্ধার পাওয়া কঠিন, তাহাতে বর্ত্তমান হইয়া কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করেন ॥ ২১ ॥ যে জীবসকল কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে ভগবান্ লীলাপূর্ব্বক

তত্রৈব কর্ম্মমার্গেষু ভ্রমৎস্থ জন্তুষু প্রভুঃ।
পরমাত্মস্বরূপেণ বর্ত্ততে লীলয়া স্বয়ং ॥ ২২ ॥
এষা জীবেশয়োর্লীলা মায়য়া বর্ত্ততেঽধুনা।
একঃ কর্ম্মফলং ভুঙ্‌ক্তে চাপরঃ ফলদায়কঃ ॥ ২৩ ॥
জীবশক্তি-গতা সা তু সন্ধিনী সত্ত্বরূপিণী।
স্বর্গাদি-লোকমারভ্য পারক্যং সৃজতি স্বয়ম্ ॥ ২৪ ॥
কর্ম্ম কর্ম্মফলং দুঃখং সুখং বা তত্র বর্ত্ততে।
পাপপুণ্যাদিকং সর্ব্বমাশাপাশাদিকং হি যৎ ॥ ২৫ ॥
জীবশক্তি-গতা সম্বিদীশজ্ঞানং প্রকাশয়েৎ।
জ্ঞানেন যেন জীবানামাত্মন্যাত্মা হি লক্ষ্যতে ॥ ২৬ ॥

পরমাত্মরূপে বর্ত্তমান থাকেন ॥ ২২ ॥ সম্প্রতি বদ্ধজীবে, জীব ও ঈশ্বরের লীলা মায়িকরূপে প্রতীয়মান হয়। জীব কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন এবং পরমাত্মা কর্ম্মফল প্রদান করিতেছেন ॥ ২৩ ॥ জীবপ্রভাবগত পরা শক্তি সন্ধিনী ভাব প্রাপ্ত হইয়া যখন সত্ত্বরূপিণী হন, তখন স্বর্গাদি সমস্ত পরলোক সৃজন করেন ॥ ২৪ ॥ কর্ম্ম, কর্ম্মফল, দুঃখ, সুখ, পাপ, পুণ্য ও সমস্ত আশাপাশ সেই সন্ধিনী নির্ম্মাণ করেন। লিঙ্গ শরীরের পারক্যধর্ম্ম তদ্দ্বারাই সৃষ্ট হয়। স্বর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক ও ব্রহ্মলোক, এই সমস্ত লোকই জীবগত-সন্ধিনীনির্ম্মিত। অপি চ নীচভাবাপন্ন নরকাদিও ঐ সন্ধিনী-নির্ম্মিত বলিয়া বুঝিতে হইবে ॥ ২৫ ॥ জীব-প্রভাবগতা পরা শক্তি সম্বিদ্ভাব-প্রাপ্ত হইয়া ঈশজ্ঞানকে প্রকাশ করেন। যে জ্ঞানের দ্বারা জীবাত্মায় পরমাত্মা লক্ষিত হন। চিৎপ্রভাবগতা পরা শক্তি সম্বিদ্রূপা হইয়া নির্ব্বিশেষাবস্থায় যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ করেন তাহা হইতে ঈশজ্ঞান ক্ষুদ্র ও ভিন্ন ॥ ২৬ ॥ জীবগত সম্বিৎ হইতে জীবগণের মায়া-তাচ্ছিল্যরূপ বৈরাগ্যের উদয় হয়। জীব কখন কখন আত্মানন্দকে ক্ষুদ্র বোধ করিয়া পরমাত্মানন্দকে অপেক্ষা-কৃত বৃহজ্‌জ্ঞানে

বৈরাগ্যমপি জীবানাং সম্বিদা সম্প্রবর্ত্ততে।
কদাচিল্লয়বাঞ্ছা তু প্রবলা ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ২৭ ॥
জীবে যাহ্লাদিনী শক্তিরীশভক্তিস্বরূপিণী।
মায়া নিষেধিকা সা তু নিরাকারপরায়ণা ॥ ২৮ ॥
চিচ্ছক্তিরতিভিন্নত্বাদীশভক্তিঃ কদাচন।
ন প্রীতিরূপমাপ্নোতি সদা শুষ্কা স্বভাবতঃ ॥ ২৯ ॥
কৃতজ্ঞতা-ভাবযুক্তা প্রর্থনা বর্ত্ততে হরৌ।
সংসৃতেঃ পুষ্টিবাঞ্ছা বা বৈরাগ্যভাবনাযুতা ॥ ৩০ ॥
কদাচিৎ ভাববাহুল্যাদশ্রু বা বর্ত্ততে দৃশোঃ।
তথাপি ন ভবেদ্ভাবঃ শ্রীকৃষ্ণে চিদ্বিলাসিনি ॥ ৩১ ॥

তাহাতে আত্মলয় বাঞ্ছা করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥ জীবপ্রভাবগতা পরা শক্তি হলাদিনী-ভাব প্রাপ্ত হইয়া ঈশভক্তি প্রকাশ করেন। ঐ ভক্তি ঈশ্বরের মায়িক ভাব নিষেধ করত ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া স্থাপন করে ॥ ২৮ ॥ চিচ্ছক্তির রতি হইতে ঈশভক্তি ভিন্ন, অতএব ঈশভক্তি স্বভাবতঃ শুষ্ক অর্থাৎ রসহীন, ইহা প্রীতিরূপা নহে ॥ ২৯ ॥ ঈশভক্তেরা ঈশ্বরের প্রতি যে প্রার্থনা করেন, তাহা কৃতজ্ঞতাযুক্ত, অতএব অহৈতুকী ভক্তিনিঃসৃতা নয়; সময়ে সময়ে সংসারের উন্নতির আশায় পরিপূর্ণ। কখন কখন উহাতে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য লক্ষিত হয় ॥ ৩০ ॥ কদাচিৎ তাঁহাদের ঈশভক্তির আলোচনা করিতে করিতে ভাববাহুল্যক্রমে অশ্রুপাত হয়; তথাপি চিদ্বিলাসী শ্রীকৃষ্ণে ভাবোদ্গম হয় না ॥ ৩১ ॥ তবে কি সমস্ত বদ্ধ জীবের হৃদয়ে উক্ত ঈশভক্তি ব্যতীত আর উচ্চভাব নাই? অবশ্য আছে, বিভিন্নাংশগত-শ্রীকৃষ্ণলীলা যেমন বৈকুণ্ঠে সিদ্ধজীবদিগের সহিত নিত্যরূপে বর্ত্তমান, তদ্রূপ বদ্ধজীবসম্বন্ধেও শ্রীকৃষ্ণলীলা অবশ্য বিদ্যমান আছে ॥ ৩২ ॥ যাঁহারা জীবশক্তিগতা হ্লাদিনীর ক্ষুদ্রানন্দকে

**বিভিন্নাংশগতা লীলা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
জীবানাং বদ্ধভূতানাং সম্বন্ধে বিদ্যতে কিল ॥ ৩২ ॥
চিদ্বিলাসরতা যে তু চিচ্ছক্তিপালিতাঃ সদা ।
তেষামাত্মযোগেন ব্রহ্মজ্ঞানেন বা ফলম্ ॥ ৩৩ ॥
মায়া তু জড়যোনিত্বাৎ চিদ্ধর্ম্মপরিবর্ত্তিনী ।
আবরণাত্মিকা শক্তিরীশস্য পরিচারিকা ॥ ৩৪ ॥
চিচ্ছক্তেঃ প্রতিবিম্বত্বান্মায়য়া ভিন্নতা কুতঃ ।
প্রতিচ্ছায়া ভবেদ্ভিন্না বস্তুনো ন কদাচন ॥ ৩৫ ॥**

যথেষ্ট মনে না করিয়া এবং নির্ব্বিশেষাবির্ভাব ব্রহ্মকে অসম্পূর্ণ জানিয়া চিৎ-প্রভাবগতা পরা শক্তির সহিত কৃষ্ণলীলাকে উপাদেয় বোধ করেন এবং তাহাতে রত হন, তাঁহারাই উচ্চানন্দের অধিকারী এবং চিচ্ছক্তিপালিত ভগবদ্দাস ;—আত্মযোগ বা ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁহাদের কিছু ফল নাই। এস্থলে আত্মযোগশব্দে জীবশক্তিগত ঈশভক্তিকেই বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞানশব্দে এই অধ্যায়ের নবম শ্লোকোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান বুঝায়। অতএব আত্মযোগী ও ব্রহ্মজ্ঞানিসকল সৌভাগ্য উদয় হইলে চিদ্বিলাসরত হন ॥ ৩৩ ॥ জীবশক্তির বিচার সমাপ্ত করিয়া এক্ষণে মায়াশক্তির বিচার করিতেছেন। মায়াগত সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী ভাব-নিচয়ের ব্যাখ্যা হইতেছে। মায়াপ্রভাবগতা পরা শক্তি হইতেই সমস্ত জড়ের উৎপত্তি, অতএব মায়াই চিদ্ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনকারিণী, উহা আবরণাত্মিকা অর্থাৎ মোহজননী এবং জীবশক্তিগত পরমাত্মার পরিচারিকা ॥ ৩৪ ॥ মায়াধর্ম্ম বিচার করিলে দেখা যায় যে, সৃষ্টির মধ্যে উহাই অধমতত্ত্ব, যেহেতু জীবসম্বন্ধে সমস্ত অমঙ্গলই মায়াজনিত। মায়া না থাকিলে জীবের ভগবদ্বিমুখতারূপ অধঃপতন ঘটিত না। অতএব অনেকের মনেই এরূপ সংশয় উদয় হয় যে, মায়া পারমেশ্বরী শক্তি নয় ; যেহেতু পরমেশ্বর সর্ব্বমঙ্গলময় ও অপাপবিদ্ধ, কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকে সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়া জানেন, তাঁহারা অন্য

তস্মান্মায়াকৃতে বিশ্বে যদ্ যদ্ভাতি বিশেষতঃ।
তত্তদেব প্রতিচ্ছায়া চিচ্ছক্তের্জলচন্দ্রবৎ ॥ ৩৬ ॥
মায়য়া বিম্বিতং সর্ব্বং প্রপঞ্চঃ শব্দ্যতে বুধৈঃ।
জীবস্য বন্ধনে শক্তমীশস্য লীলয়া সদা ॥ ৩৭ ॥
বস্তুনঃ শুদ্ধভাবত্বং ছায়ায়াং বর্ত্ততে কুতঃ।
তস্মান্মায়াকৃতে বিশ্বে হেয়ত্বং পরিদৃশ্যতে ॥ ৩৮ ॥

কোন ঈশ্বরবিরোধী তত্ত্ব স্বীকার করেন না, অতএব তাঁহারা ভগবচ্ছক্তির মায়াপ্রভাব বলিয়া ঐ তত্ত্বকে বিশ্বাস করেন। চিচ্ছক্তির প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়া-রূপ মায়া চিচ্ছক্তি হইতে স্বাধীন নহে। ভগবৎস্বেচ্ছাক্রমে বিপরীতধর্ম্মপ্রায় মায়া চিচ্ছক্তির নিতান্ত অনুগতা ; এস্থলে বিম্ব, প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়া ইত্যাদি শব্দপ্রয়োগদ্বারা পুরাতন বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপ-মতবাদীর অর্থগ্রহণ করা উচিত নয় ॥ ৩৫ ॥ মায়ার সত্তা বিচার করিলে স্থির করা যায় যে, পরা শক্তির চিৎ-প্রভাবগত-বিশেষ-নির্ম্মিত বৈকুণ্ঠের প্রতিচ্ছায়ারূপ এই বিশ্ব। জল-চন্দ্রের উদাহরণ প্রতিচ্ছায়াসম্বন্ধে প্রযোজ্য, কিন্তু জলস্থ চন্দ্র যেমন মিথ্যা, বিশ্ব সেরূপ মিথ্যা নয়। মায়া যেরূপ পরা শক্তির প্রভাবরূপ সত্য, তদ্রচিত বিশ্বও তদ্রূপ সত্য ॥ ৩৬ ॥ পরিচারিকার কার্য্য দেখাইয়া কহিতেছেন যে, মায়াপ্রসূত জগৎকে পণ্ডিতেরা প্রপঞ্চ বলেন। ঈশলীলা-ক্রমে জীবকে বন্ধন করিতে প্রপঞ্চ সমর্থ (এই অধ্যায়ের ২২।২৩ শ্লোক দৃষ্টি করুন)॥ ৩৭ ॥ কিন্তু বস্তুর ছায়াতে যেমত বস্তুর শুদ্ধভাব প্রকাশ হয় না, তদ্রূপ মায়াকৃত বিশ্বে চিত্তত্ত্বের উপাদেয়ত্ব পরিদৃশ্য হয় না, বরং তদ্বিপরীত ধর্ম্মরূপ হেয়ত্ব দেখা যায় ॥ ৩৮ ॥ মায়া-প্রভাবগতা পরা শক্তি সন্ধিনীভাব প্রাপ্ত হইয়া দেশবুদ্ধিকে বিস্তার করেন। সেই দেশবুদ্ধি জড়ভাবাপন্না প্রপঞ্চবর্ত্তিনী। তাহার প্রকাশ্য-ধর্ম্ম আকৃতি ও বিস্তৃতি। চিন্তা-পূর্ব্বক যদি বৈকুণ্ঠনির্ণয় করা যাইত,

সা মায়া সন্ধিনী ভূত্বা দেশবুদ্ধিং তনোতি হি।
আকৃতৌ বিস্তৃতৌ ব্যাপ্তা প্রপঞ্চে বর্ত্ততে জড়া ॥ ৩৯ ॥
জীবানাং মর্ত্ত্যদেহাদৌ সর্ব্বাণি করণানি চ।
তিষ্ঠন্তি পরিমেয়াণি ভৌতিকানি ভবায় হি ॥ ৪০ ॥
সম্বিদ্রূপা মহামায়া লিঙ্গরূপবিধায়িনী।
অহঙ্কারাত্মকং চিত্তং বদ্ধজীবে তনোত্যহো ॥ ৪১ ॥

তাহা হইলে মায়িক দেশবুদ্ধিগত আকৃতি বিস্তৃতি তাহাতে আরোপিত হইত, কিন্তু সর্ব্ব-যুক্তির অতীত সমাধিযোগে বৈকুণ্ঠতত্ত্বের উপলব্ধি হওয়ায় মায়াগত দেশ কাল তাহাতে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। বস্তুতঃ চিদ্বিলাসধামরূপ বৈকুণ্ঠে যে সমস্ত আকৃতি বিস্তৃতি দেখা যায়, সে সমস্ত চিদ্গত মঙ্গলময়, তাহারই প্রতিফলনরূপ জড়জগতের আকৃতি বিস্তৃতি সর্ব্বদা নিরানন্দময় বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৩৯ ॥ জীবের মর্ত্ত্যদেহ ও করণসকল ভৌতিক ও পরিমেয় এবং কর্ম্মভোগের আয়তনস্বরূপ ও কার্য্যকরণোপযোগী, এই সমস্তই মায়াগত-সন্ধিনী-নির্ম্মিত। জীববিচারে জীবের অণুত্ব, পরমাণুত্ব ও পরমেশ্বরের বৃহত্ত্ব, এরূপ অনেক শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে; তদ্দ্বারা মায়াগত-দেশবুদ্ধি তাহাতে আরোপ করিলে তত্ত্বজ্ঞান হইবে না। ॥ ৪০ ॥ সম্বিদ্ভাব-প্রাপ্ত-মায়া-প্রভাবগতা পরা শক্তি বদ্ধজীবে অহঙ্কারবুদ্ধিরূপ লিঙ্গশরীর বিধান করেন। শুদ্ধজীবের স্বরূপটী স্থূল ও লিঙ্গ শরীরের অতীত তত্ত্ব, মায়াগত সম্বিৎকে অবিদ্যা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা জীবের স্থূল ও লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হইয়াছে। শুদ্ধজীব যৎকালে বৈকুণ্ঠগত থাকেন, তখন অহঙ্কাররূপ অবিদ্যার প্রথম গ্রন্থি তাঁহাতে সংলগ্ন হয় না। চিদ্বিলাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ জীবের স্থৈর্য্য সিদ্ধ হয় না, এজন্য যে সময়ে ভগবদ্দত্ত স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া জীবসকল আত্মানন্দে অবস্থিত হন, তখন স্বীয় ক্ষীণতাবশতঃ নিরাশ্রয় হইয়া অগত্যা মায়াকে অবলম্বন করেন। এবিধায় শুদ্ধজীবের বৈকুণ্ঠ ব্যতীত

সা শক্তিশ্চেতসো বুদ্ধিরিন্দ্রিয়ে বোধরূপিণী।
মনস্যেব স্মৃতিঃ শশ্বৎ বিষয়জ্ঞানদায়িনী ॥ ৪২ ॥
বিষয়জ্ঞানমেবস্যান্মায়িকং নাত্মধর্ম্মকং।
প্রকৃতের্গুণসংযুক্তং প্রাকৃতং কথ্যতে জনৈঃ ॥ ৪৩ ॥

আর অবস্থান নাই। বৈকুণ্ঠগত-জীব প্রভাবগত শক্তিকার্য্য সূর্য্যের নিকট খদ্যোত আলোকের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র হওয়ায় তাহার আলোচনা থাকে না। বৈকুণ্ঠত্যাগমাত্রেই এই লিঙ্গশরীরাশ্রয় ও মায়ানির্ম্মিত বিশ্বধাম-প্রাপ্তি সহজেই ঘটিয়া উঠে, অতএব জীবপ্রভাবগতা সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হলাদিনী যাহা যাহা প্রকাশ করে, সে সকলই বৈকুণ্ঠাশ্রয়-পরিত্যাগ হইলেই মায়ামিশ্রিত হইয়া যায়। মায়িকসত্তাকে নিজসত্তা বিবেচনা করার নাম অহংকার, তাহাতে অভিনিবেশের নাম চিত্ত, তদ্দ্বারা মায়িক বিষয়ের অনুশীলনের নাম মন, এবং তদনুশীলন দ্বারা উপলব্ধির নাম বিষয়জ্ঞান। মন ইন্দ্রিয়ারূঢ় হইয়া তৎসংযোগে ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ হন। ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সংযোগের দ্বারা বিষয়বৃত্তি অন্তরস্থ হইলে স্মৃতিশক্তির দ্বারা ঐ সকল সংরক্ষিত হয়। লাঘব ও গৌরবকরণবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ঐ সকল সংরক্ষিত বিষয়ের অনুশীলন পূর্ব্বক তাহা হইতে অনুমান করার নাম যুক্তি, যুক্তির দ্বারা বিষয় ও বিষয়ান্বিত জ্ঞানের সংপ্রাপ্তি ॥ ৪১ ॥ সেই মায়াগত সম্বিৎ চিত্তের বুদ্ধিভাব, ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি ও মনের স্মৃতিশক্তি রচনাপূর্ব্বক পূর্ব্বলিখিতমত বিষয়জ্ঞান উৎপন্ন করেন॥৪২॥ বিষয়জ্ঞানটি সম্পূর্ণ মায়িক,—আত্মধর্ম্মবিশিষ্ট নয়। প্রকৃতির গুণসংযুক্ত থাকায় তাহাকে প্রাকৃতজ্ঞান বলে ॥ ৪৩ ॥ মায়াগত হলাদিনী ভাবই বিষয়-রাগরূপে প্রতীয়মান হয়। ঐ রাগ কর্ম্মানন্দস্বরূপ হইয়া ভুক্তিভাবকে বিস্তার করে। বিষয়রাগ হইতেই সংসারের প্রতি আসক্তি এবং সংসারের উন্নতি চেষ্টা ও ভোগবাঞ্ছা স্বভাবতঃ উদিত হয়। সংসারযাত্রা উত্তমরূপে নির্ব্বাহের জন্য সংসারীদিগের স্বভাবানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ররূপ

সা মায়া হ্লাদিনী প্রীতির্বিষয়েষু ভবেৎ কিল।
কর্ম্মানন্দস্বরূপা সা ভুক্তিভাবপ্রদায়িনী ॥ ৪৪ ॥
যজ্ঞেশভজনং শশ্বত্তৎপ্রীতিকারকং ভবেৎ।
ত্রিবর্গবিষয়ো ধর্ম্মো লক্ষিতস্তত্র কর্ম্মিভিঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়াং ভগবচ্ছক্তিবর্ণনং
নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্ব্বর্ণ এবং অবস্থানুসারে গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসি-রূপ চতুরাশ্রম ব্যবস্থাপিত হয়। কর্ম্মসকলের আবশ্যকতাবিচারে নিত্য ও নৈমিত্তিক উপাধি কল্পিত হয়। জীবসন্ধিনীকৃত পরলোকসকল (২৪-২৫ শ্লোক ও তাহার টীকা দেখুন) ঐ সকল কর্ম্মফলের সহিত সংযোজিত হইয়া কর্ম্মীদিগের আশা ও ভয়ের বিষয় হইয়া পড়ে। এস্থলে বক্তব্য এই যে, জীবপ্রভাবগত সম্বিৎ ও হ্লাদিনী, মায়াগত সম্বিৎ ও হ্লাদিনীকর্ত্তৃক আচ্ছাদিতপ্রায় হইয়াও সময়ে সময়ে বৈরাগ্য ও আত্মজ্ঞানকে উদ্ভাবন করে, কিন্তু চিদ্বিলাসের আবির্ভাব না হওয়ায় তাহারা অবশেষে মায়াকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পড়ে ॥ ৪৪ ॥ পরমাত্মা এস্থলে যজ্ঞেশ্বররূপে প্রতিভাত হন। সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা সংসারিলোক তাঁহার প্রীতিকাম হইয়া তাঁহাকে যজ্ঞদ্বারা ভজনা করেন। এই ধর্ম্মের নাম ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কামরূপ ফলজনক। ইহাতে মোক্ষ অর্থাৎ স্বরূপাবস্থিতির সম্ভাবনা নাই ॥ ৪৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় ভগবচ্ছক্তিবর্ণননামা দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ এতদ্দ্বারা প্রীত হউন।

——○✱○——

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

—* *—

(অবতার-লীলা)

ভগবচ্ছক্তিকার্য্যেষু ত্রিবিধেষু স্বশক্তিমান্ ।
বিলসন্ বর্ত্ততে কৃষ্ণশ্চিজ্জীবমায়িকেষু চ ॥ ১ ॥
চিৎকার্য্যেষু স্বয়ং কৃষ্ণো জীবে তু পরমাত্মকঃ ।
জড়ে যজ্ঞেশ্বরঃ পূজ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদঃ ॥ ২ ॥
সর্ব্বাংশী সর্ব্বরূপী চ সর্ব্বাবতারবীজকঃ ।
কৃষ্ণস্তু ভগবান্ সাক্ষান্ন তস্মাৎ পর এব হি ॥ ৩ ॥

বেদান্ত হইতে অদ্বৈতবাদ ও সাংখ্য হইতে প্রকৃতিবাদ, এই দুইটী তর্ক বহুদিবস হইতে চলিয়া আসিতেছে। অদ্বৈতবাদটী পুনরায় বিবর্ত্তবাদ ও মায়াবাদরূপে দ্বিবিধ হইয়াছে। ঐ সকল মতবাদীরা, কেহ জগৎকে ব্রহ্ম-পরিনাম, কেহ জগৎকে মিথ্যা, কেহ জগৎকে অনাদিপ্রকৃতিপ্রসূত বলিয়া স্থাপন করিবার যত্ন পাইয়াছেন। কিন্তু সারগ্রাহিগণ বলেন যে, ভগবান কৃষ্ণ সমস্ত কার্য্য-কারণ হইতে ভিন্ন, অথচ নিজ অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা শক্তির ত্রিবিধ কার্য্যে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ, জৈব ও মায়িক কার্য্যে বিলাসবান্ ও বিরাজমান আছেন ॥ ১ ॥ চিৎকার্য্যসকলে কৃষ্ণ স্বয়ং, জীবকার্য্যে পরমাত্মরূপে এবং জড়জগতে যজ্ঞেশ্বরস্বরূপে পূজ্য হয়েন। সমস্ত কর্ম্মের ফলদাতাই তিনি ॥ ২ ॥ চিদংশরূপে যে সকল স্বরূপ বর্ত্তমান হন এবং ভিন্নাংশরূপে যে সকল জীবনিচয় সৃষ্ট হইয়াছে, সে সকলই কৃষ্ণশক্তির পরিণতি, অতএব শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাংশী। তাঁহার শক্তি ব্যতীত কাহারও প্রকাশ নাই, অতএব তিনি সর্ব্বরূপী। সমস্ত ভগবদাবির্ভাবই তাঁহা হইতে, অতএব তিনি সর্ব্বাবতারবীজ। শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ ভগবান্। তাহা অপেক্ষা পরতত্ত্ব আর

অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্নঃ স কৃষ্ণঃ করুণাময়ঃ।
মায়াবদ্ধস্য জীবস্য ক্ষেমায় যত্নবান্ সদা ॥ ৪ ॥
যদ্‌যদ্ভাবগতো জীবস্তত্তদ্ভাবগতো হরিঃ।
অবতীর্ণঃ স্বশক্ত্যা স ক্রীড়তীব জনৈঃ সহ ॥ ৫ ॥
মৎস্যেষু মৎস্যভাবো হি কচ্ছপে কূর্ম্মরূপকঃ।
মেরুদণ্ডযুতে জীবে বরাহভাববান্ হরিঃ ॥ ৬ ॥
নৃসিংহো মধ্যভাবো হি বামনঃ ক্ষুদ্রমানবে।
ভার্গবোঽসভ্যবর্গেষু সভ্যে দাশরথিস্তথা ॥ ৭ ॥
সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পন্নে কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
তর্কনিষ্ঠনরে বুদ্ধো নাস্তিকে কল্কিরেব চ ॥ ৮ ॥
অবতারা হরের্ভাবাঃ ক্রমোর্দ্ধগতিমদ্ধৃদি।
ন তেষাং জন্মকর্ম্মাদৌ প্রপঞ্চো বর্ত্ততে কচিৎ ॥ ৯ ॥

নাই ॥ ৩ ॥ সেই কৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ও করুণাময়। স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করত যে সকল জীবেরা মায়াবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের মঙ্গলসাধনে তিনি সর্ব্বদা যত্নবান্ ॥ ৪ ॥ মায়াবদ্ধ জীব যে যে ভাব প্রাপ্ত হইয়া যে যে স্বরূপ পাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণও তাহার প্রাপ্তভাব স্বীকার করত নিজ অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা তাহার সহিত আধ্যাত্মিকরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন ॥ ৫ ॥ জীব যখন মৎস্যাবস্থা-প্রাপ্ত, ভগবান্ তখন মৎস্যাবতার। মৎস্য নির্দ্দণ্ড, নির্দ্দণ্ডতা ক্রমশঃ বজ্রদণ্ডাবস্থা হইলে কূর্ম্মাবতার, বজ্রদণ্ড ক্রমশঃ মেরুদণ্ড হইলে বরাহ-অবতার হন ॥ ৬ ॥ নরপশুভাবগত জীবে নৃসিংহাবতার, ক্ষুদ্রমানবে বামনাবতার, মানবের অসভ্যাবস্থায় পরশুরাম, সভ্যাবস্থায় রামচন্দ্র ॥ ৭ ॥ মানবের সর্ব্ববিজ্ঞান সম্পত্তি হইলে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হন। মানব তর্কনিষ্ঠ হইলে ভগবদ্ভাব বুদ্ধ এবং নাস্তিক হইলে কল্কি, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে ॥ ৮ ॥ জীবের ক্রমোন্নত

জীবানাং ক্রমভাবানাং লক্ষণানাং বিচারতঃ।
কালো বিভজ্যতে শাস্ত্রে দশধা ঋষিভিঃ পৃথক্ ॥ ১০ ॥
তত্তৎকালগতো ভাবঃ কৃষ্ণস্য লক্ষ্যতে হি যঃ।
সএব কথ্যতে বিজ্ঞৈরবতারো হরেঃ কিল ॥ ১১ ॥
কেনচিদ্ভজ্যতে কালশ্চতুর্বিংশতিধা বিদা।
অষ্টাদশবিভাগে বা চাবতারবিভাগশঃ ॥ ১২ ।'
মায়য়া রমণং তুচ্ছং কৃষ্ণস্য চিৎস্বরূপিণঃ।
জীবস্য তত্ত্ববিজ্ঞানে রমণং তস্য সম্মতম্ ॥ ১৩ ॥
ছায়ায়াঃ সূর্য্যসম্ভোগো যথা ন ঘটতে ক্বচিৎ।
মায়ায়াঃ কৃষ্ণসম্ভোগস্তথা ন স্যাৎ কদাচন ॥ ১৪ ॥

হৃদয়ে যে সকল ভগবদ্ভাবের উদয়, কালে কালে দৃষ্ট হইয়াছে, সে সকলই অবতার, সেই সকল ভাবের উৎপত্তি ও কার্য্যসকলে প্রাপঞ্চিকত্ব নাই ॥ ৯ ॥ ঋষিরা জীবগণের উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করত ঐতিহাসিক কালকে দশ ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। যে যে সময়ে একটী একটী অবস্থা অন্তর লক্ষণ রূঢ়রূপে লক্ষিত হইয়াছে, সেই সেই কালের উন্নতভাবকে অবতার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥ ১০-১১ ॥ কোন কোন পণ্ডিতেরা কালকে চব্বিশভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—কেহ কেহ অষ্টাদশ ভাগ করিয়া তৎসংখ্যক অবতার নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ১২ ॥ কেহ কেহ বলেন যে, পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ অতএব অচিন্ত্যশক্তিক্রমে মায়িক দেহ ধারণ করত সময়ে সময়ে অবতার হইতে পারেন। অতএব অবতারসকলকে ঐতিহাসিক সত্ত্ব বলিতে পারা যায়। সারগ্রাহী বৈষ্ণবমতে ইহা নিতান্ত অযুক্ত, চিৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মায়ারমণ অর্থাৎ মায়িক শরীর গ্রহণ ও তদ্দ্বারা মায়িক কার্য্য সম্পাদন নিতান্ত অসম্ভব, যেহেতু ইহা তাঁহার পক্ষে তুচ্ছ ও হেয়। তবে চিৎকণস্বরূপ জীবের তত্ত্ববিজ্ঞানবিভাগে তাঁহার আবির্ভাব ও লীলা সাধুদিগের ও কৃষ্ণের

মায়াশ্রিতস্য জীবস্য হৃদয়ে কৃষ্ণভাবনা।
কেবলং কৃপয়া তস্য নান্যথা হি কদাচন ॥ ১৫ ॥
শ্রীকৃষ্ণচরিতং সাক্ষাৎ সমাধিদর্শিতং কিল।
ন তত্র কল্পনা মিথ্যা নেতিহাসো জড়াশ্রিতঃ ॥ ১৬ ॥
বয়ন্তু চরিতং তস্য বর্ণয়ামঃ সমাসতঃ।
তত্ত্বতঃ কৃপয়া কৃষ্ণচৈতন্যস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৭ ॥
সর্ব্বেষামবতারাণামর্থো বোধ্যা যথা ময়া।
কেবলং কৃষ্ণতত্ত্বস্য চার্থো বিজ্ঞাপিতোঽধুনা ॥ ১৮ ॥

সম্মত ॥ ১৩ ॥ যেরূপ ছায়ার সহিত সূর্য্যের সম্ভোগ হয় না, তদ্রূপ মায়ার সহিত কৃষ্ণের সম্ভোগ নাই ॥ ১৪ ॥ সাক্ষাৎ মায়ার সহিত সম্ভোগ দূরে থাকুক, মায়াশ্রিত জীবের পক্ষেও কৃষ্ণসাক্ষাৎকার অত্যন্ত দুরূহ, কেবল কৃষ্ণকৃপাবশতই সমাধিযোগে ভগবৎসাক্ষাৎকার জীবের পক্ষে সুলভ হইয়াছে ॥ ১৫ ॥ নির্ম্মল কৃষ্ণচরিত্র ব্যাসাদি সারগ্রাহী জনগণের সমাধিতে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। জড়াশ্রিত মানবচরিত্রের ন্যায় উহা ঐতিহাসিক নয় অর্থাৎ কোন দেশে বা কালে পরিচ্ছেদ্যরূপে লক্ষিত হয় নাই। অথবা নরচরিত্র হইতে কোন কোন ঘটনা সংযোগপূর্ব্বক উহা কল্পিত হয় নাই ॥ ১৬ ॥ আমরা কৃষ্ণ-চরিত্রটী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপাবলে তত্ত্ববিচারপূর্ব্বক সংক্ষেপতঃ বর্ণন করিব ॥ ১৭ ॥ সম্প্রতি এই গ্রন্থে যেরূপ কৃষ্ণতত্ত্বের তাৎপর্য্য বিজ্ঞাপিত হইবে, অন্যান্য অবতারসকলের অর্থও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। ইহার মধ্যে বিচার এই যে, শ্রীকৃষ্ণ সকল অবতারের বীজস্বরূপ মূলতত্ত্ব, তিনি জীবশক্তিগত পরমাত্মরূপে জীবাত্মার সহিত নিয়ত ক্রীড়া করেন। জীবাত্মা কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে যে যে অবস্থা প্রাপ্ত হন, সেই সেই অবস্থায় পরমাত্মা তত্তদ্ভাবগত হইয়া জীবের বিজ্ঞানবিভাগে লীলা করেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত

বৈষ্ণবাঃ সারসম্পন্নাস্ত্যক্ত্বা বাক্যমলং মম।
গৃহ্নন্তু সারসম্পত্তিং শ্রীকৃষ্ণচরিতং মুদা॥ ১৯॥
বয়ন্তু বহুযত্নেন ন শক্তা দেশকালতঃ॥
সমুদ্ধর্ত্তুং মনীষাং নঃ প্রপঞ্চপীড়িতা যতঃ॥ ২০॥
তথাপি গৌরচন্দ্রস্য কৃপাবারিনিষেবণাৎ।
সর্ব্বেষাং হৃদয়ে কৃষ্ণরসাভাবো নিবর্ত্ততাম্॥ ২১॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়াং অবতারলীলাবর্ণনং নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চিদ্বিলাসরতি জীবের হৃদয়ে উদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়াবির্ভাব হয় না, অতএব অন্য সকল অবতার পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতে নিঃসৃত হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঐ পরমপুরুষের বীজস্বরূপ। (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২২-২৩ শ্লোক দৃষ্টি করুন)॥ ১৮॥ সারসম্পন্ন বৈষ্ণবসকল আমার বাক্যমল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বজীবের সারসম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণচরিত্র পরমানন্দে গ্রহণ করুন॥ ১৯॥ কৃষ্ণচরিত্র-বর্ণন-সম্বন্ধে আমরা অনেক যত্ন করিয়াও দেশবুদ্ধি ও কালবুদ্ধি হইতে আমাদের বুদ্ধিশক্তিকে উদ্ধার করিতে পারিলাম না, যেহেতু এ পর্য্যন্ত প্রপঞ্চপীড়া হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই॥ ২০॥ তথাপি আমাদের সারগ্রাহী পথপ্রদর্শক শচীকুমার শ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপাবারি সেবন করিয়া আমরা যাহা কিছু বর্ণনা করিলাম, তাহা সর্ব্ব-জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করত শ্রীকৃষ্ণরসাভাব নিবৃত্ত করুক অর্থাৎ সকলেই কৃষ্ণরসাস্বাদন করুন॥ ২১॥

শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতায় অবতারলীলা বর্ণননামা তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে প্রীত হউন।

—*—

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

—০—

(কৃষ্ণলীলা)

—০০—

যদা হি জীববিজ্ঞানং পূর্ণমাসান্মহীতলে।
ক্রমোর্দ্ধগতিরীত্যা চ দ্বাপরে ভারতে কিল ॥ ১ ॥
তদা সত্ত্বং বিশুদ্ধং যদ্বসুদেব ইতীরিতঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানবিভাগে হি মথুরায়ামজায়ত ॥ ২ ॥

কোমলশ্রদ্ধ ও উত্তমাধিকারী—এই দুই প্রকার মানব শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের অধিকারী হয়েন। মাধ্যমাধিকারিগণ এতত্ত্বে সংশয়বশতঃ অবস্থিত হইতে পারেন না। তাঁহারা হয় নির্ব্বশেষ ব্রহ্মবাদী, নতুবা ঈশোপাসকরূপে পরিচিত হইয়া থাকেন। সৌভাগ্যক্রমে তত্ত্ববিৎ সাধুসঙ্গ হইলে তাঁহারাও উত্তমাধিকার প্রাপ্ত হইয়া সমাধিলব্ধ কৃষ্ণচরিত্রের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন। উত্তমাধিকার যদিও কৃষ্ণকৃপাক্রমে জীবচৈতন্যের পক্ষে নিতান্ত সহজ, তথাপি মায়াগত সম্বিৎকর্ত্তৃক উৎপন্ন যুক্তিযন্ত্রের প্রতি অধিকতর বিশ্বাস করত মানবগণ প্রায়ই সহজ সমাধিকে কুসংস্কার বলিয়া তাচ্ছিল্য করেন। এতদ্ধেতু তাঁহারা সশ্রদ্ধ হইলে প্রথমে স্বভাবতঃ কোমলশ্রদ্ধ ও পরে সাধুসঙ্গ, সাধুপদেশ ও ক্রমালোচনা-প্রভাবে উত্তম অধিকারী হইয়া থাকেন। তাঁহারা প্রথমতঃ সংশয়াপন্ন হইলে, হয় তর্ক-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া সৌভাগ্যক্রমে উত্তমাধিকারী হন, নতুবা ভগবত্তত্ত্ব হইতে অধিকতর বিমুখ হইয়া মোক্ষতত্ত্ব হইতে দূরে পড়েন। অতএব সশ্রদ্ধ আলোচনা করিতে করিতে মানবগণের বিজ্ঞান যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, সেই দ্বাপরান্ত-কালে মহাপুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, ব্রহ্মজ্ঞানবিভাগরূপ মথুরায়, বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ বসুদেব জন্মগ্রহন করিলেন ॥ ১-২ ॥ সাত্বত-দিগের বংশসম্ভূত

সাত্বতাং বংশসম্ভূতো বসুদেবো মনোময়ীম্।
দেবকীমগ্রহীৎ কংস-নাস্তিক্য-ভগিনীং সতীম্ ॥ ৩ ॥
ভগবদ্ভাবসম্ভূতেঃ শঙ্কয়া ভোজপাংশুলঃ।
অরুন্ধদ্দম্পতী তত্র কারাগারে সুদুর্ম্মদঃ ॥ ৪ ॥
যশঃকীর্ত্ত্যাদয়ঃ পুত্রাঃ ষড়াসন্ ক্রমশস্তয়োঃ।
তে সর্বে নিহতা বাল্যে কংসেনেশবিরোধিনা ॥ ৫ ॥
জীবতত্ত্বং বিশুদ্ধং যদ্ভগবদ্দাস্যভূষণম্।
তদেব ভগবান্ রামঃ সপ্তমে সমজায়ত ॥ ৬ ॥
জ্ঞানাশ্রয়ময়ে চিত্তে শুদ্ধজীবঃ প্রবর্ত্ততে।
কংসস্য কার্য্যমাশঙ্ক্য স যাতি ব্রজমন্দিরম্ ॥ ৭ ॥
তথা শ্রদ্ধাময়ে চিত্তে রহিণ্যাঞ্চ বিশত্যসৌ।
দেবকীগর্ভনাশস্তু জ্ঞাপিতশ্চাভবত্তদা ॥ ৮ ॥

বসুদেব নাস্তিক্যরূপ কংসের মনোময়ী ভগিনী দেবকীকে বিবাহ করিলেন ॥ ৩ ॥ ভোজাধম কংস ঐ দম্পতী হইতে ভগবদ্‌ ভাবের উৎপত্তি আশঙ্কা করিয়া স্মৃতিরূপ কারাগারে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিলেন। যদুবংশের মধ্যে সাত্বতকুল ভগবৎপর ছিলেন এবং ভোজবংশ নিতান্ত যুক্তিপর ও ভগবদ্বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন, এরূপ বোধ হয় ॥ ৪ ॥ সেই দম্পতীর যশ, কীর্ত্তি প্রভৃতি ছয়টী পুত্র ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঈশ-বিরোধী কংস তাহাদিগকে বাল্যকালেই হনন করে ॥ ৫ ॥ ভগবদ্‌দাস্যভূষিত বিশুদ্ধ জীবতত্ত্ব বলদেব তাঁহাদের সপ্তম পুত্র ॥ ৬ ॥ জ্ঞানাশ্রয়ময় চিত্তরূপ দেবকীতে শুদ্ধ জীবতত্ত্বের প্রথমোদয়, কিন্তু মাতুল কংসের দৌরাত্ম্যকার্য্য আশঙ্কা করিয়া সেই তত্ত্ব ব্রজমন্দিরে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥ তিনি বিশ্বাসময় ধাম ব্রজপুরী প্রাপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধাময় চিত্ত রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন; এদিকে দেবকীর গর্ভনাশ বিজ্ঞাপিত হইল ॥ ৮ ॥ শুদ্ধ জীবভাব আবির্ভাবের

অষ্টমে ভগবান্ সাক্ষাদৈশ্বর্য্যাখ্যাং দধত্তনুম্ ।
প্রাদুরাসীন্মহাবীর্য্যঃ কংসধ্বংসচিকীর্ষয়া ॥ ৯ ॥
ব্রজভূমিং তদানীতঃ স্বরূপেণাভবদ্ধরিঃ ।
সন্ধিনীনির্ম্মিতা সা তু বিশ্বাসো ভিত্তিরেব চ ॥ ১০ ॥
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং তত্র দৃশ্যং ভবেৎ কদা ।
তত্রৈব নন্দগোপঃ স্যাদানন্দ ইব মুর্ত্তিমান্ ॥ ১১ ॥
উল্লাসরূপিণী তস্য যশোদা সহধর্ম্মিণী ।
অজীজনন্মহামায়াং যাং শৌরির্নীতবান্ ব্রজাৎ ॥ ১২ ॥
ক্রমশো বর্দ্ধতে কৃষ্ণঃ রামেণ সহ গোকুলে ।
বিশুদ্ধপ্রেমসূর্য্যস্য প্রশান্তকরসঙ্কুলে ॥ ১৩ ॥

অব্যবহিত পরেই ভগবদ্ভাব জীবহৃদয়ে উদিত হয়। অতএব সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্যনামা নারায়ণ-স্বরূপে স্বয়ং ভগবান্ অষ্টম পুত্র হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। নাস্তিক্যনাশরূপ কংসধবংস ইচ্ছা করিয়া মহাবীর্য ভগবান্ আবির্ভূত হইলেন ॥ ৯ ॥ চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনী-নির্ম্মিত ব্রজভূমিতে ভগবান্ স্বস্বরূপে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে নীত হইলেন। সেই ভূমির ভিত্তিমূল বিশ্বাস ; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জীবের যুক্তিবিভাগে বা জ্ঞানবিভাগে ঐ ভূমি থাকে না কিন্তু বিশ্বাসবিভাগেই তাহার অবস্থান হয় ॥ ১০ ॥ জ্ঞান বা বৈরাগ্য তথায় দৃশ্য হয় না। আনন্দমূর্ত্তি নন্দদুলাল তথায় অধিকারী। এতত্তত্ত্বে জাতির উচ্চত্ব বা নীচত্ব বিচার নাই। এই জন্যই আনন্দমূর্ত্তি গোপত্বে লক্ষিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ গোচারণ ও গোরক্ষণ এবং অনৈশ্বর্য্যাত্মক মাধুর্য্যত্বও লক্ষিত হয় ॥ ১১ ॥ উল্লাসরূপিণী নন্দপত্নী যশোদা, যে অপকৃষ্ট তত্ত্বমায়াকে প্রসব করেন তাহা ব্রজ হইতে বসুদেব-কর্ত্তৃক নীত হইল। পরমানন্দধাম চিন্তায় বদ্ধজীবের পক্ষে যে মায়িক ভাব অনিবার্য্য, তাহা শ্রীকৃষ্ণাগমনে দূরীকৃত হইল ॥ ১২ ॥ বিশুদ্ধপ্রেম-

প্রেরিতা পুতনা তত্র কংসেন বালঘাতিনী।
মাতৃব্যাজস্বরূপা সা মমার কৃষ্ণতেজসা ॥ ১৪ ॥
তর্করূপস্তৃণাবর্ত্তঃ কৃষ্ণভাবান্মমার হ।
ভারবাহিস্বরূপং তু বভঞ্জ শকটং হরিঃ ॥ ১৫ ॥
আননাভ্যন্তরে কৃষ্ণো মাত্রে প্রদর্শয়ন্ জগৎ।
অদর্শয়দবিদ্যাং হি চিচ্ছক্তি-রতিপোষিকাম্ ॥ ১৬ ॥
দৃষ্ট্বাচ বালচাপলং গোপী সূল্লাসরূপিণী।
বন্ধনায় মনশ্চক্রে রজ্জ্বা কৃষ্ণস্য সা বৃথা ॥ ১৭ ॥
ন যস্য পরিমাণং বৈ তস্যৈব বন্ধনং কিল।
কেবলং প্রেমসূত্রেণ চকার নন্দগেহিনী ॥ ১৮ ॥

সূর্য্যকিরণসমূহ পরিপূরিত গোকুলে শুদ্ধজীবতত্ত্বরূপ রামের সহিত অচিন্ত্য ভগবত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ নাস্তিক্যরূপ কংস শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার বাসনায় বালঘাতিনী পূতনাকে ব্রজে প্রেরণ করিলেন। মাতৃস্নেহ ছলনা করিয়া পূতনা কৃষ্ণকে স্তন্যদান করিয়া কৃষ্ণতেজে নিহত হইল ॥ ১৪ ॥ ভগবদ্‌ভাবের প্রভাবে তর্করূপ তৃণাবর্ত্ত প্রাণত্যাগ করিল। ভারবাহিস্বরূপ শকট ভগবৎকর্ত্তৃক ভগ্ন হইল ॥ ১৫ ॥ মুখব্যাদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জননীকে মুখমধ্যে সমস্ত জগৎ দেখাইলেন। জননী চিচ্ছক্তিগত রতিপোষিকা অবিদ্যা দ্বারা মুগ্ধ থাকায় কৃষ্ণৈশ্বর্য্য মানিলেন না। চিদ্বিলাসগত ভক্তগণ ভগবন্মাধুর্য্যে এতদূর মুগ্ধ থাকেন যে, ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও তাহা তাঁহাদের নিকট প্রতীত হয় না। এ অবিদ্যা মায়াভাবগত নয় ॥ ১৬ ॥ কৃষ্ণের বালচাপল্য (চিত্ত নবনীত চৌর্য্য) দেখিয়া উল্লাসরূপিণী যশোদা রজ্জুদ্বারা কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার জন্য বৃথা যত্ন পাইলেন ॥ ১৭ ॥ যাঁহার মায়িক পরিমাণ নাই, তাঁহাকে কেবল প্রেমসূত্রের দ্বারা যশোদা বন্ধন করিয়াছিলেন। মায়িক রজ্জুদ্বারা তাঁহার বন্ধন সিদ্ধ হয় না ॥ ১৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণের বাললীলাক্রমে দেব-

বালক্রীড়াপ্রসঙ্গেন কৃষ্ণস্য বন্ধচ্ছেদনম্।
অভবদ্বার্ক্ষভাবাত্তু নিমেষাদ্দেবপুত্রয়োঃ ॥ ১৯ ॥
অনেন দর্শিতং সাধু-সঙ্গস্য ফলমুত্তমম্।
দেবোপি জড়তাং যাতি কুকর্মনিরতো যদি ॥ ২০ ॥
বৎসানাং চারণে কৃষ্ণঃ সখিভির্যাতি কাননম্।
তথা বৎসাসুরং হন্তি বালদোষমঘং ভৃশম্ ॥ ২১ ॥
তদা তু ধর্ম্মকাপট্যস্বরূপো বকরূপধৃক।
কৃষ্ণেণ শুদ্ধবুদ্ধেন নিহতঃ কংসপালিতঃ ॥ ২২ ॥
অঘোঽপি মর্দ্দিতঃ সর্পো নৃশংসত্ব-স্বরূপকঃ।
যমুনাপুলিনে কৃষ্ণো বুভুজে সখিভিস্তদা ॥ ২৩ ॥
গোপালবালকান্ বৎসান্ চোরয়িত্বা চতুর্ম্মুখঃ।
কৃষ্ণস্য মায়য়া মুগ্ধো বভুব জগতাং বিধিঃ ॥ ২৪ ॥

পুত্রদ্বয়ের বার্ক্ষভাব হইতে অনায়াসে বন্ধচ্ছেদ হইল ॥ ১৯ ॥ এই যমলার্জ্জুন-মোক্ষ আখ্যায়িকাদ্বারা দুইটী তত্ত্ব অবগত হওয়া গেল, অর্থাৎ সাধুসঙ্গে ক্ষণদাত্রেই, জীবের বন্ধ-মোক্ষ হয়, এবং অসাধু সঙ্গে দেবতারাও কুকর্ম্মবশ হইয়া জড়তা-প্রাপ্ত হন ॥ ২০ ॥ সখাদিগের, সহিত বালরূপী কৃষ্ণ গোবৎস চারণ্যর্থে কাননে প্রবেশ করেন অর্থাৎ চিচ্ছক্তিগত অবিদ্যামুগ্ধ শুদ্ধ জীবসকল নিষ্ঠাক্রমে গোবৎসত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাধীন হন। তথায় অর্থাৎ গোচারণস্থলে বালদোষরূপ বৎসাসুরবধ হয় ॥ ২১ ॥ কংসপালিত ধর্ম্মকাপট্য-রূপ বকাসুর, শুদ্ধবুদ্ধ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হন ॥ ২২ ॥ নৃশংসত্বস্বরূপ অঘ নামা সর্প মর্দ্দিত হইল। তদন্তে ভগবান্ সরলতারূপ একত্র পুলিন-ভোজন আরম্ভ করিলেন ॥ ২৩ ॥ ইত্যবসরে সমস্ত জগতের বিধাতা চতুর্ব্বেদ-বক্তা চতুর্ম্মুখ—কৃষ্ণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া গোপবালক ও গোবৎসসকল চুরি করিলেন ॥ ২৪ ॥ এই আখ্যায়িকা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে পরমমাধুর্যে সম্পূর্ণ প্রভুতা

অনেন দর্শিতা কৃষ্ণমাধুর্য্যে প্রভুতাঽমলা।
ন কৃষ্ণো বিধিবাধ্যো হি প্রেয়ান্ কৃষ্ণঃ স্বতশ্চিতাম ॥ ২৫ ॥
চিদচিদ্বিশ্বনাশেঽপি কৃষ্ণৈশ্বর্য্যং ন কুণ্ঠিতম্।
ন কোঽপি কৃষ্ণসামর্থ্য-সমুদ্র লঙ্ঘনে ক্ষমঃ ॥ ২৬ ॥
স্থূলবুদ্ধিস্বরূপোঽয়ং গর্দ্দভো ধেনুকাসুরঃ।
নষ্টোঽভুদ্বলদেবেন শুদ্ধজীবেন দুর্ম্মতিঃ ॥ ২৭ ॥
ক্রূরাত্মা কালীয়ঃ সর্পঃ সলিলং চিদ্রবাত্মকম্।
সংদুষ্য যামুনং পাপো হরিণা লাঞ্ছিতো গতঃ ॥ ২৮ ॥
পরস্পরবিবাদাত্মা দাবর্বাহ্নর্ভয়ঙ্করঃ।
ভক্ষিতো হরিণা সাক্ষাদ্ব্রজধামশুভার্থিনা ॥ ২৯ ॥
প্রলম্বো জীবচৌরস্তু শুদ্ধেন শৌরিণা হতঃ।
কংসেন প্রেরিতো দুষ্টঃ প্রচ্ছন্নো বৌদ্ধরূপধৃক্ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়াং অবতার-লীলাবর্ণনং
নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

প্রদর্শিত হইল। গোপাল হইয়াও জগদ্বিধাতার উপর পূর্ণপ্রভাব দেখাইলেন। চিজ্জগতের অতিপ্রিয় কৃষ্ণ কোন বিধির বাধ্য নহেন, ইহাও জানা গেল ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্মা গোপবালক সকল ও গোবৎসসকল হরণ করিলে ভগবান্ অপহৃত সকলকেই স্বয়ং প্রকাশ করিয়া অনায়াসে চালাইতে লাগিলেন। এতদ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় যে, চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগৎ সমস্ত বিনষ্ট হইলেও কৃষ্ণৈশ্বর্য্য কখনই কুণ্ঠিত হয় না। যিনি যতদূরই সমর্থ হউন, শ্রীকৃষ্ণসামর্থ্য লঙ্ঘন করিতে কেহই পারেন না ॥ ২৬ ॥ স্থূলবুদ্ধিস্বরূপ গর্দ্দভরূপী ধেনুকাসুর, শুদ্ধজীব বলদেবকর্ত্তৃক হত হয় ॥ ২৭ ॥ ক্রূরতা-স্বরূপ কালীয় সর্প চিদ্রবাত্মক যমুনাজল দূষিত করিলে ভগবান্ তাঁহাকে লাঞ্ছনা করিয়া দূরীভূত করিলেন ॥ ২৮ ॥ পরস্পর বৈষ্ণবসম্প্রদায়-বিবাদরূপ ভয়ঙ্কর দাবানলকে

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

—ঃ **** ঃ—

(শ্রীকৃষ্ণলীলা)

— *ঃঃ* —

শ্রীতিপ্রাবৃট্সমারম্ভে গোপ্যা ভাবাত্মিকাস্তদা।
শ্রীকৃষ্ণস্য গুণগানে তু প্রমত্তাস্তা হরিপ্রিয়াঃ ॥ ১ ॥
শ্রীকৃষ্ণবেণুগীতেন ব্যাকুলাস্তাঃ সমার্চ্চয়ন্ ॥
যোগমায়াঃ মহাদেবীং কৃষ্ণলাভেচ্ছয়া ব্রজে ॥ ২ ॥

ব্রজধাম-রক্ষার্থে ভগবান্ ভক্ষণ করিলেন ॥ ২৯ ॥ নাস্তিক্য-রূপ কংসের প্রেরিত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত মায়াবাদস্বরূপ জীব-চৌর দুষ্ট প্রলম্বাসুর শুদ্ধ বলদেব কর্ত্তৃক নিহত হইল ॥ ৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় অবতারলীলাবর্ণননামা চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে প্রীত হউন।

—*—

মধুর রসস্থ দ্রবতার আধিক্যপ্রযুক্ত তদ্গত প্রীতিকে প্রাবৃট্কালের সহিত সাম্যবোধে কথিত হইল যে, প্রীতিবর্ষা উপস্থিত হইলে ভাবাত্মিকা হরিপ্রিয়া গোপীগণ হরিগুণগানে প্রমত্তা হইলেন ॥ ১ ॥ শ্রীকৃষ্ণের বংশীগীতে ব্যাকুলা হইয়া গোপীগণ কৃষ্ণলাভেচ্ছায় ব্রজধামে যোগমায়া মহাদেবীর অর্চ্চনা করিলেন। বৈকুণ্ঠতত্ত্বের মায়িক জগৎস্থিত জীবের চিদ্বিভাগে আবির্ভাবের নাম ব্রজ। ব্রজ-শব্দ গমনার্থসূচক। মায়িক জগতে আত্মার মায়া ত্যাগপূর্ব্বক ঊর্দ্ধগমন অসম্ভব, অতএব মায়িক বস্তুর আনুকুল্য আশ্রয়পূর্ব্বক তন্নির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের অন্বেষণ করাই কর্ত্তব্য। এতন্নিবন্ধন গোপিকাভাবপ্রাপ্ত-জীবদিগের মহাদেবী যোগমায়া অর্থাৎ মায়াশক্তির বিদ্যারূপ অবস্থায় আশ্রয় পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠলীলার সাহচর্য্য বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২ ॥ যে সকল ব্যক্তির

যেষাং তু কৃষ্ণদাসেচ্ছা বর্ত্ততে বলবত্তরা।
গোপনীয়ং ন তেষাং হি স্বস্মিন্ বান্যত্র কিঞ্চন ॥ ৩ ॥
এতদ্বৈ শিক্ষয়ন্ কৃষ্ণো বস্ত্রাণি ব্যাহরন্ প্রভুঃ।
দদর্শানাবৃতং চিত্তং রতিস্থানমনাময়ম্ ॥ ৪ ॥
ব্রাহ্মণাংশ্চ জগন্নাথো যজ্ঞান্নং সমযাচত।
ব্রাহ্মণা দ দদুর্ভক্তুং বর্ণাভিমানিনো যতঃ ॥ ৫ ॥
বেদবাদরতা বিপ্রাঃ কর্ম্মজ্ঞানপরায়ণাঃ।
বিধীনাং বাহকাঃ শশ্বৎ কথং কৃষ্ণরতা হি তে ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণদাস্যেচ্ছা অত্যন্ত বলবান্ তাঁহাদের স্বগত বা পরগত কিছুই গোপনীয় নাই। এই তত্ত্ব ভক্তদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণ গোপীদিগের বস্ত্র হরণ করিলেন। শুদ্ধসত্ত্বগত চিত্তই ভগবদ্রতির অনাময় স্থান। তাহার আচ্ছাদন দূর করত প্রীতির অধিকার দর্শন করিলেন ॥ ৩-৪ ॥ গোচারণ করিতে করিতে মথুরার নিকটস্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিলেন। জাত্যাভিমানবশতঃ ঐ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞাদি কার্য্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণকে অন্ন দিলেন না ॥৫॥ ইহার হেতু এই যে, বর্ণদিগের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদাই বেদবাদরত, যেহেতু তাহারা বেদের সূক্ষ্ম তাৎপর্য বোধ করিতে না পারিয়া সামান্য কর্ম্ম ও জ্ঞানবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক হয় কর্ম্মজড় হইয়া পড়ে, নয় আত্মজ্ঞানপরায়ণ হইয়া নির্ব্বিশেষ চিন্তায় মগ্ন হয়। তাহারা শাস্ত্র ও পূর্ব্বপুরুষদিগের শাসনাধীনে থাকিয়া বিধিনিষেধের বাহক হইয়া পড়ে। সেই সকল অর্থ শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য যে ভগবদ্রতি তাহা তাহারা বুঝিতে সক্ষম হয় না। অতএব তাহারা কি প্রকারে কৃষ্ণসেবক হইতে পারে? এতদ্দ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, সকল ব্রাহ্মণেরাই এইরূপ কর্ম্মজড় বা জ্ঞানপর। অনেক বিপ্রকুলজাত মহাপুরুষগণ ভগবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। অতএব এ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, বিধিবাহক অর্থাৎ ভারবাহী

তেষাং স্ত্রিয়স্তদাগত্য শ্রীকৃষ্ণসন্নিধিং বনে।
অকুর্ব্বন্নাত্মদানং বৈ কৃষ্ণায় পরমাত্মনে ॥ ৭ ॥

এতেন দর্শিতং তত্ত্বং জীবানাং সমদর্শনম্।
শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিসম্পত্তৌ জাতিবুদ্ধির্ন কারণম্ ॥ ৮ ॥

নরাণাং বর্ণভাগো হি সামাজিকবিধির্মতঃ।
ত্যজন্ বর্ণাশ্রমান্ ধর্ম্মান্ কৃষ্ণার্থঃ হি ন দোষভাক্ ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণবিমুখ, কিন্তু সারগ্রাহী বিপ্রগণ কৃষ্ণদাস ও সর্ব্বপূজ্য ॥ ৬ ॥ ভারবাহী ব্রাহ্মণগণের স্ত্রীগণ অর্থাৎ কোমলশ্রদ্ধ অনুগত লোকেরা বনে শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমন করত পরমাত্মা কৃষ্ণের মাধুর্য্যবশ হইয়া তাঁহাকে আত্মদান করিল। এই কোমলশ্রদ্ধ পুরুষেরাই সংসারী বৈষ্ণব ॥ ৭ ॥ এই আখ্যায়িকাদ্বারা জীবগণের সমদর্শনরূপ তত্ত্ব নির্দিষ্ট হইল। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিসম্পন্ন হইবার জন্য জাতিবুদ্ধির প্রয়োজন নাই, বরং সময়ে সময়ে ঐ বুদ্ধি প্রীতির প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে ॥ ৮ ॥ উত্তমরূপে সমাজ রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আর্য্যগণের মধ্যে বর্ণবিভাগ ও আশ্রমবিভাগরূপ সামাজিক বিধি স্থাপিত হইয়াছে। সমাজ রক্ষিত হইলে সৎসঙ্গ ও সদালোচনাক্রমে পরমার্থের পুষ্টি হয়। এতন্নিবন্ধন বর্ণাশ্রম সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়, যেহেতু তদ্দ্বারা ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিলাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব এই সমস্ত অর্থগত ব্যবস্থার একমাত্র মূল তাৎপর্য্য পরমার্থ, যাহার অন্যতম নাম শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি। যদি এই সকল অর্থাবলম্বন না করিয়াও কাহারও পরমার্থ লাভ ঘটে, তথাপি অর্থসকল অনাদৃত হইতে পারে না। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, উপেয় প্রাপ্ত হইলে উপায়ের প্রতি সম্ভবতঃ অনাদর হইয়া উঠে। উপেয়রূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি যাঁহাদের লাভ হয় তাঁহারা গৌণ উপায়রূপ বর্ণাশ্রমব্যবস্থা ত্যাগ করিলেও দোষী নহেন। অতএব কার্য্যকারীদিগের অধিকার বিচারপূর্ব্বক দোষগুণ

ইন্দ্রস্য কর্ম্মরূপস্য নিষিধ্য যজ্ঞমুৎসবন্‌।
বর্ষণাৎ প্লাবনাত্তস্য ররক্ষ গোকুলং হরিঃ ॥ ১০ ॥

এতেন জ্ঞাপিতং তত্ত্বং কৃষ্ণপ্রীতিং গতস্য বৈ।
ন কাচিদ্বর্ত্ততে শঙ্কা বিশ্বনাশা কর্ম্মণঃ ॥ ১১ ॥

যেষাং কৃষ্ণঃ সমুদ্ধর্ত্তা তেষাং হন্তা ন কশ্চন।
বিধানাং ন বলং তেষু ভক্তানাং কুত্র বন্ধনম্‌ ॥ ১২ ॥

নির্ণয় করাই সারসিদ্ধান্ত ॥ ৯ ॥ সমাজসংরক্ষণ কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা ভগবদাবির্ভাবের নাম যজ্ঞেশ্বর। তাঁহার জীব-প্রতিনিধির নাম ইন্দ্র। ঐকর্ম্ম দুই প্রকার, অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক। সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য যাহা যাহা নিত্যকর্ত্তব্য সেই সকল কর্ম্ম নিত্য, তদিতর সকল কর্ম্মই নৈমিত্তিক। বিচার করিয়া দেখিলে কাম্য কর্ম্মসকল নিত্য ও নৈমিত্তিকবিভাগে পর্য্যবসিত হয়। অতএব সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মফল উদ্দেশ্যক্রমে বিচারিত হওয়ায় নিত্য নৈমিত্তিক বিভাগেই স্থাপিত হয়, বিভাগান্তরে লক্ষিত হয় না। কেবল শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহকরূপ নিত্যকর্ম্ম ব্যবস্থা করিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তদিগের সম্বন্ধে সমস্ত কর্ম্ম নিষেধ করিলেন। তাহাতে কর্ম্মপতি ইন্দ্র জগৎ-পুষ্টিকার্য্যসকল অনাদৃত হইল দেখিয়া বৃহদুপদ্রব উপস্থিত করিলেন। গোবর্দ্ধন অর্থাৎ নিরীহ জনের বর্দ্ধনশীল পীঠস্বরূপ ছত্র অবলম্বনপূর্ব্বক ভক্তদিগের আবশ্যকীয় সমস্ত বিষয় বর্ষণ ও প্লাবন হইতে ভগবান্‌ রক্ষা করিলেন ॥ ১০ ॥ ভগবদনুশীলনকার্য্য-নিবন্ধন যদি মানবগণের জগৎ-পুষ্টিকার্য্যসকল কর্ম্মাভাবে নিবৃত্ত হয়, তাহাতে কৃষ্ণভক্তদিগের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা করা কর্ত্তব্য নয় ॥ ১১ ॥ কৃষ্ণ যাঁহাদের উদ্ধারকর্ত্তা তাঁহাদিগকে কেহই নষ্ট করিতে পারে না, তাঁহাদের উপর কোন বিধির বিক্রম নাই। বিধিবন্ধন দূরে থাকুক, ভক্তদিগের প্রেমবন্ধন ব্যতীত আর কোন প্রকার বন্ধন নাই ॥ ১২ ॥ বিশ্বাস-

বিশ্বাসবিষয়ে রম্যে নদী চিদ্দ্রবরূপিণী ।
তস্যাং তু পিতরং মগ্নমুদ্ধৃত্য লীলয়া হরিঃ ॥ ১৩ ॥
দর্শয়ামাস বৈকুণ্ঠং গোপেভ্যো হরিরাত্মনঃ ।
ঐশ্বর্য্যং কৃষ্ণতত্ত্বে তু সর্ব্বদা নিহিতং কিল ॥ ১৪ ॥
জীবানাং নিত্যসিদ্ধানামনুগানামপি প্রিয়ঃ ।
অকরোদ্রাসলীলাং বৈ প্রীতিতত্ত্বপ্রকাশিকাম্ ॥ ১৫ ॥
অন্তর্দ্ধানবিয়োগেন বর্দ্ধয়ন্ স্মরমুত্তমম্ ।
গোপিকারাসচক্রে তু ননর্ত্ত কৃপয়া হরিঃ ॥ ১৬ ॥
জড়াত্মকে যথা বিশ্বে ধ্রুবস্যাকর্ষণাৎ কিল ।
ভ্রমন্তি মণ্ডলাকারাঃ সসূর্য্যা গ্রহসংকুলাঃ ॥ ১৭ ॥

ময় দেশে অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে চিদ্দ্রবরূপিণী যমুনানদী বহমানা আছেন। নন্দরাজ তাহাতে মগ্ন হওয়ায় ভগবান্ লীলাক্রমে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন ॥ ১৩ ॥ তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৃপাপূর্ব্বক গোপদিগকে নিজ ঐশ্বর্য্য বৈকুণ্ঠতত্ত্ব দর্শন করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য এত প্রবল যে, ঐশ্বর্যসমুদয় তাহাতে লুক্কায়িতরূপে থাকে, ইহাই প্রদর্শিত হইল ॥ ১৪ ॥ নিত্যসিদ্ধগণ ও তাঁহাদের অনুগত জীবদিগের প্রিয় ভগবান্ প্রীতিতত্ত্বের পরাকাষ্ঠারূপ রাস-লীলা সম্পন্ন করিলেন ॥ ১৫ ॥ অন্তর্দ্ধান-বিয়োগদ্বারা গোপিকাদিগের প্রেমাত্মক কাম সম্বর্দ্ধন করিয়া পরম দয়ালু ভগবান্ রাসচক্রে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ মায়াবিরচিত জড়াত্মক বিশ্বে একটি মূল ধ্রুবনক্ষত্র আছে। তাহার চতুর্দ্দিকে সূর্য্যসকল স্ব স্ব গ্রহসহকারে ধ্রুবের আকর্ষণবলে নিত্য ভ্রমণ করিতেছে। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, জড় পরমাণুসমূহে আকর্ষণ-নামা একটী শক্তি নিহিত আছে। ঐ শক্তিক্রমে পরমাণুসকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া একত্রিত হইলে বর্ত্তুলাকার মণ্ডল নির্ম্মিত হয়। ঐ সকল মণ্ডল পুনশ্চ কোন বৃহদ্বর্ত্তুলাকার মণ্ডলদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তচ্চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ

তথা চিদ্বিষয়ে কৃষ্ণস্যাকর্ষণবলাদপি।
ভ্রমন্তি নিত্যশো জীবাঃ শ্রীকৃষ্ণে মধ্যগে সতি ॥ ১৮ ॥
মহারাসবিহারেঽস্মিন্ পুরুষঃ কৃষ্ণ এব হি।
সর্ব্বে নারীগণাস্তত্র ভোগ্য-ভোক্তৃ-বিচারতঃ ॥ ১৯ ॥

করে। এইটী জড় জগতের নিত্যধর্ম্ম। জড় জগতের মূলীভূত মায়া চিজ্জগতের প্রতিফলন মাত্র, ইহা পূর্ব্বেই শক্তিবিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। চিজ্জগতে প্রীতিরূপ নিত্যধর্ম্মদ্বারা অণু চৈতন্যসকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া অপেক্ষাকৃত কোন উন্নত চৈতন্যের অনুগমন করে। ঐ সকল উন্নত চৈতন্য পুনরায় অধীন চৈতন্যগণসহকারে, পরমধ্রুব চৈতন্যরূপ শ্রীকৃষ্ণের রাসচক্রে অনুক্ষণ ভ্রমণ করিতেছে। অতএব বৈকুণ্ঠতত্ত্বে পরমরাসলীলা নিত্য বিরাজমান আছে। যে রাগতত্ত্ব চিদ্বস্তুতে নিত্য অবস্থিতি করত মহাভাব পর্য্যন্ত প্রীতির বিস্তার করে, সেই ধর্ম্মের প্রতিফলনরূপ জড়ীভূত কোন অচিন্ত্য ধর্ম্ম আকর্ষণরূপে জড়জগতে বিস্তৃত হইয়া উহার বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছে। এতন্নিবন্ধন, স্থূল দৃষ্টান্তদ্বারা সূক্ষ্মতত্ত্ব দর্শাইবার অভিপ্রায়ে কহিতেছেন যে, যেমত জড়াত্মক বিশ্বে সসূর্য্য গ্রহমণ্ডলসকল ধ্রুব নক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে আকর্ষণ শক্তির দ্বারা নিত্য ভ্রমণ করে, তদ্রূপ চিদ্বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণ-বলক্রমে শুদ্ধ জীবসকল, শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া নিত্যভ্রমণ করেন ॥ ১৭-১৮ ॥ এই চিদ্গত মহারাসলীলায় কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং সমস্ত জীবগণই নারী। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একমাত্র ভোক্তা ও সমস্ত অণুচৈতন্যই ভোগ্য। প্রীতিসূত্রে সমস্ত চিৎস্বরূপের বন্ধন সিদ্ধ হওয়ায়, ভোগ্যতত্ত্বের স্ত্রীত্ব ও ভোক্তৃতত্ত্বের পুরুষত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। জড়দেহগত স্ত্রী পুরুষত্ব—চিদ্গত ভোক্তাভোক্তৃত্বের অসৎ প্রতিফলন। সমস্ত অভিধান অন্বেষণ করিয়া এমত একটী বাক্য পাওয়া যাইবে না, যদ্দ্বারা চিৎস্বরূপদিগের পরম চৈতন্যের সহিত

তত্রৈব পরমারাধ্যা হ্লাদিনী কৃষ্ণভাসিনী।
ভাবৈঃ সা রাসমধ্যস্থা সখীভীরাধিকাবৃতা ॥ ২০ ॥
মহারাসবিহারান্তে জলক্রীড়া স্বভাবতঃ।
বর্ত্ততে যমুনায়াং বৈ দ্রবময্যাং সতাং কিল ॥ ২১ ॥
মুক্ত্যহিগ্রস্তনন্দস্তু কৃষ্ণেন মোচিতস্তদা।
যশোমূর্দ্ধাঃ সুদুর্দ্দান্ত শঙ্খচূড়ো হতঃ পুরা ॥ ২২ ॥

অপ্রাকৃত সংযোগ-লীলা সম্যক্ বর্ণিত হইতে পারে। এতন্নিবন্ধন মায়িক স্ত্রী-পুরুষের সংযোগসম্বন্ধীয় বাক্যসকল তদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সম্যক্ ব্যঞ্জক বলিয়া ব্যবহৃত হইল। ইহাতে অশ্লীল চিন্তার কোন প্রয়োজন বা আশঙ্কা নাই। যদি অশ্লীল বলিয়া আমরা পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে আর ঐ পরমতত্ত্বের আলোচনা সম্ভব হয় না। বাস্তবিক বৈকুণ্ঠগত ভাবনিচয়ের প্রতিফলনরূপ মায়িক ভাবসকল বর্ণনদ্বারা বৈকুণ্ঠতত্ত্বের বর্ণনে আমরা সমর্থ হই। তদ্বিষয়ে অন্য উপায় নাই। যথা কৃষ্ণ দয়ালু, এই কথা বলিতে হইলে মানবগণের দয়াকার্য্য লক্ষ্য করিয়া বলিতে হইবে। কোন রূঢ়বাক্যে ঐ ভাব ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। অতএব অশ্লীলতার আশঙ্কা ও লজ্জা পরিত্যাগ-পরিত্যাগপূর্ব্বক, সারগ্রাহী আলোচকগণ মহারাসের পরমার্থতত্ত্ব অকুণ্ঠিতভাবে শ্রবণ, পঠন ও চিন্তন করুন ॥ ১৯ ॥ সেই রাসলীলার সর্ব্বোত্তমভাব এই যে, সমস্ত জীবনিচয়ের পরমারাধ্য কৃষ্ণমাধুর্য্যপ্রকাশিনী হ্লাদিনী-স্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা ভাবরূপা সখীগণে বেষ্টিতা হইয়া রাসমধ্যে পরমশোভা-মানা হয়েন ॥ ২০ ॥ রাসলীলার পরে চিদ্দ্রবময়ী যমুনায় জলক্রীড়া স্বভাবতঃ হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥ নন্দ-স্বরূপ আনন্দ, নির্ম্মাণমুক্তিরূপ সর্পগ্রস্ত হইলে, ভক্তরক্ষক কৃষ্ণ তাঁহার আপদ্ মোচন করেন। যশকে প্রধান করিয়া মানেন যিনি, তিনি যশোমূর্দ্ধা শঙ্খচূড়; তিনি ব্রজভূমিতে উৎপাত করিতে গিয়া বিনষ্ট হন ॥ ২২ ॥ কংসবৈরী শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে মথুরা-গমনে

ঘোটকাত্মা হতস্তেন কেশী রাজ্যমদাসুরঃ।
মথুরাং গন্তুকামেন কৃষ্ণেন কংসবৈরিণা ॥ ২৩ ॥
ঘট্যানাং ঘটকোঽক্রুরো মথুরামনয়দ্ধরিম্।
মল্লান্ হত্বা হরিঃ কংসং সানুজং নিপপাত হ ॥ ২৪ ॥
নাস্তিক্যে বিগতে কংসে স্বাতন্ত্র্যমুগ্রসেনকম্।
তস্যৈব পিতরঃ কৃষ্ণঃ কৃতবান্ ক্ষিতিপালকম্ ॥ ২৫ ॥
কংসভার্য্যাদ্বয়ং গত্বা পিতরং মগধাশ্রয়ম্।
কর্ম্মকাণ্ডস্বরূপং তং বৈধব্যং বিন্যবেদয়ৎ ॥ ২৬ ॥
শ্রুত্বৈতন্মাগধো রাজা স্বসৈন্যপরিবারিতঃ।
সপ্তদশমহাযুদ্ধং কৃতবান্ মথুরাপুরে ॥ ২৭ ॥
হরিণা মর্দ্দিতঃ সোঽপি গত্বাষ্টাদশমে রণে।
অরুন্ধন্মথুরাং কৃষ্ণো জগাম দ্বারকাং স্বকাম্ ॥ ২৮ ॥

মানস করিলেন, তৎকালে রাজ্য-মদাসুর ঘোটকরূপী কেশী নিহত হইল ॥ ২৩ ॥ ঘটনীয় বিষয়সকলের ঘটক অক্রুর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান্ প্রথমে মল্লদিগকে নষ্ট করিয়া পরে অনুজ সহিত কংসকে নিপাত করিলেন ॥ ২৪ ॥ নাস্তিক্যরূপ কংস বিগত হইলে তাহার জনক স্বাতন্ত্র্যরূপ উগ্রসেনকে শ্রীকৃষ্ণ রাজসিংহাসন অর্পণ করিলেন ॥ ২৫ ॥ অস্তি-প্রাপ্তিনামা কংসের দুই ভার্য্যা কর্ম্মকাণ্ড-স্বরূপ জরাসন্ধকে আপন আপন বৈধব্যদশা নিবেদন করিলেন ॥ ২৬ ॥ তাহা শ্রবণ করিয়া মগধ-রাজ সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক মথুরাপুরীতে সপ্তদশবার মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইলেন ॥ ২৭ ॥ জরাসন্ধ পুনরায় মথুরা রোধ করিলে ভগবান্ স্বকীয়া দ্বারকাপুরীতে গমন করিলেন। মূল তাৎপর্য্য এই যে, নিষেকাদি শ্মশানান্ত দশকর্ম্ম, বর্ণচতুষ্টয় ও আশ্রমচতুষ্টয় এই আঠারটী কর্ম্মবিক্রম। তন্মধ্যে অষ্টাদশ বিক্রমরূপ চতুর্থাশ্রমদ্বারা জ্ঞানপীঠ অধিকৃত হইলে মুক্তি-

মথুরায়াং বসন্ কৃষ্ণো গুর্ব্বাশ্রমাশ্রয়াত্তদা।
পঠিত্বা সর্ব্বশাস্ত্রাণি দত্তবান্ মৃতজীবনম্ ॥ ২৯ ॥
স্বতঃসিদ্ধস্য কৃষ্ণস্য জ্ঞানং সাধ্যং ভবেন্ন হি।
কেবলং নরচিত্তেষু তদ্ভাবানাং ক্রমোদগতিঃ ॥ ৩০ ॥
কামিনামপি কৃষ্ণে তু রতিস্যান্মলসংযুতা।
সা রতিঃ ক্রমশঃ প্রীতির্ভবতীহ সুনির্ম্মলা ॥ ৩১ ॥
কুব্জায়াঃ প্রণয়ে তত্ত্বমেতদ্বৈ দর্শিতং শুভম্।
ব্রজভাবসুশিক্ষার্থং গোকুলে চোদ্ধবো গতঃ ॥ ৩২ ॥
পাণ্ডবা ধর্ম্মশাখা হি কৌরবাশ্চেতরাঃ স্মৃতাঃ।
পাণ্ডবানাং ততঃ কৃষ্ণো বান্ধবঃ কুলরক্ষকঃ ॥ ৩৩ ॥
অক্রূরং ভগবান্ দূতং প্রেরয়ামাস হস্তিনাম্।
ধর্ম্মস্য কুশলার্থং বৈ পাপিনাং ত্রাণকামুকঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়াং শ্রীকৃষ্ণলীলাবর্ণনং
নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

স্পৃহাজনিত ভগবত্তিরোভাব লক্ষিত হয় ॥ ২৮ ॥ (শ্রীকৃষ্ণ) যৎকালে মথুরায় ছিলেন, তৎকালে গুরুকুলে বাস করত অনায়াসে সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করিলেন ও গুরুদেবকে তন্মৃত-পুত্রের জীবন দান করিলেন ॥ ২৯ ॥ স্বতঃ-সিদ্ধ কৃষ্ণের বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন নাই, কিন্তু জ্ঞানপীঠরূপ মথুরাবস্থিতি-কালে নরবুদ্ধির জ্ঞানভাবের ক্রমোন্নতি হয়, ইহা প্রদর্শিত হইল ॥ ৩০ ॥ যাঁহারা কর্ম্মফল আত্মসাৎ করেন, তাঁহারা কামী। সেই কামীদিগের কৃষ্ণরতি মলযুক্ত কিন্তু অনেক দিবস পর্য্যন্ত ঐ সকাম কৃষ্ণরতি আলোচনা করিতে করিতে সুনির্ম্মল কৃষ্ণভক্তির উদয় হইয়া পড়ে ॥ ৩১ ॥ মথুরায় অবস্থিতি-কালে কুব্জার সহিত সাধারণী রতিজনিত যে প্রনয় হয় তাহা কুব্জার অন্তঃ-করণে সকাম ছিল কিন্তু সকাম প্রীতির চরমফলস্বরূপ শুদ্ধপ্রীতিও পরে

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

——০——

(শ্রীকৃষ্ণলীলা)

—০০—

কর্ম্মকাণ্ডস্বরূপোঽয়ং মাগধঃ কংসবান্ধবঃ।
রুরোধ মথুরাং রম্যাং ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপিণীম্ ॥ ১ ॥

উদিত হইয়াছিল। ব্রজভাব সর্ব্বোপরি ভাব; তাহা শিক্ষা করিবার জন্য গোকুলে উদ্ধবকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৩২ ॥ পাণ্ডবগণ ধর্ম্মশাখা ও কৌরবগণ অধর্ম্মশাখা, ইহা স্মৃতিতে কথিত আছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগেরই বান্ধব ও কুলরক্ষক ॥ ৩৩ ॥ ধর্ম্মের কুশলস্থাপন এবং পাপীদিগের ত্রাণ অভিপ্রায়ে ভগবান্ অক্রূরকে দূত করিয়া হস্তিনায় প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় কৃষ্ণলীলানামা পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ এতদ্দ্বারা প্রীত হউন।

——০*০——

কর্ম্মের গতি দুই প্রকার অর্থাৎ স্বার্থপর ও পরমার্থপর। পরমার্থপর কর্ম্মসকলকে কর্ম্মযোগ বলা যায়; কেননা জীবনযাত্রায় ঐ সকল কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানের পুষ্টি এবং কর্ম্মজ্ঞান উভয়ের যোগক্রমে ভগবদ্রতির পুষ্টি হইয়া থাকে। এই প্রকার কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পরস্পর সংযোগকে কেহ কেহ কর্ম্মযোগ, কেহ কেহ জ্ঞানযোগ, কেহ কেহ ভক্তিযোগ ও সারগ্রাহী লোকেরা সমন্বয় যোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু যে সকল কর্ম্ম স্বার্থপর তাহাদের নাম কর্মকাণ্ড; কর্মকাণ্ড প্রায়ই ঈশ্বর বিষয়ে অস্থিপ্রাপ্তিরূপ সংশয়কে উৎপন্ন করিয়া নাস্তিকতার সহিত তাহাদের উদ্বাহরূপ সংযোগ করিয়া থাকে। সেই কর্মকাণ্ডরূপ জরাসন্ধ ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপিণী রম্য

মায়য়া বান্ধবান্ কৃষ্ণো নীতবান্ দ্বারকাং পুরীম্।
ম্লেচ্ছতা-যবনং হিত্বা স রামো গতবান্ হরিঃ ॥ ২ ॥
মুচুকুন্দং মহারাজং মুক্তিমার্গাধিকারিণম্।
পদাহনদ্ দুরাচারস্তস্য তেজো হতস্তদা ॥ ৩ ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময্যাং বৈ দ্বারকায়াং গতো হরিঃ।
উবাহ রুক্মিণীং দেবীং পরমৈশ্বর্য্যরূপিণীম্ ॥ ৪ ॥
প্রদ্যুম্নঃ কামরূপো বৈ জাতস্তস্যাঃ হৃতস্তদা।
মায়ারূপেণ দৈত্যেন শম্বরেণ দুরাত্মনা ॥ ৫ ॥
স্বপত্ন্যা রতিদেব্যা স শিক্ষিতঃ পরবীরহা।
নিহত্যা শম্বরং কামো দ্বারকাং গতবাংস্তদা ॥ ৬ ॥

মথুরাপুরীকে রোধ করিল ॥ ১ ॥ ভক্তসমাজরূপ বান্ধবগণকে শ্রীকৃষ্ণ বৈধ-ভক্তিযোগরূপ দ্বারকাপুরীতে স্বেচ্ছাক্রমে লইয়া গেলেন। বর্ণাশ্রমরূপ সাংসারিক বিধিরাহিত্যকে যবন বলা যায়, অবৈধকার্য্যবশতঃ যবন-ধর্ম ম্লেচ্ছতাভাবাপন্ন, ঐ যবন কর্মকাণ্ডের সাহায্যে জ্ঞানের বিরোধী ছিল, মুক্তিমার্গাধিকাররূপ মুচুকুন্দ রাজাকে ঐ যবন পদাঘাত করায় তাঁহার তেজে ঐ দুরাচার হত হইল। ॥ ২-৩ ॥ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী দ্বারকাপুরীতে অবস্থিত হইয়া পরমৈশ্বর্য্যরূপিণী রুক্মিণীদেবীকে ভগবান্ বিবাহ করিলেন ॥ ৪ ॥ কামরূপ প্রদ্যুম্ন রুক্মিণীর গর্ভজাতমাত্রেই দুরাত্মা মায়ারূপী শম্বর কর্ত্তৃক হৃত হইলেন ॥ ৫ ॥ পুরাকালে শুষ্ক বৈরাগ্যগত মহাদেব কর্ত্তৃক কামদেবের শরীর ভস্মসাৎ হইয়াছিল, তৎকালে রতিদেবী বিষয়-ভোগরূপ আসুরীভাবাশ্রয় করিয়াছিলেন কিন্তু বৈধী ভক্তিমার্গ উদয় হইলে ভস্মীভূত কাম কৃষ্ণপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করত স্বপত্নী রতিদেবীকে আসুরীভাব হইতে উদ্ধার করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, যুক্তবৈরাগ্যে বৈধকাম ও রতির অস্বীকার নাই। স্বপত্নী রতিদেবীর শিক্ষায় অতিবলবান্

মানময্যাশ্চ রাধায়াং সত্যভামাং কলাং শুভাম্।
উপযেমে হরিঃ প্রীত্যা মণ্যুদ্ধারছলেন চ ॥ ৭ ॥

মাধুর্য্যহ্লাদিনীশক্তেঃ প্রতিচ্ছায়াস্বরূপকাঃ।
রুক্মিণ্যাদ্যা মহিষ্যোঽষ্ট কৃষ্ণস্যান্তঃপুরে কিল ॥ ৮ ॥

ঐশ্বর্য্যে ফলবান্ কৃষ্ণঃ সন্ততের্বিস্তৃতির্যতঃ।
সাত্বতাং বংশসংবৃদ্ধিঃ দ্বারকায়াং সতাং হৃদি ॥ ৯ ॥

স্থূলার্থ-বোধকে গ্রন্থে ন তেষামর্থনির্ণয়ঃ।
পৃথগ্-রূপেণ কর্ত্তব্যঃ সুধিয়ঃ প্রথয়ন্তু তৎ ॥ ১০ ॥

অদ্বৈতরূপিণং দৈত্যং হত্বা কাশীং রমাপতিঃ।
হরধামাদহৎ কৃষ্ণস্তদ্দুষ্টমতপীঠকম্ ॥ ১১ ॥

কামদেব, বিষয়ভোগস্বরূপ শম্বরকে বধ করতঃ দ্বারকা গমন করিলেন ॥ ৬ ॥ মানময়ী রাধিকার কলাস্বরূপা সত্যভামাকে মণি উদ্ধার করতঃ বিবাহ করিলেন ॥ ৭ ॥ মাধুর্য্যগত হলাদিনী শক্তির ঐশ্বর্য্যভাবে প্রতিফলিত রুক্মিণ্যাদি অষ্টমহিষী দ্বারকায় কৃষ্ণ-প্রিয়া হইয়াছিলেন ॥ ৮ ॥ মাধুর্য্যগত ভগবদ্ভাব যেরূপ অখণ্ড, ঐশ্বর্য্যগত বৈদীভক্ত্যাশ্রয় দ্বারকানাথের ভাব সেরূপ নয়, যেহেতু ফলরূপে ঐ ভাবের সন্তানসন্ততিক্রমে বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল ॥ ৯ ॥ এই স্থূলার্থবোধক গ্রন্থে ঐ সন্তানতত্ত্বের অর্থ নির্ণয় করা যাইবে না। পৃথক্ গ্রন্থে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ঐ সকল তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা বিস্তার করুন ॥ ১০ ॥ হরধামরূপ কাশীতে অদ্বৈতমতরূপ আসুরিক মতের উদয় হয়, যাহাতে আমি বাসুদেব বলিয়া এক দুষ্ট ব্যক্তি ঐ মত প্রচার করেন। রমাপতি ভগবান্ তাহাকে বধ করিয়া ঐ মতের দুষ্ট পীঠস্বরূপ কাশীধামকে দগ্ধ করেন ॥ ১১ ॥ ভগবত্তত্ত্বকে ভৌমবুদ্ধি করিয়া নরকাসুরের ভৌমনাম

ভৌমবুদ্ধিময়ং ভৌমং হত্বা স গরুড়াসনঃ।
উদ্ধৃত্য রমণীবৃন্দমুপযেমে প্রিয়ঃ সত্যম্ ॥ ১২ ॥
ঘাতয়িত্বা জরাসন্ধং ভীমেন ধর্ম্মভ্রাতৃণা।
অমোচয়দ্ভূমিপালান্ কর্ম্মপাশস্য বন্ধনাৎ ॥ ১৪ ॥
যজ্ঞে চ ধর্ম্মপুত্রস্য লব্ধা পূজমশেষতঃ
চকর্ত্ত শিশুপালস্য শিরঃ সংদ্বেষ্টুরাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥
কুরুক্ষেত্ররণে কৃষ্ণো ধরাভারং নিবর্ত্ত্য সঃ।
সমাজরক্ষণং কার্য্যমকরোৎ করুণাময় ॥ ১৫ ॥
সর্ব্বাসাং মহিষীণাঞ্চ প্রতিসদ্ম হরি মুনিঃ।
দৃষ্ট্বা চ নারদোঽগচ্ছদ্বিস্ময়ং তত্ত্বনির্ণয়ে ॥ ১৬ ॥

হয়। তাহাকে বধ করিয়া গরুড়াসন ভগবান্ অনেক রমণীবৃন্দকে উদ্ধার করত তাহাদিগকে বিবাহ করিলেন। পৌত্তলিক মত নিতান্ত হেয় যেহেতু পরমতত্ত্বে সামান্য বুদ্ধি করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম, শ্রীমূর্ত্তিসেবন ও পৌত্তলিক মতে অনেক ভেদ আছে। পরমার্থতত্ত্বের নির্দ্দেশক শ্রীমূর্ত্তিসেবন দ্বারা পরমার্থপ্রাপ্ত হওয়া যায়, নিরাকারবাদরূপ ভৌতিক তত্ত্বের ব্যতিরেক ভাবকে পরব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করা অথবা মায়িক কোন বস্তু বা গঠনকে পরমেশ্বর বলিয়া জানাই পৌত্তলিকতা অর্থাৎ ভগবদিতর বস্তুতে ভগবন্নির্দ্দেশ। এই মতের অনুগামী লোক সকলকে ভগবান্ উদ্ধার করত স্বয়ং স্বীকার করিলেন ॥ ১২ ॥ ধর্মভ্রাতা ভীমের দ্বারা জরাসন্ধকে বধ করিয়া অনেকানেক রাজাদিগকে কর্মপাশ হইতে উদ্ধার করিলেন ॥ ১৩ ॥ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে অশেষ পূজা গ্রহণ করত আত্মবিদ্বেষী অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপ বিদ্বেষ শিশুপালের শিরচ্ছেদ করিলেন ॥ ১৪ ॥ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে পৃথিবীর ভার অপনোদন করিয়া ভগবান্ ধর্মস্থাপনপূর্ব্বক সমাজ রক্ষা করিলেন ॥ ১৫ ॥ নারদমুনি দ্বারকায় আগমন করিয়া প্রতি মহিষীর গৃহে শ্রীকৃষ্ণকে একইকালে দর্শন করত

কদর্য্যভাবরূপঃ স দন্তবক্রো হতস্তদা।
সুভদ্রাং ধর্ম্মভ্রাত্রে হি নরায় দত্তবান্ প্রভুঃ ॥ ১৭ ॥

শাল্বমায়াং নাশয়িত্বা ররক্ষ দ্বারকাং পুরীম্।
নৃগন্তু কৃকলাসত্বাৎ কর্ম্মপাশাদমোচয়ৎ ॥ ১৮ ॥

সুদাম্না প্রীতিদত্তঞ্চ তণ্ডুলং ভুক্তবান্ হরিঃ।
পাষণ্ডানাং প্রদত্তেন মিষ্টেন ন তথা সুখী ॥ ১৯ ॥

বলোঽপি শুদ্ধজীবোঽয়ং কৃষ্ণপ্রেমবশং গতঃ।
অবধীদ্দ্বিবিদং মূঢ়ং নিরীশ্বরপ্রমোদকম্ ॥ ২০ ॥

ভাগবতত্ত্বের গাম্ভীর্য্যে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সর্ব্বজীবে এবং সর্ব্বত্র ভগবান্ পূর্ণরূপে বিলাসবান্ হইয়া একই কালে অবস্থিত আছেন, ইহা একটী অপূর্ব্ব তত্ত্ব। সর্ব্বব্যাপী ভাবটী এই তত্ত্বের নিকট নিতান্ত সামান্য বোধ হয় ॥ ১৬ ॥ অসভ্যতারূপ দন্তবক্র হত হইলেন। পুনশ্চ ধর্ম্মভ্রাতা অর্জ্জুনকে স্বীয় ভগ্নী সুভদ্রা দেবীর পাণি প্রদান করিলেন। যেস্থলে ভোগ্যস্বরূপ জীবের স্ত্রীত্ব সম্পন্ন হয় নাই, সেস্থলে সখ্যভাগবত-হলাদিনী-শক্তি-সম্বন্ধ-স্থাপনার্থে ভগবদ্ভাবের সন্নিকৃষ্ট ভগিনীত্বপ্রাপ্ত কোন অচিন্ত্য ভক্তভাবকে সুভদ্রারূপে কল্পনা করা যায়। ঐ ভাব অর্জ্জুনের ন্যায় ভক্তবিশেষের ভোগ্য হয়। ব্রজ-ভাবের ন্যায় ঐ ভাব উৎকৃষ্ট নয় ॥ ১৭ ॥ শাল্বমায়া বিনাশ করিয়া ভগবান্ দ্বারকাপুরী রক্ষা করিলেন। বৈজ্ঞানিক শিল্প ভাগবৎকার্য্যের নিকট কিছুই নয়। নৃগরাজ অনুচিতকর্ম্মফলে কৃকলাসত্ব ভোগ করিতেছিলেন, ভগবৎকৃপায় তাহা হইতে উদ্ধার পাইলেন ॥ ১৮ ॥ পাষণ্ডদত্ত অতিশয় উপাদেয় দ্রব্যও ভগবদ্গ্রাহ্য নয়, কিন্তু প্রীতিদত্ত অতি সামান্য দ্রব্যও ভগবানের আদরণীয় হয়, ইহা সুদামা ব্রাহ্মণের তণ্ডুলকণ ভক্ষণ করিয়া দেখাইলেন ॥ ১৯ ॥ নিরীশ্বর প্রমোদরূপ দ্বিবিদ-বানর কৃষ্ণপ্রেমময় শুদ্ধজীব বলদেব কর্ত্তৃক

স্বসম্বিন্নির্ম্মিতে ধাম্নি হৃদগতে রোহিণীসুতঃ।
গোপীভির্ভাবরূপাভী রেমে বৃহদ্বনান্তরে ॥ ২১ ॥
ভক্তানাং হৃদয়ে শশ্বৎ কৃষ্ণলীলা প্রবর্ত্ততে।
নটোঽপি স্বপুরং যাতি ভক্তানাং জীবনাত্যয়ে ॥ ২২ ॥
কৃষ্ণেচ্ছা কালরূপা সা যাদবান্ ভাবরূপকান্।
নিবর্ত্ত্য রঙ্গতঃ সাধ্বী দ্বারকাং প্লাবয়ত্তদা ॥ ২৩ ॥
প্রভাসে ভগবজ্‌জ্ঞানে জরাক্রান্তান্ কলেবরান্।
পরস্পরবিবাদেন মোচয়ামাসনন্দিনী ॥ ২৪ ॥
কৃষ্ণভাবস্বরূপোঽপি জরাক্রান্তাৎ কলেবরাৎ।
নির্গতো গোকুলং প্রাপ্তো মহিম্নি স্বে মহীয়তে ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়াং কৃষ্ণলীলাবর্ণনং
নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

নিহত হইল ॥ ২০ ॥ জীবসম্বিন্নির্ম্মিতধামে বৃহদ্বনের মধ্যে ভাবরূপা গোপীদিগের সহিত বলদেব প্রেমলীলা করিলেন ॥ ২১ ॥ এই সমস্ত লীলা ভক্তগণের হৃদ্দেশবর্ত্তী, কিন্তু ভক্তগণের মর্ত্ত্যদেহ পরিত্যাগকালে, রঙ্গস্থিত নটের রঙ্গত্যাগের ন্যায়, অদৃশ্য হয় ॥ ২২ ॥ কালরূপা শ্রীকৃষ্ণেচ্ছা ভাবরূপ যাদবদিগকে লীলারঙ্গ হইতে নিবৃত্ত করিয়া দ্বারকাধামকে বিস্মৃতিসাগরের উর্ম্মিদ্বারা প্লাবিত করিলেন। ভগবানের ইচ্ছা সর্ব্বদা পবিত্র। ইহাতে কিছুমাত্র অমঙ্গল নাই। ভক্তগণকে বৈকুণ্ঠাবস্থা প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে মায়িক শরীর হইতে ভিন্ন করিয়া লন ॥ ২৩ ॥ সেই পরমানন্দদায়িনী কৃষ্ণেচ্ছা ভক্তদিগের জরাক্রান্ত কলেবরসকল ভগবজ্‌জ্ঞানরূপ প্রভাসক্ষেত্রে পরিত্যাগ করাইলেন। শরীরের অপটু অবস্থায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেহ কাহারও শাসনাধীনে না থাকায় পরস্পর বিবাদ করে। বিশেষতঃ দেহত্যাগকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে, কিন্তু ভক্তদিগের চিত্তে ভগবত্তত্ত্ব কখনই নিবৃত্ত হয় না ॥ ২৪ ॥

[illegible]

—ঃ **** ঃ—

(শ্রীকৃষ্ণলীলা)

—*ঃঃ*—

এষা লীলা বিভোর্নিত্যা গোলোকে শুদ্ধধামনি।
স্বরূপভাবসম্পন্না চিদ্রূপবর্ত্তিনী কিল ॥ ১ ॥

ভক্তহৃদয়ে যে ভগবদ্ভাব থাকে তাহা ভক্তকলেবর বিচ্ছিন্ন হইলে, ভক্তের শুদ্ধ আত্মার সহিত স্বীয় মহিমা প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠস্থ প্রদেশবিশেষ গোকুলে নিত্য বিরাজমান হইতে থাকে।

ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় শ্রীকৃষ্ণলীলাবর্ণননামা ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।
শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে প্রীত হউন।

—*—

চিৎপ্রভাবগত পরা শক্তির সন্ধিনীভাবকৃত বৈকুণ্ঠ, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠ তিনভাগে বিভক্ত অর্থাৎ মাধুর্য্যগত বিভাগ, ঐশ্বর্য্যগত বিভাগ ও নির্ব্বিশেষ বিভাগ। নির্ব্বিশেষ বিভাগটী বৈকুণ্ঠের আবরণ-ভূমি। বহিঃপ্রকোষ্ঠের নাম নারায়ণধাম এবং অন্তঃপুরের নাম গোলোক। নির্ব্বিশেষ উপাসকেরা নির্ব্বিশেষ বিভাগ অর্থাৎ ব্রহ্মধামকে প্রাপ্ত হইয়া মায়া-জনিত শোক হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। ঐশ্বর্য্যগত ভক্তবৃন্দ নারায়ণধাম প্রাপ্ত হইয়া অভয়লাভ করেন। মাধুর্য্যস্বাবী ভক্তজন অন্তঃপুরস্থ হইয়া কৃষ্ণামৃত লাভ করেন। অশোক অভয় ও অমৃত—এই তিনটী শ্রীকৃষ্ণের ত্রিপাদ বিভূতি নিত্য বৈকুণ্ঠগত। বিভূতিযোগে পরব্রহ্মের নাম বিভু হইয়াছে। মায়িক জগৎটী শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থ বিভূতি। আবির্ভাব হইতে অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত নানা-সম্বন্ধঘটিত লীলা গোলোকধামে বর্ত্তমান আছে। বদ্ধজীবে যে গোলোকভাব প্রতিভাত আছে, তাহাতেও এই লীলা নিত্যা,

জীবে সাম্বন্ধিকী সেয়ং দেশকালবিচারতঃ।
প্রবর্ত্তেত দ্বিধা সাপি পাত্রভেদক্রমাদিহ ॥ ২ ॥

যেহেতু অধিকারভেদে কোন ভক্তহৃদয়ে এই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণ জন্ম হইতেছে, কোন ভক্তহৃদয়ে বস্ত্রহরণ, কোন হৃদয়ে মহারাস, কোন হৃদয়ে পূতনাবধ, কোন হৃদয়ে কংসবধ, কোন হৃদয়ে কুব্জাপ্রণয় এবং কোন হৃদয়ে ভক্তের জীবনত্যাগ সময়ে অন্তর্দ্ধান হইতেছে। যেমত জীবসকল অনন্ত, তদ্রূপ জগৎসংখ্যাও অনন্ত, অতএব এক জগতে এক লীলা ও অন্য জগতে অন্য লীলা, এরূপ শশ্বৎ বর্ত্তমান আছে। অতএব ভগবানের সমস্ত লীলাই নিত্যা, কখনই লীলার বিরাম নাই, যেহেতু ভগবচ্ছক্তি সর্ব্বদাই ক্রিয়াবতী। এই সমস্ত লীলাই স্বরূপ ভাব-গত অর্থাৎ মায়িকবিকারগত নয়। যদিও মায়াবশতঃ বদ্ধজীবে ঐ লীলা বিকৃতবৎ বোধ হয়, তথাপি তার নিগূঢ়-সত্তা চিদ্রূপবর্ত্তিনী ॥ ১ ॥ সেই লীলা গোলোকধামে স্বরূপভাবসম্পন্না আছে, কিন্তু বদ্ধজীবসম্বন্ধে তাহা সাম্বন্ধিকী। বদ্ধজীবসকল দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ লীলা দেশগত, কালগত ও পাত্রগতভেদ অবলম্বনপূর্ব্বক ভিন্ন-ভিন্নাকাররূপে দৃষ্ট হয়। লীলা কখনই সমল হয় নাই, কিন্তু আলোচকদিগের মলযুক্ত বিচারে উহার ভিন্নতা পরিদৃশ্য হয়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, চিজ্জগতের ক্রিয়াসকল বদ্ধজীবে স্বরূপভাবে স্পষ্ট পরিদৃশ্য হয় না, কেবল সমাধিদ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হয়, তাহার ঐ স্বরূপ ভাবের মায়িক প্রতিচ্ছায়াকে লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধ হয়। এতদ্ধেতুক ব্রজলীলাদিতে যে সকল দেশ*-নিদর্শন, কাল-† নিদর্শন ও ব্যক্তি ††-নিদর্শন লক্ষিত হয়, ঐ সকল নিদর্শন** ঐ সকল নিদর্শন পাত্রবিচারক্রমে দুইপ্রকার

* বৃন্দাবন-মথুরাদি স্থানীয় ভূমি। † দ্বাপরাদি কাল। †† যদুবংশ ও গোবংশজাত পুরুষগণ। ** যে সত্তা বা কার্য্য কোন অনির্ব্বচনীয় সত্তা বা কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া দেখায়, তাহার নাম নিদর্শন। গ্রঃ কঃ।

ব্যক্তিনিষ্ঠা ভবেদেকা সর্ব্বনিষ্ঠাঽপরা মতা।
ভক্তিমদ্ধৃদয়ে সা তু ব্যক্তিনিষ্ঠা প্রকশতে॥ ৩॥
যা লীলা সর্ব্বনিষ্ঠা তু সমাজজ্ঞানবর্দ্ধনাৎ।
নারদব্যাসচিত্তেষু দ্বাপরে সা প্রবর্ত্তিতা॥ ৪॥
দ্বারকায়াং হরিঃ পূর্ণো মধ্যে পূর্ণতরঃ স্মৃতঃ।
মথুরায়াং বিজানীয়াৎ ব্রজে পূর্ণতমঃ প্রভুঃ॥ ৫॥

কার্য্য করে। কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের পক্ষে তাহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের স্থল। সেরূপ স্থূল নির্দ্দেশ ব্যতীত তাঁহাদের ক্রমোন্নতির পন্থান্তর নাই। উত্তমাধিকারীদিগের পক্ষে তাহারা চিদ্গত-বৈচিত্র্য-প্রদর্শকরূপে সম্যক্ আদৃত হইয়াছে। মায়িক সম্বন্ধ দূর হইলে জীবের পক্ষে স্বরূপ-লীলা প্রত্যক্ষ হইবে॥ ২॥ বদ্ধজীবে ভগবল্লীলা স্বভাবতঃ সাম্বন্ধিকী ঐ সাম্বন্ধিকী ভাব দুই প্রকার—ব্যক্তিনিষ্ঠ ও সর্ব্বনিষ্ঠ। বিশেষ বিশেষ ভক্তহৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইয়া আসিয়াছে তাহা ব্যক্তিনিষ্ঠ। ঐ ব্যক্তিনিষ্ঠ ভাবকর্ত্তৃক প্রহ্লাদ, ধ্রুব ইত্যাদি ভক্তগণের হৃদয় অতি প্রাচীন কালেও ভগবল্লীলার পীঠস্বরূপ হইয়াছিল॥ ৩॥ যেমত কোন বিশেষ ব্যক্তির জ্ঞানোদয়ক্রমে ভগবদ্ভাবের উদয় হইয়া তাহার হৃদয় পবিত্র করে তদ্রূপ সমস্ত জনসমাজকে এক ব্যক্তি জ্ঞান করিয়া উহার বাল্য, যৌবন, ও বৃদ্ধাবস্থা বিচার করিলে দেখা যায় যে, সাধারণ আলোচনাক্রমে কোন সময়ে ভগবদ্ভাব সামাজিক সম্পত্তি হইয়া উঠে এবং সমাজের জ্ঞানবৃদ্ধিক্রমে প্রথমে উহা কর্ম্মবশ, পরে জ্ঞানপর এবং অবশেষে চিদনুশীলনরূপ পরম ধর্ম্মের প্রবলতাক্রমে বিশুদ্ধ হইয়া উঠে। সেই সর্ব্ব-নিষ্ঠ লীলাগত ভাব দ্বাপরযুগে নারদ-ব্যাসাদির চিত্তে উদিত হওয়াতে অপ্রাকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে॥ ৪॥ সমাজ-জ্ঞানবৃদ্ধিক্রমে যে কৃষ্ণলীলারূপ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকাশ হইল তাহা তিন ভাগে বিভাজ্য। তন্মধ্যে দ্বারকালীলা প্রথম ভাগ এবং ভগবান্ তাহাতে ঐশ্বর্য্যাত্মক বিধিপরায়ণ বিভু-

পূর্ণত্বং কল্পিতং কৃষ্ণে মাধুর্য্যশুদ্ধতাক্রমাৎ।
ব্রজলীলাবিলাসো হি জীবানাং শ্রেষ্ঠভাবনা ॥ ৬ ॥

গোপিকারমণং তস্য ভাবানাং শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
শ্রীরাধারমণং তত্র সর্ব্বোর্দ্ধভাবনা মতা ॥ ৭ ॥

এতস্য রসরূপস্য ভাবস্য চিদগতস্য চ।
আস্বাদনপরা যে তু তে নরা নিত্যধর্ম্মিনঃ ॥ ৮ ॥

স্বরূপ উদিত হইয়াছেন। মধ্যলীলা মাথুর বিভাগে লক্ষিত হয়; তাহাতে ভগবানের ঐশ্বর্য্য ততদূর প্রস্ফুটিত নহে, অতএব অধিকতর মাধুর্য্য তাহাতে নিহিত আছে। কিন্তু তৃতীয় বিভাগে ব্রজলীলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যে লীলাতে যতদূর মাধুর্য্য, সেই লীলা ততদূর উৎকৃষ্ট ও স্বরূপ-সন্নিকর্ষ। অতএব ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণতম। ঐশ্বর্য্য যদিও বিভূতির অঙ্গবিশেষ, তথাপি কৃষ্ণতত্ত্বে তাহার প্রাবল্য সম্ভব হয় না; যেহেতু যেখানে ঐশ্বর্য্যের অধিক প্রভাব, সেইখানেই মাধুর্য্যের লোপ হয়। ইহা মায়িক জগতেও প্রতীয়মান আছে। অতএব গো, গোপ, গোপী গোপবেশ, গোপ-সোদ্ভূতে নবনীত, বন, কিশলয়, যমুনা, বংশী প্রভৃতি যে স্থানের সম্পত্তি, সেই স্থানই ব্রজগোকুল, অর্থাৎ বৃন্দাবন বলিয়া সমস্ত মাধুর্য্যের আস্পদ হইয়াছে। সেখান ঐশ্বর্য্য কি করিবে ॥ ৫-৬ ॥ সেই ব্রজলীলায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গাররূপ চারিটি সম্বন্ধাশ্রিত পরম রস চিদ্বিলাসের উপকরণস্বরূপ সর্ব্বদা বিরাজমান হইতেছে। সেই সমস্ত রসের মধ্যে গোপীদিগের সহিত ভগবল্লীলাসই শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে গোপীগণের শিরোমণি শ্রীমতী রাধিকার সহিত ভগবল্লীলা সর্ব্বোত্তম ভাবনা বলিয়া লক্ষিত হয় ॥ ৭ ॥ যাঁহারা এই রসরূপ চিদ্গতভাবের আস্বাদনপর, তাঁহারাই নিত্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন ॥ ৮ ॥ কোন কোন মধ্যমাকাধিকারী পুরুষেরা যুক্তির সীমাতিক্রম

সামান্যবাক্যযোগে তু রসানাং কুত্র বিস্তৃতিঃ।
অতো বৈ কবিভিঃ কৃষ্ণলীলাতত্ত্বং বিতন্যতে ॥ ৯ ॥

আশঙ্কা করিয়া বলিয়া থাকেন যে, সামান্য ভাবসূচক বাক্যসংযোগদ্বারা এইরূপ তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর, কৃষ্ণলীলাবর্ণনরূপে নিদর্শনের প্রয়োজন নাই। এরূপ মন্তব্য ভ্রমজনিত, যেহেতু সামান্য বাক্যযোগে বৈকুণ্ঠবৈচিত্র্য প্রদর্শিত হয় না। এক অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম আছেন তাঁহার উপাসনা কর, এরূপ কহিলে আত্মার চরমধর্ম্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত হয় না। সম্বন্ধযোজনা ব্যতীত উপাসনাকার্য্য সম্ভব হয় না। মায়া নিবৃত্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মে অবস্থান করাকে উপাসনা বলা যায় না, যেহেতু ঐ কার্য্যে প্রতিষেধকরূপ ব্যতিরেক-ভাব-ব্যতীত কোন অন্বয় ভাবের বিধান হইল না। ব্রহ্মকে দর্শন কর, ব্রহ্মের চরণাশ্রয় গ্রহণ কর ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণ বিশেষ ধর্ম্মের স্বীকার করা হইল। এস্থলে বিবেচনা করিতে হইবে যে, ঐ বিশেষে সম্পূর্ণ সন্তোষ না হওয়ায় তাঁহাকে প্রভু, পিতা ইত্যাদি সম্বোধন প্রয়োগ করা যায়, তদ্দ্বারা মায়িক সম্বন্ধ দৃষ্টিপূর্ব্বক কোন অনির্ব্বচনীয় লক্ষ্য আছে। মায়িকসত্তা ও কার্য্যকে নিদর্শনরূপে স্বীকার করিতে হইলে, বৈকুণ্ঠগত সমস্ত সম্বন্ধ-ভাবের মায়িক প্রতিফলনকে নিদর্শনস্বরূপে সংগ্রহ করত সারগ্রহণ প্রবৃত্তি-দ্বারা বৈকুণ্ঠগত সত্তা ও কার্য্যসকলকে অন্বেষণ করিতে সারগ্রাহী লোক ভীত হইবেন না। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ বুঝিতে না পারিয়া পাছে আমাদিগকে পৌত্তলিক বলেন, এই অসার ভয়কে শিরোধার্য্য করিয়া আমরা কি পরমার্থ-রত্নকে বিসর্জ্জন দিব? যাঁহারা নিন্দা করিবেন, তাঁহারা নিজ নিজ কৃত সিদ্ধান্ত কোমলশ্রদ্ধ। তাহাদিগ হইতে উচ্চাধিকারী হইয়া আমরা কিজন্য তাঁহাদিগকে আশঙ্কা করিব? সামান্য বাক্যযোগে রসতত্ত্বের বিস্তৃতি হয় না, এজন্য ব্যাসাদি কবিগণ শ্রীকৃষ্ণলীলাতত্ত্ব বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়াছেন। ঐ অপূর্ব্বলীলাবর্ণন কোমলশ্রদ্ধ ও উত্তমাধিকারী উভয়েরই পরমশ্রদ্ধাস্পদ

ঈশো ধ্যাতো বৃহজ্‌জ্ঞাতং যজ্ঞেশো যজিতস্তথা।
ন রাতি পরমানন্দং যথা কৃষ্ণঃ প্রসেবিতঃ ॥ ১০ ॥
বদন্তি তত্ত্বতঃ কৃষ্ণং পঠিত্বেদং সুবৈষ্ণবাঃ।
লভন্তে তৎফলং যত্তু লভেদ্ভাগবতে নরঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়াং কৃষ্ণলীলাতত্ত্ববিচারবর্ণনং
নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

॥ ৯ ॥ প্রকৃষ্টরূপে সেবিত হইলে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র যে পরিমাণে পরমানন্দ দান করেন, তাহা ধ্যানযোগে জীবাত্মা-সহচর ঈশ্বর, জ্ঞানযোগে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, কর্ম্মযোগে যজ্ঞেশ্বর উপাসিত হইয়া প্রদান করেন না। অতএব সর্ব্ব-জীবের পক্ষে হয় কোমলশ্রদ্ধরূপে অথবা পরমসৌভাগ্যক্রমে উত্তমাধিকাররূপে কৃষ্ণসেবাই একমাত্র পরম ধর্ম্ম ॥ ১০ ॥ সমস্ত সুবৈষ্ণবগণ এই কৃষ্ণসংহিতা পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত হইবেন; শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনার যে সমস্ত ফল ভাগবতে কথিত হইয়াছে, ঐ সমস্ত ফলই এই গ্রন্থ সর্ব্বদা আলোচনা করিলে লব্ধ হয় ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতায় কৃষ্ণলীলাতত্ত্ববিচারনামা সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে প্রীত হউন।

——o——

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

—০*০—

(ব্রজভাবানামন্বয়-ব্যতিরেক-বিচারঃ)

——০——

অত্রৈব ব্রজভাবানাং শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তমশেষতঃ।
মথুরা-দ্বারকা-ভাবাস্তেষাং পুষ্টিকরা মতাঃ॥ ১॥
জীবস্য মঙ্গলার্থায় ব্রজভাবো বিবিচ্যতে।
যদ্ভাবসঙ্গতো জীবশ্চামৃতত্বায় কল্পতে॥ ২॥
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বিবিচ্যায়ং নয়াধুনা।
অন্বয়াৎ পঞ্চ সম্বন্ধাঃ শান্তদাস্যাদয়শ্চ যে॥ ৩॥
কেচিত্তু ব্রজরাজস্য দাসভাবগতাঃ সদা।
অপরে সখ্যভাবাঢ্যাঃ শ্রীদামসুবলাদয়ঃ॥ ৪॥
যশোদা-রোহিণী-নন্দো বাৎসল্যভাবসংস্থিতাঃ।
রাধাদ্যাঃ কান্তভাবে তু বর্ত্তন্তে রাসমণ্ডলে॥ ৫॥
বৃন্দাবনং বিনা নাস্তি শুদ্ধসম্বন্ধভাবকঃ।
অতো বৈ শুদ্ধজীবানাং রম্যে বৃন্দাবনে রতিঃ॥ ৬॥

এই গ্রন্থে ব্রজভাবসকলের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা অশেষরূপে উক্ত হইয়াছে। মথুরা ও দ্বারকাগত ভাবসকল ব্রজভাবের পুষ্টিকর ॥ ১॥ যে ব্রজভাবে আসক্তি করিয়া জীব অমৃততত্ত্ব প্রাপ্ত হন, তাহাই এক্ষণে জীবের মঙ্গল-সাধনের অভিপ্রায়ে বিবেচিত হইবে ॥ ২॥ সেই ব্রজভাবসকল সম্প্রতি অন্বয়ব্যতিরেকরূপে বিবেচিত হইবে। অন্বয়বিচারে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চ সম্বন্ধের আলোচনা হইয়া থাকে ॥ ৩॥ কেহ কেহ ব্রজরাজের দাস্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং শ্রীদাম-সুবলাদি ভক্তগণ সখ্যভাবে সেবা করেন ॥ ৪॥ যশোদা, রোহিণী, নন্দ প্রভৃতি বাৎসল্যভাবের পাত্র এবং শ্রীরাধিকা প্রভৃতি

তত্রৈব কান্তভাবস্য শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রসম্মতা।
জীবস্য নিত্যধর্ম্মোঽয়ং ভগবদ্ভোগ্যতা মতা ॥ ৭ ॥
ন তত্র কুণ্ঠতা কাচিৎ বর্ত্ততে জীবকৃষ্ণয়োঃ।
অখণ্ডপরমানন্দঃ সদা স্যাৎ প্রীতিরূপধৃক্ ॥ ৮ ॥
সম্ভোগসুখপুষ্ট্যর্থং বিপ্রলম্ভোঽপি সম্মতঃ।
মথুরা-দ্বারকা-চিন্তা ব্রজভাববিবর্দ্ধিনী ॥ ৯ ॥
প্রপঞ্চবদ্ধজীবানাং বৈধধর্ম্মাশ্রয়াৎ পুরা।
অধুনা কৃষ্ণসংপ্রাপ্তৌ পরকীয়রসাশ্রয়ঃ ॥ ১০ ॥

গোপীগণ কান্তাভাব প্রাপ্ত হইয়া রাসমণ্ডলে বর্ত্তমান আছেন ॥ ৫ ॥ বৃন্দাবন বিনা অন্যত্র শুদ্ধসম্বন্ধভাব নাই। এতন্নিবন্ধন শুদ্ধ জীবদিগের বৃন্দাবন-ধামে স্বাভাবিকী রতি হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥ বৃন্দাবনস্থ কান্তভাবই সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত শ্রেষ্ঠ, যেহেতু জীবের ভোগ্যতা ও ভগবানের ভোক্তৃস্বরূপ নিত্যধর্ম ইহাতে বিশুদ্ধরূপে লক্ষিত হয় ॥ ৭ ॥ নিত্যধর্ম্মে অবস্থিত জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে কোনপ্রকার কুণ্ঠতা নাই। অখণ্ড পরমানন্দ উহাতে প্রীতিরূপে নিত্য বর্ত্তমান আছে ॥ ৮ ॥ জীব ও কৃষ্ণের সম্ভোগসুখই ব্রজরসের নিত্য প্রয়োজন। সেই সুখের পুষ্টি করিবার জন্য বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস-রূপ বিরহভাব নিতান্ত প্রয়োজন। মথুরা ও দ্বারকা চিন্তাধারা তাহা সিদ্ধ হয়। অতএব মথুরা ও দ্বারকাদি-ভাব ব্রজভাবের পুষ্টিকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৯ ॥ প্রপঞ্চ বদ্ধ জীবের অধিকার-ক্রমানুসারে আদৌ বৈধ ভক্তির আশ্রয় থাকে, পরে রাগোদয় হইলে ব্রজভাবের উদ্গম হয়। জন-সমাজে বৈধানুশীলন এবং স্বীয়ান্তঃকরণে কৃষ্ণরাগাশ্রয় যৎকালে হইতে থাকে, সেই কালে শ্রীকৃষ্ণে পরকীয় রসের কল্পনা করা যায়। যেমন কোন স্ত্রী নিজ বিবাহিত স্বামীকে বাহ্যাদর করত কোন পরপুরুষের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে গোপনে অনুরক্ত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বাশ্রিত বৈধমার্গের বিধিসকল

শ্রীগোপী-ভাবমাশ্রিত্য মঞ্জরী-সেবনং তদা।
সখীনাং সঙ্গতিস্তস্মাৎ তস্মাদ্রাধাপদাশ্রয়ঃ॥ ১১॥

ও ঐ সকল বিধির নিয়ন্তা ও রক্ষকসকলের প্রতি কেবল বাহ্য সম্মান করত ভিতরে ভিতরে রাগানুশীলন দ্বারা কৃষ্ণপ্রেমকারী পুরুষেরা পরকীয়রসাশ্রয় করিয়া থাকেন। এই তত্ত্বটী শৃঙ্গাররসের পক্ষে উপাদেয়, অতএব মধ্যমাধিকারীদিগের নিন্দাভয়ে উত্তমাধিকারীরা কখনই ত্যাগ করিতে পারেন না। এতদ্‌গ্রন্থ কোমলশ্রদ্ধাদিগের জন্য রচিত না হওয়ায় বৈধধর্মের কোন বিস্তৃতি করা গেল না। শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে বৈধ বিধানসকল অন্বেষণ করিতে হইবে। বৈধ বিধানের মূল তাৎপর্য্য এই যে, যৎকালে বদ্ধজীবদিগের আত্মার নিত্যধর্মরূপ রাগ নিদ্রিতপ্রায় থাকে অথবা বিকৃতভাবে বিষয়রাগরূপে পরিণত থাকে, তখন আত্মবিদ্বৈদ্যগণ ঐ রোগ দূরীকরণ জন্য যে সকল বিধান করেন, তাহাই বিধিমার্গ। সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে যে মহাপুরুষ যে কার্য্যের দ্বারা স্বীয় সুপ্তপ্রায় রাগের উদয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি জীবদিগের প্রতি স্বাভাবিত দয়াপূর্ব্বক ঐ কার্য্য বা ঘটনাটীকে পরমার্থ-সাধনার উপায়-স্বরূপ বর্ণন করিয়া একটী একটী বিধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ সকল মহাপুরুষদিগের বিধিসকল শাস্ত্রজ্ঞারূপে কোমলশ্রদ্ধ মহাশয়গণের নিতান্ত অবলম্বনীয়। বিধিকর্ত্তা ঋষিগণ উত্তমাধিকারী ও সারগ্রাহী ছিলেন। যে সকল লোকেরা স্বয়ং বিচার করিয়া রাগোৎপত্তির উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারেন, তাহাদের পক্ষে বিধিমার্গ ব্যতীত আর গতি নাই। শ্রীভাগবতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নয়টী বিভাগে উক্ত বিধিসকল সংগৃহীত হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে ঐ সকল বিধিহ চতুঃষষ্টি অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া আলোচিত হইয়াছে। ফল কথা, যাঁহাদের স্বাভাবিক রাগ অনুদিতপ্রায় আছে, তাঁহারা বিধিমার্গের অধিকারী, কিন্তু রাগতত্ত্বের ভাবোদয় হইলেই বিধিমার্গের অধিকার নিরস্ত হয়। যে কোন বিধির আশ্রয়ে কৃষ্ণানু-

তত্রৈব ভাববাহুল্যান্মহাভাবো ভবেদ্ ধ্রুবম্।
তত্রৈব কৃষ্ণসম্ভোগঃ সর্ব্বানন্দপ্রদায়কঃ ॥ ১২ ॥

এতস্যাং ব্রজভাবানাং সম্পত্তৌ প্রতিবন্ধকাঃ।
অষ্টাদশবিধাঃ সন্তি শত্রবং প্রীতিদূষকাঃ ॥ ১৩ ॥

শীলনদ্বারা যে পুরুষের রাগোদয় হয়, সেই বিধি সেই পুরুষকর্ত্তৃক রাগাবির্ভাবের পরেও কৃতজ্ঞতা সহকারে ও অপর লোকে অনুকরণ করিয়া চরিতার্থ হইবে, এরূপ আশ্রয়ে অনেকদিন পর্য্যন্ত সেবিত হয়। যাহা হউক, সারগ্রাহী মহাত্মারা সমস্ত বিধি অবলম্বন বা পরিত্যাগ করিতে অধিকার রাখেন ॥ ১০ ॥ উপাসনাপর্ব্বে রাগতত্ত্বকে অবস্থাক্রমে তিনভাগে বিভাগ করা যায়, যথা—শুদ্ধরাগ, বৈকুণ্ঠসত্ত্বাগতভাবমিশ্রিত রাগ এবং বদ্ধজীবের পক্ষে নিদর্শনচেষ্টাগত ভাবমিশ্রিত রাগ। কৃষ্ণার্দ্ধরূপিণী রাধিকাসত্ত্বাগত অতি শুদ্ধ রাগকে মহাভাব বলা যায়। রাগের তদাবস্থা হইতে ভিন্ন, কিন্তু মহাভাবের অত্যন্ত সন্নিকটস্থ শুদ্ধসত্ত্বগত অষ্ট প্রকার ভাগসকল অষ্ট সখী। উপাসকের নিদর্শনচেষ্টাগত সখীভাবের সন্নিকর্ষ-ভাবসকল মঞ্জরী (এই স্থলে সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের টীকা আলোচনা করুন)। উপাসক প্রথমে স্বীয়স্বভাবপ্রাপ্য মঞ্জরীর আশ্রয় করিয়া, পরে ঐ মঞ্জরীর সেব্যা সখীর আশ্রয় করিবেন। সখীর কৃপা হইলে শ্রীরাধিকার পদাশ্রয় লাভ হইবে। মহারাস-লীলাচক্রে উপাসক, মঞ্জরী, সখী ও শ্রীমতী রাধিকা—ইহাঁরা জড়জগতের ধ্রুব-চক্রের উপগ্রহ, গ্রহ, সূর্য্য ও ধ্রুব—ইহাদের সহিত সৌসাদৃশ্য রাখেন ॥ ১১ ॥ ভাববাহুল্যক্রমে মহাভাবত্বপ্রাপ্ত জীবদিগের সর্ব্বানন্দ প্রদায়ক কৃষ্ণসম্ভোগ সুলভ হইয়া পড়ে ॥ ১২ ॥ এই চমৎকার ব্রজভাব সম্পন্ন হইবার প্রীতি-দূষক অষ্টাদশটী প্রতিবন্ধক আছে। প্রতিবন্ধক বিচারের নাম ব্রজভাবের ব্যতিরেক বিচার ॥ ১৩ ॥ ধাত্রীচ্ছলে পূতনার ব্রজে আগমন আলোচনা-

আদৌ দুষ্টগুরুপ্রাপ্তিঃ পূতনা স্তন্যদায়িনী ।
বাত্যারূপ-কুতর্কস্তু তৃণাবর্ত্ত ইতীরিতঃ ॥ ১৪ ॥
তৃতীয়ে ভারবাহিত্বং শকটং বুদ্ধিমর্দ্দকম্ ॥
চতুর্থে বালদোষাণাং স্বরূপো বৎসরূপধৃক ॥ ১৫ ॥

পূর্ব্বক রাগমার্গগত মহাশয়গণ দুষ্টগুরুরূপ প্রথম প্রতিবন্ধক দূর করিবেন। গুরু দুই প্রকার অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। সমাধিস্থ আত্মাই আত্মার অন্তরঙ্গ গুরু*। যিনি যুক্তিকে গুরু বলিয়া তাহার নিকট উপাসনা শিক্ষা করেন, তিনি দুষ্টগুরু আশ্রয় করিয়াছেন। নিতঃধর্ম্মের পোষকরূপে যুক্তির ছলনা, পূতনার ছলনার সহিত তুলনা করা যায়। রাগমার্গের উপাসকগণ পরমার্থ-তত্ত্বে যুক্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া আত্মসমাধিকে আশ্রয় করিবেন। যে মনুষ্যের নিকট উপাসনাতত্ত্ব শিক্ষা করা যায়, তিনি বহিরঙ্গ গুরু। যিনি রাগমার্গ অবগত হইয়া শিষ্যের অধিকার বিচারপূর্ব্বক পরমার্থ উপদেশ করেন, তিনি সদ্গুরু যিনি নিজে রাগমার্গ অবগত নহেন অথচ উপদেশ করেন, অথবা রাগ-মার্গ অবগত হইয়াও শিষ্যের অধিকার বিচার না করিয়া কোন উপদেশ করেন, তিনি দুষ্ট গুরু, তাঁহাকে অবশ্য বর্জ্জন করিবে। কুতর্কই দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক। ব্রজে বাত্যারূপ তৃণাবর্ত্ত-বধ না হইলে ভাবোদ্গম হওয়া কঠিন। দার্শনিক, বৌদ্ধ ও যুক্তিবাদীদিগের সমস্ত তর্কই ব্রজভাবসম্বন্ধে তৃণাবর্ত্তরূপ প্রতিবন্ধক ॥১৪॥ যাঁহারা বৈধ পর্ব্বের সার অবগত না হইয়া তাহার ভারবহনে তৎপর, তাঁহারা রাগানুভব করিতে পারেন না। অতএব ভারবাহিতরূপ বুদ্ধিমর্দ্দক শকট ভঙ্গ করিলে তৃতীয় প্রতিবন্ধক দূর হয়। দুষ্ট গুরুগণ রাগাধিকার বিচার

---

* আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ ।
যৎপ্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসাবনুবিন্দতে ॥ (ভাঃ ১১।৭।২০)

পঞ্চমে ধর্ম্মকাপট্যং নামাপরাধরূপকম্ ।
বকরূপী মহাধুর্ত্তো বৈষ্ণবানাং বিরোধকঃ ॥ ১৬ ॥

তত্রৈব সম্প্রদায়ানাং বাহ্যলিঙ্গসমাদরাৎ ।
দাম্ভিকানাং ন সা প্রীতিঃ কৃষ্ণে ব্রজনিবাসিনি ॥ ১৭ ॥

না করিয়া অনেক ভারবাহী জনগণকে মঞ্জরী-সেবন ও সখীভাব-গ্রহণে উপদেশ দিয়া পরমতত্ত্বের অবহেলারূপ অপরাধ করায় পতিত হইয়াছেন। যাঁহারা ঐ সকল উপদেশমতে উপাসনা করেন, তাঁহারাও পরমার্থতত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ দূরে পড়িয়া থাকেন, যেহেতু ঐ সকল আলোচনায় আর গম্ভীর রাগের লক্ষণ প্রাপ্ত হন না। সাধুসঙ্গ ও সদুপদেশক্রমে তাঁহারা পুনরায় উদ্ধার পাইতে পারেন। ইহার নাম শকটভঙ্গ। নিরীহ-ভাব-গত জীবের রক্তমাংসগত চাপল্যবশ হওয়ার নাম বালদোষ। তাহাই বৎস-অসুর-রূপ চতুর্থ প্রতিবন্ধক ॥ ১৫ ॥ ধর্ম্মকাপট্যরূপ মহাধূর্ত্ত বকাসুর বৈষ্ণবদিগের পঞ্চম প্রতিবন্ধক। ইহাকেই নামাপরাধ বলে। যাহারা অধিকার বুঝিতে না পারিয়া দুষ্ট গুরুর উপদেশে উচ্চাধিকারের উপাসনালক্ষণ অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা প্রবঞ্চিত ভারবাহী, কিন্তু যাহারা স্বীয় অনধিকার অবগত হইয়াও উচ্চ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া সম্মান ও অর্থসঞ্চয়কে উদ্দেশ করে তাহারাই কপট। ইহা দূর না করিলে রাগোদয় হয় না। সাম্প্রদায়লিঙ্গ ও উদাসীনলিঙ্গদ্বারা তাহারা জগৎকে বঞ্চনা করে ॥ ১৬ ॥ ঐ সকল দাম্ভিকদিগের বাহ্যলিঙ্গ দেখিয়া যে সকল লোকেরা আদর করেন, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রীতি-অনাপ্তির হেতু হইয়া জগতের কণ্টক হন। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, বাহ্যলিঙ্গের প্রতি বিদ্বেষ পূর্ব্বক তৎস্বীকর্ত্তা কোন সারগ্রাহীর অনাদর না হয়। অতএব বাহ্যলিঙ্গের প্রতি উদাসীন থাকিয়া প্রীতিলক্ষণ অন্বেষণ করত সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করা বৈষ্ণবদিগের নিয়ত কর্ত্তব্য ॥ ১৭ ॥ নৃশংসত্ব ও প্রচণ্ডত্বরূপ

নৃশংসত্বং প্রচণ্ডত্বমঘাস্থরস্বরূকম্।
ষষ্ঠাপরাধরূপোয়ং বর্ত্ততে প্রতিবন্ধকঃ ॥ ১৮ ॥
বহুশাস্ত্রবিচারেণ যন্মোহো বর্ত্ততে সতাম্।
স এব সপ্তমোলক্ষ্যো ব্রহ্মণো মোহনে কিল ॥ ১৯ ॥
ধেনুকঃ স্থূলবুদ্ধিঃ স্যাদগর্দ্দভস্তালরোধকঃ।
অষ্টমে লক্ষ্যতে দোষঃ সম্প্রদায়ে সতাং মহান্ ॥ ২০ ॥

অঘাসুরই ষষ্ঠ প্রতিবন্ধক। সর্ব্বভূতদয়ার অভাবে রাগের ক্রমশঃ লোপ-সম্ভাবনা, কেননা দয়া কখনই রাগ হইতে ভিন্নবৃত্তি হইতে পারে না। জীবদয়া ও কৃষ্ণভক্তির সত্তার ভিন্নতা নাই ॥ ১৮ ॥ নানা প্রকার মতের নানাপ্রকার তর্ক ও বিচারশাস্ত্রে বিশেষরূপ চিত্তাভিনিবেশ করিলে সমাধিপ্রাপ্ত সত্য সমুদয় বিলীনপ্রাপ্ত হয়। ইহাকে বেদবাদজনিত মোহ বলে। ঐ মোহকর্ত্তৃক মুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে সন্দেহ করিয়াছিলেন। ঐ প্রকার মোহকে সপ্তম প্রতিবন্ধক বলিয়া বৈষ্ণবেরা জানিবেন ॥ ১৯ ॥ বৈষ্ণবতত্ত্বে সূক্ষ্মবুদ্ধির নিতান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা সম্প্রদায় কল্পনা করিয়া অখণ্ড বৈষ্ণবতত্ত্বকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রচার করেন তাঁহার স্থূলবুদ্ধি। ঐ স্থূলবুদ্ধি গর্দ্দভস্বরূপ ধেনুকাসুর। মিষ্ট তালফল গর্দ্দভ স্বয়ং খাইতে পারে না, অথচ অপর লোকে খাইবে—তাহাতেও বিরোধ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের পূর্ব্বাচার্য্য মহোদয়কর্ত্তৃক যে সকল পরমার্থ-গ্রন্থ রচিত আছে, স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহা নিজে বুঝিতে পারে না এবং অপরকে দেখিতে দেয় না। বিশেষতঃ ভারবাহী বৈধ ভক্তসকল স্থূলবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া উচ্চাধিকারের যত্ন পান না। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম অনন্ত-উন্নতিগর্ভ থাকায়, বৈধকাণ্ডে যাঁহারা আবদ্ধ থাকিয়া রাগতত্ত্বের অনুভব করিতে যত্ন না পান, তাঁহারা সামান্য কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় জনগণের তুল্য হইয়া পড়েন। অতএব গর্দ্দভরূপী ধেনুকাসুর বধ না হইলে বৈষ্ণবতত্ত্বের উন্নতি হয় না ॥ ২০ ॥

ইন্দ্রিয়াণি ভজন্ত্যেকে ত্যক্ত্বা বৈধবিধিং শুভম্।
নবমে বৃষভাস্তেপি নশ্যন্তে কৃষ্ণতেজসা ॥ ২১ ॥
খলতা দশমে লক্ষ্যা কালীয়ে তর্পরূপকে।
সম্প্রদায়বিরোধোঽয়ং দাবানলো বিচিন্ত্যতে ॥ ২২ ॥
প্রলম্বো দ্বাদশে চৌর্য্যমাত্মনো ব্রহ্মবাদিনাম্।
প্রবিষ্টঃ কৃষ্ণদাস্যেঽপি বৈষ্ণবানাং সুতস্করঃ ॥ ২৩ ॥

অনেক দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষেরা বিধিমার্গ ত্যাগ করত রাগমার্গে প্রবেশ করেন তাঁহারা অপ্রাকৃত আত্মগত রাগকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিষয়বিকৃত রাগের অনুশীলনে বৃষভাসুরের ন্যায় আচরণ করিয়া ফেলেন। তাঁহারা কৃষ্ণতেজে হত হইবেন। এই প্রতিবন্ধকের উদাহরণ স্বেচ্ছাচারী ধর্ম্মধ্বজী-দিগের মধ্যে প্রত্যহ লক্ষিত হয় ॥ ২১ ॥ কালীয়সর্পরূপ খলতা বৈষ্ণবদিগের চিদ্দ্রবতারূপ যমুনাকে সর্ব্বদা দূষিত করে। ঐ দশম প্রতিবন্ধকটী দূর করা কর্ত্তব্য। দাবানলরূপ সাম্প্রদায়বিরোধটী বৈষ্ণবদিগের একাদশ প্রতি-বন্ধক। সম্প্রদায়বিরোধক্রমে, নিজ সাম্প্রদায়লিঙ্গ ধারণ ব্যতীত কাহাকেও বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে না পারায়, যথার্থ সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গুরু প্রাপ্তির অনেক ব্যাঘাত হয়। অতএব দাবানল নাশ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মবাদীদিগের ব্রহ্মতত্ত্বে আত্মার লয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাযুজ্যরূপ মোক্ষানু-সন্ধানটী নিতান্ত আত্মচৌর্য্যরূপ দোষবিশেষ ; যেহেতু তাহাতে কিছুমাত্র আনন্দ নাই। তাহাতে জীবেরও কোন লাভ নাই এবং ব্রহ্মেরও কোন প্রকার উদ্দেশ্য সাধন হয় না। ঐ মত বিশ্বাস করিতে গেলে সমস্ত সৃজ্য জগৎকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, ব্রহ্মে সম্পূর্ণ উদাসীনতা আরোপ করিয়া তাঁহার সত্তার প্রতি ক্রমশঃ সংশয় উৎপন্ন হয়, গাঢ়রূপে আলোচনা করিলে জীবসত্তার নাস্তিত্ব এবং একটি অমূলক অবিদ্যার কল্পনা করিতে হয় এবং বস্তুতঃ সমস্ত মানব-চেষ্টা ও বিচার নিরর্থক হইয়া পড়ে।

কর্ম্মণঃ ফলমন্বীক্ষ্য দেবেন্দ্রাদি-প্রপূজনম্।
ত্রয়োদশাত্মকো দোষো বর্জ্জনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ২৪ ॥
চৌর্য্যানৃতময়োদোষো ব্যোমাসুরস্বরূপকঃ।
শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিপর্য্যাপ্তৌ নরাণাং প্রতিবন্ধকঃ ॥ ২৫ ॥
বরুণালয়সংপ্রাপ্তি-র্নন্দস্য চিত্তমাদকম্।
বর্জ্জনীয়ং সদা সদ্ভির্বিস্মৃতি-র্হ্যাত্মনো যতঃ ॥ ২৬ ॥
প্রতিষ্ঠাপরতা ভক্তিচ্ছলেন ভোগকামনা।
শঙ্খচূড় ইতি প্রোক্তঃ ষোড়শঃ প্রতিবন্ধকঃ ॥ ২৭ ॥

ঐ মতটী সময়ে সময়ে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রলম্বাসুররূপে প্রবেশ করত আত্ম-চৌর্য্যরূপ অনর্থের বিস্তার করে। ইহাই বৈষ্ণবদিগের প্রীতিতত্ত্বের দ্বাদশ প্রতিবন্ধক ॥ ২৩ ॥ ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করিয়া কর্ম্মফলের আশায় দেবেন্দ্রাদি অন্যান্য ক্ষুদ্র দেবতার পূজা করা বৈষ্ণবদিগের পক্ষে ত্রয়োদশ প্রীতিপ্রতিবন্ধক ॥ ২৪ ॥ পরদ্রব্যহরণ ও মিথ্যাভাষণরূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-সম্বন্ধে চতুর্দ্দশ প্রতি-বন্ধক। উহা ব্যোম্যাসুররূপে ব্রজে উৎপাত করে ॥ ২৫ ॥ জীবের নিরুপা-ধিক আনন্দকে নন্দ বলিয়া ব্রজে লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ঐ আনন্দকে সম্বর্দ্ধনকরণাশয়ে মাদকসেবন করেন, তাহাতে আত্মবিস্মৃতিরূপ বৃহদনর্থ ঘটিয়া থাকে। নন্দের বরুণালয়-সংপ্রাপ্তিটী বৈষ্ণবগণের পক্ষে পঞ্চদশ প্রতিবন্ধক। ব্রজভাগবত পুরুষেরা কখনই কোন প্রকার মাদক সেবন করেন না ॥ ২৬ ॥ প্রতিষ্ঠাপরতা ও ভক্তিচ্ছলে ভোগকামনা—ইহারা শঙ্খচূড়-নামা ষোড়শ প্রতিবন্ধক। প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্যকরিয়া যে সকল লোকেরা কোন কার্য্য করেন, তাঁহারাও একপ্রকার দাম্ভিক, অতএব বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা তাহা হইতে সাবধান থাকিবেন ॥ ২৭ ॥ উপাসনা-কার্য্যে বৈষ্ণবদিগের আনন্দ বৃদ্ধি হইতে হইতে কোন সময় প্রলয়লক্ষণ-ভাবের উদয় হয়, তাহাতে কোন সময় সাযুজ্য-ভাব আসিয়া পড়ে ; ঐ সাযুজ্য- ভাবটী নন্দভক্ষক সর্প বিশেষ ;

আনন্দবর্দ্ধনে কিঞ্চিৎ সাযুজ্যং ভাসতে হৃদি।
তন্নন্দভক্ষকঃ সর্পস্তেন মুক্তঃ সুবৈষ্ণবঃ ॥ ২৮ ॥
ভক্তিতেজো সমৃদ্ধ্যা তু স্বোৎকর্ষজ্ঞানবান্ নরঃ।
কদাচিদ্দুষ্টবুদ্ধ্যা তু কেশিঘ্নমবমন্যতে ॥ ২৯ ॥
দোষাশ্চাষ্টাদশ হ্যেতে ভক্তানাং শত্রবো হৃদি।
দমনায়াঃ প্রযত্নেন কৃষ্ণানন্দনিষেবিণা ॥ ৩০ ॥

তাহা হইতে মুক্ত থাকিয়া সাধক সুবৈষ্ণব হইবেন ॥ ২৮ ॥ সাধকের যখন ভক্তিতেজ সমৃদ্ধি হয় তখন স্বীয় উৎকর্ষজ্ঞানরূপ ঘোটকাত্মা কেশী নামক অসুর ব্রজে আগমন করত বড়ই উৎপাত করে। ক্রমশঃ স্বীয় উৎকৃষ্টতা আলোচনা করিতে করিতে ভগবদমাননা-ভাবের উদয় হইয়া বৈষ্ণবকে অধঃপতন করায়। অতএব তদ্রূপ দুষ্টভাব বৈষ্ণবহৃদয়ে না হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ভক্তিসমৃদ্ধি হইলেও নম্রতাধর্ম্ম কখনই বৈষ্ণবচরিত্র ত্যাগ করিবে না। যদি করে, তবে কেশীবধের প্রয়োজন হইয়া উঠে। এইটী অষ্টাদশ প্রতিবন্ধক ॥ ২৯ ॥ যাঁহারা পবিত্রব্রজভাগবত হইয়া কৃষ্ণানন্দ সেবা করিবেন, তাঁহারা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক প্রোক্ত অষ্টাদশটী প্রতিবন্ধক দূর করিবেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি প্রতিবন্ধক জীব শুদ্ধাভাবগত হইয়া স্বীয় চেষ্টাক্রমে দূর করিবেন, কতকগুলি শ্রীকৃষ্ণকৃপাসহকারে দূর করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। যে সকল প্রতিবন্ধক জীব স্বয়ং দূর করিতে সক্ষম হয়েন, ঐ সকল ধর্ম্মাশ্রয় থাকায় ঐ সমাধি সবিকল্প-নাম প্রাপ্ত হয়। আত্মার প্রত্যক্ষ শ্রীভাগবতে বলদেবকর্ত্তৃক দূরীভূত হইয়া থাকার বর্ণন আছে। কিন্তু কৃষ্ণাশ্রয়ে যে সকল প্রতিবন্ধক দূর হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দূর করিয়াছেন, এরূপ বর্ণিত আছে। সূক্ষ্মবুদ্ধি সারগ্রাহিগণ ইহার আলোচনা করিয়া দেখিবেন ॥ ৩০ ॥

জ্ঞানিনাং মাথুরা দোশাঃ কর্ম্মিণাং পুরবর্ত্তিনঃ।
বর্জ্জনীয়াঃ সদা কিন্তু তক্তাণাং ব্রজদূষকাঃ॥ ৩১॥

ইতি কৃষ্ণসংহিতায়াং ব্রজভাবানামমন্বয়ব্যতিরেকেবিচারো
নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥

যাঁহারা জ্ঞানাধিকারী, তাঁহারা মাথুর দোষসকল বর্জ্জন করিবেন; যাঁহারা কর্ম্মাধিকারী, তাঁহারা দ্বারকাগত দোষসকল দূর করিবেন; কিন্তু ভক্তগণ ব্রজদূষক প্রতিবন্ধকসকল বর্জ্জন করত। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হইবেন॥ ৩১॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় ব্রজভাবসকলের অন্বয় ও ব্যতিরেক-
বিচারনামা অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।
শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে প্রীত হউন।

——০✱০——

নবমোঽধ্যায়ঃ

——০——

(শ্রীকৃষ্ণাপ্তিবর্ণনম্)

—০০—

ব্যাসেন ব্রজলীলায়াং নিত্যতত্ত্বং প্রকাশিতম্।
প্রপঞ্চজনিতং জ্ঞানং নাপ্নোতি যৎ স্বরূপকম্ ॥ ১ ॥
জীবস্য সিদ্ধসত্তায়াং ভাসতে তত্ত্বমুত্তমম্।
দূরতারহিতে শুদ্ধে সমাধৌ নির্ব্বিকল্পকে ॥ ২ ॥

ব্যাসদেব ব্রজলীলাবর্ণনে নিত্যতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। প্রপঞ্চ-জনিত বিষয়জ্ঞান ঐ নিত্যতত্ত্বের স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে পারে না (এস্থলে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪১, ৪২, ৪৩ শ্লোক ও টীকা দেখুন) ॥ ১ ॥ জীবের সিদ্ধসত্তায় ঐ পরমতত্ত্ব ভাসমান হয়। বদ্ধজীবে সম্বন্ধে দূরতা-রহিত বিশুদ্ধ নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে ঐ সিদ্ধসত্তা কার্য্যক্ষম হয়। সমাধি দুই প্রকার—সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। জ্ঞানিগণের সম্প্রদায়ে সমাধির যে কিছু ব্যাখ্যা হইয়া থাকুক্, সাত্বতগণ অত্যন্ত সহজ সমাধিকে নির্ব্বিকল্প ও কূটসমাধিকে সবিকল্প সমাধি বলিয়া থাকেন। আত্মা চিদ্বস্তু, অতএব স্বপ্রকাশতা পরপ্রকাশতা উভয় ধর্ম্মই তাহাতে সহজ। স্বপ্রকাশ-স্বভাবদ্বারা আত্মা আপনাকে আপনি দেখিতে পায়। পরপ্রকাশ-ধর্ম্ম দ্বারা আত্মেতর সকল বস্তুকে জ্ঞাত হইতে পারে। যখন এই ধর্ম্ম আত্মার স্বধর্ম্ম হইল, তখন নিতান্ত সহজ সমাধি যে নির্ব্বিকল্প, তাহাতে আর সন্দেহ কি! আত্মার বিষয়বোধকার্য্যে যন্ত্রান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না, এজন্য ইহাতে বিকল্প নাই। কিন্তু অতন্নিরসনক্রমে যখন সাংখ্য-সমাধি অবলম্বন করা যায়, তখন সমাধিকার্য্যে বিকল্প অথবা বিপরীত ধর্ম্মাশ্রয় থাকায় ঐ সমাধি সবিকল্প নাম প্রাপ্ত হয়। আত্মার প্রত্যক্ষ কার্য্যকে

মায়াসূতস্য বিশ্বস্য চিচ্ছায়ত্বাৎ সমাণতা।
চিচ্ছক্ত্যাবিষ্কৃতে কার্য্যে সমাধাবপি চাত্মনি ॥ ৩ ॥
তস্মাত্তু ব্রজভাবানাং কৃষ্ণনামগুণাত্মনাম্।
গুণৈর্জাড্যাত্মকৈঃ শশ্বৎ সাদৃশ্যমুপলক্ষ্যতে ॥ ৪ ॥
স্বপ্রকাশস্বভাবোঽয়ং সমাধিঃ কথ্যতে বুধৈঃ।
অতিসূক্ষ্মস্বরূপত্বাৎ সংশয়াৎ স বিলুপ্যতে ॥ ৫ ॥

সহজ সমাধি বলা যায়, ইহাতে মনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। সহজ সমাধি অনায়াসসিদ্ধ, কোনমতে ক্লেশসাধ্য নহে। ঐ সমাধি আশ্রয় করিলে নিত্যতত্ত্ব সহজে আত্মপ্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে ॥ ২ ॥ সেই আত্মপ্রত্যক্ষরূপ সহজ সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রজলীলা লক্ষিত ও বর্ণিত হইয়াছে। তবে যে তদ্বর্ণনে মায়িকপ্রায় নাম, রূপ, গুণ ও কর্ম্ম লক্ষিত হয়, সে কেবল মায়া-প্রসূত বিশ্বের নিজ আদর্শ বৈকুণ্ঠের সহিত সমানতাপ্রযুক্ত বলিতে হইবে। বাস্তবিক আত্মায় যে সহজ সমাধি আছে তাহা চিচ্ছক্ত্যাবিষ্কৃত কার্য্যবিশেষ। তদ্দ্বারা যাহা যাহা লক্ষিত হইতেছে, সে সমস্ত মায়িক জগতের আদর্শমাত্র—অনুকরণ নয় ॥ ৩ ॥ এই কারণবশতঃ কৃষ্ণনামগুণাদিস্বরূপ ব্রজভাবসকলের সহিত জড়োদিত নাম, গুণ, রূপ, কর্ম্ম প্রভৃতির সর্ব্বদা সাদৃশ্য লক্ষিত হয় ॥ ৪ ॥ ঐ আত্মপ্রত্যক্ষ স্বপ্রকাশ-স্বভাব। পণ্ডিতেরা ইহাকে সমাধি বলেন। ইহা অতিশয় সূক্ষ্মস্বরূপ। কিঞ্চিন্মাত্র সংশয়ের উদয় হইলে লোপপ্রায় হইয়া যায়। আত্মার স্বসত্তাতে বিশ্বাস, ইহার নিত্যত্ব ও ইহার সহিত পরব্রহ্মের সম্বন্ধ ইত্যাদি অনেকগুলি সত্য ঐ সহজ সমাধিদ্বারা জীবের উপলব্ধি হয়। যদি আমি আছি কি না, মরণের পর আমার সত্তা থাকিবে কি না এবং পরব্রহ্মেরস সহিত আমার কিছু সম্বন্ধ আছে কি না, এরূপ যুক্তিগত কোন সংশয়ের উদয় হয়, তাহা হইলে ঐ সকল সত্যসংস্কারাত্মক ভ্রমবিশেষ বলিয়া পরিচিত হইতে হইতে ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যায়। সত্যের লোপ নাই, এজন্য

বয়ন্তু সংশয়ং ত্যক্ত্বা পশ্যামস্তত্ত্বমুত্তমম্।
বৃন্দাবনান্তরে রম্যে শ্রীকৃষ্ণরূপসৌভগম্ ॥ ৬ ॥

তাহারা লুপ্তপ্রায় থাকে। আত্মার নিত্যত্ব ও ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রভৃতি সত্যসকল যুক্তিদ্বারা স্থাপিত হইতে পারে না, কেননা যুক্তির প্রপঞ্চাতীত বিষয়ে গতি নাই। আত্মপ্রত্যক্ষই ঐ সকল সত্যের একমাত্র স্থাপক। ঐ আত্মপ্রত্যক্ষ বা সহজ সমাধিদ্বারা জীবের নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ ও নিত্যক্রিয়া কৃষ্ণদাস্য সততই সাধুদিগের প্রতীত হয়। আত্মা যখন সহজ সমাধি অবলম্বন করেন, তখন প্রথমে আত্মবোধ, দ্বিতীয়ে আত্মার ক্ষুদ্রতাবোধ, তৃতীয়ে আশ্রয়বোধ, চতুর্থে আশ্রিত ও আশ্রয়ের সম্বন্ধবোধ, পঞ্চমে আশ্রয়ের গুণকর্ম্মাত্মক স্বরূপগত সৌন্দর্য্যবোধ, ষষ্ঠে আশ্রিতগণের পরস্পরসম্বন্ধবোধ, সপ্তমে আশ্রিতগণ ও আশ্রয়ের সংস্থানরূপ পীঠবোধ, অষ্টমে তদগত অবিকৃত কালবোধ, নবমে আশ্রিতগণের ভাবগত নানাত্ববোধ, দশমে আশ্রিত ও আশ্রয়ের নিত্যলীলাবোধ, একাদশে আশ্রয়ের শক্তিবোধ, দ্বাদশে আশ্রয়শক্তিদ্বারা আশ্রিতগণের উন্নতি ও অবনতিবোধ, ত্রয়োদশে অবনত আশ্রিতগণের স্বরূপভ্রমবোধ, চতুর্দ্দশে তাহাদের পুনরুন্নতিকারণরূপ আশ্রয়ানুশীলনবোধ, পঞ্চদশে অবনত আশ্রিত জনের আশ্রয়নুশীলনদ্বারা স্বস্বরূপ পুনঃপ্রাপ্তিবোধ ইত্যাদি অনেক অচিন্ত্য-তত্ত্বের বোধোদয় হয়। যাঁহার সহজ সমাধিতে যতদূর বিষয়জ্ঞান মিশ্রিত আছে, তিনি ততই অল্পদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পান। বিষয়জ্ঞানের মন্ত্রি-স্বরূপ যুক্তিকে তাহার নিজাধিকারে আবদ্ধ রাখিয়া, যিনি যতদূর সহজ সমাধির উন্নতি করিতে সক্ষম হন, তিনি ততদূর সত্যভাণ্ডার খুলিয়া অনির্ব্বচনীয় অপ্রকৃত সত্যসকল সংগ্রহ করিতে পারেন। বৈকুণ্ঠের ভাণ্ডার সর্ব্বদা পরিপূর্ণ। নিত্যপ্রেমাস্পদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভাণ্ডারের দ্বার উদঘাটন করিয়া জীবদিগকে সততই আহ্বান করিতেছেন ॥ ৫ ॥ যে সংশয় সমাধিকে খর্ব্ব করে তাহাকে আমরা দূর করিয়া বৈকুণ্ঠতত্ত্বের অন্তঃপুর

নরভাবস্বরূপোঽয়ং চিত্তত্ত্বপ্রতিপোষকঃ।
স্নিগ্ধশ্যামাত্মকো বর্ণঃ সর্ব্বানন্দবিবর্দ্ধকঃ ॥ ৭ ॥

বৃন্দাবনে সর্ব্বোত্তম তত্ত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপ সৌভগ দর্শন করিতেছি। আমাদের সমাধি যদি বিষয়জ্ঞানদোষে দূষিত থাকিত এবং যুক্তিবৃত্তি যদি বিষয়জ্ঞান ছাড়িয়া সমাধিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করত অনধিকারচর্চ্চা করিতে পারিত তাহা হইলে আমরা প্রথমে চিদ্‌গততত্ত্বে বিশেষ ধর্ম্মকে স্বীকার না করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধাম পর্যন্ত দেখিতাম আর অধিক যাইতে পারিতাম না। কিন্তু বিষয়জ্ঞান ও যুক্তি যদি কিয়ৎপরিমাণে নিবৃত্ত হইয়াও সমাধিকার্য্যে কিছু হস্তক্ষেপ করিত, তাহা হইলে আত্মা ও পরমাত্মার নিত্যভেদমাত্র স্বীকার করিয়া বিশেষগত বৈচিত্র্যের অধিকতর উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। কিন্তু সংশয়রূপ দুষ্ট ভাবকে একেবারে বিসর্জ্জন দেওয়ায় আমরা আশ্রয়তত্ত্বের স্বরূপ-সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ দর্শন পাইলাম ॥ ৬ ॥ সমাধিদৃষ্ট স্বরূপ-সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছেন। সমস্ত চিত্তত্ত্বপ্রতিপোষক ভগবৎসৌন্দর্য্যটী নরভাব-স্বরূপ। (এস্থলে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭ ও ১৮ শ্লোক বিচার করুন্।) ভগবৎস্বরূপে শক্তি ও করণের ভিন্নতা নাই, তথাপি চিৎপ্রভাবগত সন্ধিনী, বিশেষ ধর্ম্মের সাহায্যে, করণসকলকে এরূপ উপযুক্ত স্থানগত করিয়াছে যে, তাহাতে একটী অপূর্ব্ব শোভা উৎপন্ন হইয়াছে। সমস্ত চিদচিজ্জগতে সে শোভার তুলনা নাই। ভগবত্তত্ত্ব দেশ ও কালের প্রভুতা না থাকায় ভগবৎ-স্বরূপের অণুত্ব বা বৃহত্ত্ব দ্বারা কিছু মাহাত্ম্য স্থাপিত হয় না, বরং প্রকৃতির অতীত ধর্ম্মরূপ মধ্যমাকারের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পূর্ণস্বরূপে কোন চমৎকার ভাব দৃষ্ট হয়। অতএব আমরা সমাধিযোগে সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপ ভগবানের কলেবরসত্তা দর্শন করিতেছি। ভগবদ্রূপসত্তা আরও মধুর। সমাধিচক্ষু যত গাঢ়রূপে রূপসত্তায় নিযুক্ত হয়, ততই কোন অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ তাহাতে লক্ষিত হয়। বোধ হয় ঐ চিন্ময়রূপের প্রতিফলনরূপ মায়িক ইন্দ্রনীল-

ত্রিতত্ত্বভঙ্গিমাযুক্তো রাজীবনয়নান্বিতঃ।
শিখিপিচ্ছধরঃ শ্রীমান্ বনমালাবিভূষিতঃ ॥ ৮ ॥
পীতাম্বরঃ সুবেশাঢ্যো বংশীন্যস্তসুখাম্বুজঃ।
যমুনাপুলিনে রম্যে কদম্বতলমাশ্রিতঃ ॥ ৯ ॥
এতেন চিৎস্বরূপেণ লক্ষণেন জগৎপতিঃ।
লক্ষিতো নন্দজঃ কৃষ্ণো বৈষ্ণবেন সমাধিনা ॥ ১০ ॥

মণি মায়িক নবজলধরগণ উত্তাপপীড়িত মায়িক চক্ষুর আনন্দ বর্দ্ধন করে ॥৭॥ সন্ধিনী, সম্বিৎ, হলাদিনীরূপ ত্রিতত্ত্বের কোন অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা অখণ্ডরূপে ভগবৎ-সৌন্দর্য্যে ত্রিভঙ্গরূপে ন্যস্ত রহিয়াছে। চিজ্জগতের অত্যন্ত প্রফুল্লতাযুক্ত নয়নদ্বয় ঐ স্বরূপের শোভা বিস্তার করিতেছে। বোধ হয় জড়জগতে ঐ চক্ষুদ্বয়ের প্রতি ফলনরূপ কমলের অবস্থান। ঐ স্বরূপের শিরোভাগে কোন অপূর্ব্ব বিচিত্রতা লক্ষিত হইতেছে। বোধ হয় শিখিপুচ্ছ জড়জগতে উহারই প্রতিফলন। কোন অনায়াসসিদ্ধ চিৎপুষ্পের মালা ঐ স্বরূপের গলদেশের শোভা বিস্তার করিতেছে। বোধ হয় স্বভাবকৃত বনফুলের শোভা জড়জগতে তাহার প্রতিফলন। চিৎসম্বিৎ-প্রকাশিত চিৎপ্রভাবগত জ্ঞান ঐ স্বরূপের কটিদেশকে আচ্ছাদন করিয়াছে। বোধ করি, নবজলধরের অধোভাবগত সৌদামিনী জড়জগতে উহার প্রতিফলন হইবে। কৌস্তভাদি চিদগত রত্ন ও অলঙ্কারসকল ঐ স্বরূপের শোভা বিস্তার করিতেছে। চিদাকর্ষণাত্মক সুমিষ্ট আহবান যন্দ্বারা হইতেছে, ঐ চিদ্‌যন্ত্রকে বংশীরূপে লক্ষিত হয়। প্রাপঞ্চিক রাগরাগিণী চালকরূপ বংশ্যাদি উহার প্রতিফলন থাকিবে। চিদদ্রবতারূপ যমুনাপুলিনে ও চিৎপুলকরূপ কদম্বতলে ঐ অচিন্ত্যস্বরূপ পরিলক্ষিত হইতেছে ॥ ৮-৯ ॥ এই সমস্ত চিল্লক্ষণের দ্বারা চিদচিজ্জগৎপতি নন্দতনয় শ্রীকৃষ্ণ সমাধিতত্ত্বে বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক লক্ষিত হ'ন। এই সকল চিল্লক্ষণের প্রতিচ্ছায়ারূপ মায়িক পদার্থ আছে বলিয়া চিদ্বস্তুর অনাদর করা

আকর্ষণস্বরূপেণ বংশীগীতেন সুন্দরঃ।
মাদরন্ বিশ্বমেতদ্বৈ গোপীনামহরন্মনঃ॥ ১১ ॥
জাত্যাদিমদবিভ্রান্ত্যা কৃষ্ণাপ্তির্দুর্হৃদাং কুতঃ।
গোপীনাং কেবলং কৃষ্ণশ্চিত্তমাকর্ষণে ক্ষমঃ॥ ১২ ॥

সারগ্রাহীর কার্য্য নয়। সমস্ত চিল্লক্ষণ যথাযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎ-স্বরূপকে সর্ব্বচমৎকারকারী করিয়াছে। সমাধি যত গাঢ় হইবে ততই অধিক সূক্ষ্মদর্শন হইবে, সমাধি যত অল্প হইবে ততই ঐ স্বরূপতত্ত্বের বিশেষাভাব ও অবিলক্ষিতরূপে গুণাদির অদৃশ্যতা সিদ্ধ হইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মায়িক-জ্ঞানপীড়িত লোকেরা সমাধিদ্বারা বৈকুণ্ঠের প্রতি অক্ষিপাত করিয়াও চিদ্বিশেষ দর্শন করিতে সক্ষম হন না। একারণে তাঁহাদের চিদালোচনা স্বল্প ও প্রেমসম্পত্তি নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়া থাকে॥ ১০॥ সেই সমাধিলক্ষিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আকর্ষণস্বরূপ বংশীগীতের দ্বারা চিদচিৎজগৎকে উন্মত্ত করিয়া গোপীদিগের চিত্তহরণ করেন॥ ১১॥ জাত্যাদি মদবিক্রম যাহাদের হৃদয়কে দুষ্ট করিয়াছে, তাহারা কিরূপে কৃষ্ণলাভ করিতে পারে? প্রপঞ্চগত দুষ্টমদ ছয় প্রকার; অর্থাৎ জাতিমদ, রূপমদ, গুণমদ, জ্ঞানমদ, ঐশ্বর্য্যমদ ও ওজোমদ। এই সকল মদমত্ত পুরুষেরা ভক্তিভাব অবলম্বন করিতে পারেন না, ইহা আমরা প্রতিদিন সংসারে লক্ষ্য করিতেছি। জ্ঞানমদদূষিত ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে তুচ্ছজ্ঞান করেন। তাঁহারা পারক্যচিন্তায় ব্রহ্মানন্দকে ভক্তির অপেক্ষা অধিক সম্মান করেন। মদরহিত পুরুষেরা গোপ ও গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণানন্দ লাভ করেন। কৃষ্ণতত্ত্বে গোপগোপীদিগেরই অধিকার; শ্লোকে কেবল গোপীশব্দ ব্যবহৃত হইবার কারণ এই যে, এই গ্রন্থে কান্ত-ভাবাশ্রিত সর্ব্বোচ্চ রসের ব্যাখ্যা হইতেছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য-গত পুরুষেরা ব্রজভাবাপন্ন, তাঁহারাও নিজ নিজ ভাবগত কৃষ্ণরস উপলব্ধি করেন। এই গ্রন্থে তাঁহাদের রসসকলের বিশেষ ব্যাখ্য নাই। বাস্তবতত্ত্ব

গোপীভাবাত্মকাঃ সিদ্ধাঃ সাধকাস্তদনুকৃতেঃ।
দ্বিবিধাঃ সাধবো জ্ঞেয়াঃ পরমার্থবিদা সদা ॥ ১৩ ॥
সংসৃতৌ ভ্রমতাং কর্ণে প্রবিষ্টং কৃষ্ণগীতকম্।
বলাদাকর্ষয়ংশ্চিত্তমুত্তমাম্ কুরুতে হি তান্ ॥ ১৪ ॥
পুংভাবে বিগতে শীঘ্রং স্ত্রীভাবো জায়তে তদা।
পূর্ব্বরাগো ভবেত্তেষামুন্মাদলক্ষণান্বিতঃ ॥ ১৫ ॥
শ্রুত্বা কৃষ্ণগুণং তত্র দর্শকাদ্ধি পুনঃ পুনঃ।
চিত্রিতং রূপমন্বীক্ষ্য বর্দ্ধতে লালসা ভৃশম্ ॥ ১৬ ॥

এই যে, সমস্ত জীবের ব্রজভাবে অধিকার আছে। মাধুর্য্যভাব হৃদয়স্থ হইলেই জীবের ব্রজধামপ্রাপ্তি সিদ্ধ হয়। ব্রজধামগত জীবের পূর্ব্বোক্ত পঞ্চরসের মধ্যে যে রস স্বভাবতঃ ভাল লাগে, তাহাই তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ভাব। সেই ভাবগত হইয়া তিনি উপাসনা করিবেন, কিন্তু এতদ্‌গ্রন্থে কেবল কান্তভাবগত জীবের চরমাবস্থা প্রদর্শিত হইল ॥ ১২ ॥ গোপীভাবপ্রাপ্ত পুরুষদিকে সিদ্ধ বলা যায় এবং ঐ ভাবের যাঁহারা অনুকরণ করেন তাঁহারা সাধক। অতএব পরমার্থবিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধ ও সাধক এই দুই প্রকার সাধু আছেন বলিয়া স্বীকার করেন ॥ ১৩ ॥ গোপীভাগত জীবের সাধনক্রম প্রদর্শিত হইতেছে। সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে যে সকল জীবের কর্ণে শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত প্রবেশ করে, তাঁহাদিগকে গীতমাধুর্য্যে আকর্ষণ করিয়া উৎকৃষ্ট অধিকারী করে ॥ ১৪ ॥ সংসারী লোকদিগের মায়াভোগরূপ পৌরুষই তাহাদের অনর্থ। আশ্রিততত্ত্বের আশ্রয়ত্যাগক্রমে মায়ার উপর পুরুষত্ব সিদ্ধ হয়। ঐ পুরুষভাব শীঘ্র দূর হইলে, পুনরায় কান্তরসাসক্ত পুরুষদিগের আশ্রিতভাব প্রাপ্তি হয় এবং সাধক আত্মার ভগবদ্ভোগ্যতারূপ অপ্রাকৃত স্ত্রীত্ব উপস্থিত হয়। ক্রমশঃ পূর্ব্ব-রাগের এতদূর প্রাদুর্ভাব হয় যে, জীব উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে ॥ ১৫ ॥ যাঁহারা কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ঐরূপ বর্ণন পুনঃ পুনঃ শ্রবণ

প্রথমং সহজং জ্ঞানং দ্বিতীয়ং শাস্ত্রবর্ণনম্ ।
তৃতীয়ং কৌশলং বিশ্বে কৃষ্ণস্য চেশরূপিণঃ ॥ ১৭ ॥

ব্রজভাবাশ্রয়ে কৃষ্ণে শ্রদ্ধা তু রাগরূপকা ।
তস্মাৎ সঙ্গোঽথ সাধুনাং বর্ত্ততে ব্রজবাসিনাম্ ॥ ১৮ ॥

কদাচিদভিসারঃ স্যাদ্‌যমুনাতটসন্নিধৌ ।
ঘটতে মিলনং তত্র কান্তেন সহিতং শুভম্ ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণসঙ্গাৎ পরানন্দঃ স্বভাবেন প্রবর্ত্ততে ।
পূর্ব্বাশ্রিতং সুখং গার্হ্যং তৎক্ষণাৎ গোষ্পদায়তে ॥ ২০ ॥

করিয়া এবং চিত্রপট দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার কৃষ্ণপ্রাপ্তিলালসা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় ॥ ১৬ ॥ জীবর সহজ জ্ঞানে ভগবদাকর্ষণের উপলব্ধির নাম কৃষ্ণগীত-শ্রবণ। কৃষ্ণরূপদর্শকেরা শাস্ত্রে যাহা যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কৃষ্ণোপলব্ধির নাম কৃষ্ণগুণ-শ্রবণ। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বকৌশল দর্শনের নাম চিত্রপট-দর্শন। মায়িক বিশ্বটী চিদ্বিশ্বের প্রতিভাত ছবি, ইহা যাঁহার বোধগম্য হইল, তিনি চিত্রপট দর্শন করিয়াছেন বলা যায়। অথবা সহজ জ্ঞানে ভগবদ্দর্শন, শাস্ত্রালোচনা দ্বারা ভগবদুপলব্ধি এবং বিশ্বকৌশলে ভগবদ্ভাব-দর্শন এইপ্রকার ত্রিবিধ উপায়ে প্রথমে বৈষ্ণবতা সংগৃহীত হয়, ইহা বলিলেও হইতে পারে ॥ ১৭ ॥ ব্রজভাবের আশ্রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণে বিমলশ্রদ্ধাই পূর্ব্বরাগ অর্থাৎ প্রাগ্‌ভাব। সেই শ্রদ্ধার উদয় হইলে ব্রজবাসী সাধুদিগের সঙ্গ হয়। সাধুসঙ্গই কৃষ্ণলাভের হেতু ॥ ১৮ ॥ এইরূপ ভাগ্যবান্ পুরুষদিগের ক্রমশঃ কৃষ্ণাভিমুখ অভিসার হইতে চিদ্দ্রবতারূপ যমুনার তটে পরম কান্তের সহিত শুভ মিলন হয় ॥ ১৯ ॥ তখন কৃষ্ণসঙ্গক্রমে ব্রহ্মানন্দ-তুচ্ছকারী পরানন্দ স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং পূর্ব্বাশ্রিত মায়িক গার্হ্যসুখ তৎক্ষণাৎ প্রেমসমুদ্রের নিকট গোষ্পদের তুল্য হইয়া পড়ে ॥ ২০ ॥ তাহার পর,

বর্দ্ধতে পরমানন্দো হৃদয়ে চ দিনে দিনে।
আত্মনামাত্মনি প্রেষ্ঠে নিত্যনূতনবিগ্রহে ॥ ২১ ॥
চিদানন্দস্য জীবস্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহে।
যানুরক্তিঃ স্বতঃসিদ্ধা সা রতিঃ প্রীতিবীজকম্ ॥ ২২ ॥
সা রতীরসমাশ্রিত্য বর্দ্ধতে রসরূপধৃক্।
রসঃ পঞ্চবিধো মুখ্যঃ গৌণঃ সপ্তবিধস্তথা ॥ ২৩ ॥

প্রতিদিন সমস্ত আত্মার আত্মস্বরূপ নিত্য নূতন বিগ্রহে পরমানন্দ অসীম হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভগবদ্বিগ্রহ সর্ব্বক্ষণ রসরসান্তরের আশ্রয় হইয়া অপূর্ব্ব নূতনতা অবলম্বন করে, অর্থাৎ আশ্রিতজনের রসপিপাসা বৃদ্ধি হয়, কখনও তৃপ্ত হয় না। চিজ্জগতে শান্তাদি পাঁচটী সাক্ষাৎ রস ও বীর-করুণাদি সাতটী গৌণরস সমাধিগত পুরুষেরা দর্শন করিয়াছেন। যখন বৈকুণ্ঠতত্ত্বের প্রতিচ্ছায়ারূপ মায়িক জগৎ পরিলক্ষিত হইয়াছে, তখন মায়িক জগৎস্থ সকল রসেরই আদর্শ বৈকুণ্ঠে বিশুদ্ধভাবে আছে, ইহাতে সন্দেহ কি ॥ ২০ ॥ পূর্ব্ববিচারিত রতির মূলতত্ত্ব গাঢ়রূপে বিচারিত হইতেছে। সান্দ্রানন্দরূপ প্রীতির বীজস্বরূপ রতিই ভজন ক্রিয়ার মূল তত্ত্ব। চিদানন্দ জীবের সচ্চিদানন্দ ভগবত্তত্ত্বের প্রতি যে স্বতঃসিদ্ধা আনুরক্তি, তাহাই রতি। চিদ্বস্তুর পরস্পর আকর্ষণ ও অনুরাগরূপ স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। তাহাই পারমহংস্য অলঙ্কার-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য স্থায়িভাব ॥ ২২ ॥ সেই রতি, রসতত্ত্বের অতি সূক্ষ্মমূল। সংখ্যাগণনায় এক যেরূপ মূলস্বরূপ হইয়া তদূর্দ্ধ্ব সমস্ত সংখ্যায় ব্যাপ্ত আছে, প্রীতির পুষ্ট অবস্থায় প্রেম, স্নেহ, মান, রাগ প্রভৃতি দশাতেও রতি তদ্রূপ মূলরূপ লক্ষিত হয়। প্রীতির সমস্ত ক্রিয়াতে রতিকে মূলরূপে লক্ষ্য করা যায় এবং ভাব ও সামগ্রীসকলকে স্কন্ধশাখা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; অতএব রতি রসকে আশ্রয় করত রসরূপী হইয়া বর্দ্ধমানা হয়েন॥ রস মুখ্য ও

শান্তদাস্যাদয়ো মুখ্যাঃ সম্বন্ধভাবরূপকাঃ।
রসা বীরাদয়োঃ গৌণাঃ সম্বন্ধোত্থাঃ স্বভাবতঃ ॥ ২৪ ॥
রসরূপমবাপ্যেয়ং রতির্ভাতি স্বরূপতঃ।
বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ ॥ ২৫ ॥
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ।
বদ্ধে ভক্তিস্বরূপা সা মুক্তে সা প্রীতিরূপিণী ॥ ২৬ ॥

গৌণভেদে দ্বাদশ প্রকার ॥ ২৩ ॥ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ মুখ্যরস সম্বন্ধভাবরূপী। বীর, করুণ, রৌদ্র, হস্যে, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত—এই সাতটী গৌণরস। ইহারা সম্বন্ধ হইতে উত্থিত হয়। আদৌ রতির বেদনাসত্তা থাকিলেও যে পর্য্যন্ত সম্বন্ধভাবের আশ্রয় না পায়, সে পর্য্যন্ত উহার কৈবল্যাবস্থায় ব্যক্তির সম্ভাবনা নাই। সম্বন্ধাশ্রয়ে রতির ব্যক্তি হয়। সেই ব্যক্তিগত বিশেষ ভাবসকলই গৌণরস ॥ ২৪ ॥ রসরূপ স্বীকার করত ঐ রতি আর চারিটী সাবগ্রীসহযোগে সম্যক্ দীপ্তিপ্রাপ্ত হয়। রসাশ্রয়ে ব্যক্তি সিদ্ধ হইলেও সামগ্রী ব্যতীত রতি প্রকাশ পায় না। সামগ্রী চারি প্রকার অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী। বিভাব দুইপ্রকার—অবলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দুইপ্রকার—কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত। তাঁহাদের গুণ ও স্বভাব প্রভৃতি তিরর উদ্দীপনরূপ বিভাগ। অনুভাব তিন প্রকার—অলঙ্কার, উদ্ভাসর ও বাচিক। ভাব, হাব প্রভৃতি বিংশতি প্রকার অলঙ্কার অঙ্গজ, অযত্নজ ও স্বভাবজ এই তিন ভাবে বিভক্ত হইয়াছে। জৃম্ভা, নৃত্য, লুণ্ঠন প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়াগুলিকে উদ্ভাস্বর বলে। আলাপ, বিলাপ, প্রভৃতি দ্বাদটী বাচিক অনুভাব। স্তম্ভ, স্বেদ, প্রভৃতি আট প্রকার সাত্ত্বিক বিকার। নির্ব্বেদ প্রভৃতি তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাব আছে। রতির মহাভাব পর্য্যন্ত পুষ্টিকার্য্যে রস ও সামগ্রীসকলের নিত্য প্রয়োজন আছে ॥ ২৫ ॥ এই কৃষ্ণরতি স্থায়ীভাব ভক্তিরস। বদ্ধজীবে প্রপঞ্চ-সম্বন্ধবশতঃ ভক্তিস্বরূপে

মুক্তে সা বর্ত্ততে নিত্যাবদ্ধে সা সাধিতা ভবেৎ ।

নিত্য সিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥ ২৭ ॥

আদর্শাচ্চিন্ময়াদ্বিশ্বাৎ সংপ্রাপ্তং সুসমাধিনা ।

সহজেন মহাভাগৈর্ব্যাসাদিভিরিদং মতম্ ॥ ২৮ ॥

মহাভাবাবধির্ভাবো মহারাসাবধিঃ ক্রিয়া ।

নিত্যসিদ্ধস্য জীবস্য নিত্যসিদ্ধে পরাত্মনি ॥ ২৯ ॥

ইহার প্রতীতি। মুক্তজীবে প্রীতিতত্ত্বস্বরূপে বৈকুণ্ঠাবস্থায় নিত্য বর্ত্তমান ॥ ২৬ ॥ রতির মহাভাবপর্য্যন্ত ক্রম, তাহার মুখ্য ও গৌণ রসাশ্রয় ও সামগ্রী-সাহায্যে বিচিত্রপুষ্টিপ্রাপ্তিরূপ রসসমুদ্রের অনন্ত মাধুর্য্য মুক্ত জীবগণের নিত্য ধন। বদ্ধজীবদিগের তাহাই সাধ্য। যদি বল, আত্মার চিন্ময় আনন্দ-রস নিত্য হইলে সাধনের প্রয়োজন কি? তবে বলি, জীবের রতি জড়গতা হইয়া বিকৃত হইয়াছে। হৃদয়ে শুদ্ধরতির প্রাকট্য করাই ইহার সাধন ॥ ২৭ ॥ সহজ সমাধিযোগে ব্যাস প্রভৃতি বিদ্বজ্জনগণ দেখিয়াছেন ও আমরাও দেখিতেছি যে, জীবের সিদ্ধসত্তায় রতিতত্ত্বই সর্ব্বোপাদেয়। আদর্শের ধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে বিম্বিতসত্তায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। এতন্নিবন্ধন প্রাকৃত রতিসত্তাও সমস্ত প্রাকৃতসত্তা অপেক্ষা রবণীয় হইয়াছে। কিন্তু প্রাকৃত স্ত্রীপুরুষ-গত রতি অপ্রাকৃত রতির নিকট অতিশয় তুচ্ছ ও জুগুপ্সিত। যথা রাসপঞ্চাধ্যায়ে—"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতো-হনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েৎ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগ-মাপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ২৮ ॥ নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণের সহিত নিত্যসিদ্ধ জীব-গণের মহাভাবাবধি ভাব ও মহারাসাবধি ক্রিয়া বর্ণিত হইল ॥ ২৯ ॥ আমাদের

এতাবজ্জড়জন্যানাং বাক্যানাং চরমা গতিঃ।
যদুৰ্দ্ধং বৰ্ত্ততে তন্নো সমাধৌ পরিদৃশ্যতাম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়াং কৃষ্ণাপ্তিবর্ণনং
নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

জড়জন্য বাক্যের এই পর্য্যন্ত শেষ গতি। ইহার অতিরিক্ত যাহা আছে, তাহা সমাধিদ্বারা লক্ষিত হউক ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতায় কৃষ্ণাপ্তি-বর্ণননামা নবম অধ্যায়।
শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে প্রীত হউন।

——০——

দশমোঽধ্যায়ঃ

---o---

(শ্রীকৃষ্ণাপ্তজনচরিতম্)

---o---

যেষাং রাগোদিতঃ কৃষ্ণে শ্রদ্ধা বা বিমলোদিতা।
তেষামাচরণং শুদ্ধং সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যতে ॥ ১ ॥
অশুদ্ধাচরণে তেষামশ্রদ্ধা বর্ত্ততে স্বতঃ।
প্রপঞ্চবিষয়াদ্রাগো বৈকুণ্ঠাভিমুখো যতঃ ॥ ২ ॥

ব্রজভাবগত কৃষ্ণভক্তদিগের আচরণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণে যাঁহাদের রাগ উদিত হইয়াছে, অথবা পূর্ব্বরাগরূপ শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তাহাদের আচরণ সর্ব্বত্র বিশুদ্ধরূপে লক্ষিত হয়, অর্থাৎ তাঁহাদের আচরণ নির্দ্দোষ। এস্থলে রাগতত্ত্বের স্বরূপ বিচার করা প্রয়োজন। চিত্ত ও বিষয়ের বন্ধনসূত্রের নাম প্রীতি; সেই বন্ধনসূত্র বিষয়ের যে অংশ অবলম্বন করিয়া থাকে তাহার নাম রঞ্জকতা ধর্ম্ম। চিত্তের অংশ অবলম্বন করিয়া থাকে তাহার নাম রাগ। চিত্ত ও বিষয়ের বিচারটী বিশুদ্ধ আত্মগত রাগ ও অশুদ্ধ মনোগত রাগ উভয়েরই সামান্য লক্ষণ। রাগ যখন প্রথমে কিয়ৎ পরিমাণে আত্মপরিচয় দেয়, তখন তাহার নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবান্ ও অনুরক্ত উভয়বিধ পুরুষের চরিত্র সর্ব্বত্র নির্ম্মল ॥ ১ ॥ যদি বলেন, ইহার কারণ কি? তবে শ্রবণ করুন। জীবের রাগতত্ত্ব এক। বিষয়রাগ ও ব্রহ্মরাগে সত্তার ভিন্নতা নাই, কেবল বিষয়ের ভিন্নতা মাত্র। ঐ রাগ যখন বৈকুণ্ঠাভিমুখ হয়, তখন প্রপঞ্চ বিষয়ে রাগ থাকে না, কেবল আবশ্যকমত প্রপঞ্চ স্বীকার ঘটিয়া থাকে। স্বীকৃত বিষয়সকলও তখন বৈকুণ্ঠভাবাপন্ন হয়, অতএব সমস্ত রাগই অপ্রাকৃত হইয়া পড়ে। রাগাভাব হইলে আসক্তি অবশ্যই খর্ব্ব হয় এবং অশুদ্ধরূপে বিষয়স্বীকারে একপ্রকার অশ্রদ্ধা স্বভাবতঃ লক্ষিত

অধিকারবিচারেণ গুণদোষৌ বিবিচ্যতে।
ত্যজন্তি সততং বাদান্ শুষ্কতর্কানিনাত্মকান্ ॥ ৩ ॥

হয়। অতএব ভক্তজনের পাপকার্য্য প্রায়ই অসম্ভব ; যদিও কদাচিৎ অশুদ্ধাচার হইয়া পড়ে, তজ্জন্যও তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত নাই। ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে, পাপ—কার্য্যরূপী ও বাসনারূপী। কার্য্যরূপী পাপকে পাপ বলা যায় এবং বাসনারূপী পাপকে পাপবীজ বলা যায়। কার্য্যরূপী পাপে স্বরূপসিদ্ধাবস্থা নাই, যেহেতু বাসনা-অনুসারে একই কার্য্য কখন পাপ, কখন নিষ্পাপ হইয়া উঠে। বাসনা অর্থাৎ পাপবীজের মূলানুসন্ধান করিলে শুদ্ধ আত্মার দেহাত্মাভিমানরূপ স্বরূপভ্রমই সমস্ত পাপবাসনার একমাত্র মূলহেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই দেহাত্মাভিমানরূপ স্বরূপভ্রম বা অবিদ্যা হইতে পাপ ও পুণ্য উভয়েরই উৎপত্তি। অতএব পাপ-পুণ্য উভয়ই সাম্বন্ধিক, আত্মার স্বরূপগত নয়। যে কর্ম্ম বা বাসনা সাম্বন্ধিকরূপে আত্মার স্বরূপপ্রাপ্তির সাহায্য করিলেও করিতে পারে, তাহাই পুণ্য। যদ্দারা যে সাহায্যের সম্ভাবনা নাই তাহাই পাপ। কৃষ্ণভক্তি যখন আত্মার স্বরূপ ও স্বধর্ম্মালোচনারূপ কার্য্যবিশেষ হইয়াছে, তখন যে আধারে তাহা লক্ষিত হয়, সে আধারে সমস্ত পাপপুণ্যরূপ সামন্ধিক অবস্থার মূলস্বরূপ অবিদ্যা ক্রমশঃ ভর্জ্জিত হইয়া সম্পূর্ণ লোপ পাইতেছে। মাঝে মাঝে যদিও ভর্জ্জিত 'কই'-মৎস্যের ন্যায় হঠাৎ পাপবাসনা বা পাপ উদ্গত হয়, তাহা সহসা ক্রিয়াবতী ভক্তির দ্বারা প্রশমিত হইয়া পড়ে। সে স্থলে প্রায়শ্চিত্তচেষ্টা বিফল। প্রায়শ্চিত্ত তিন প্রকার অর্থাৎ কর্ম্মপ্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত ও ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত। কৃষ্ণানুস্মরণ-কার্য্যই ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত। অতএব ভক্তিই ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত। ভক্তদিগের প্রায়শ্চিত্তপ্রয়াসে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অনুতাপকার্য্য দ্বারা জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত হয়। জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্তক্রমে পাপ ও পাপবীজ অর্থাৎ বাসনার নাশ হয়, কিন্তু ভক্তিব্যতীত অবিদ্যার নাশ হয় না। চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি কর্ম্ম-

সম্প্রদায়বিবাদেষু বাহ্যলিঙ্গাদিষু ক্বচিৎ।
ন দ্বিষন্তি ন সজ্জন্তে প্রয়োজনপরায়ণাঃ ॥ ৪ ॥

প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপ প্রশমিত হয়, কিন্তু পাপবীজ বাসনা এবং পাপ ও তদ্বাসনা-মূল অবিদ্যা পূর্ব্ববৎ থাকে। অতি সূক্ষ্ম বিচারদ্বারা এই প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব বুঝিতে হইবে। কোন বিদেশীয় বাৎসল্যরসাশ্রিত ভক্তিতত্ত্বে অনুতাপের বিধান দেখা যায়, কিন্তু ঐ বাৎসল্যভাব—জ্ঞানমিশ্র ও ঐশ্বর্য্যগত থাকায় সেরূপ বিধান অযুক্ত নয়। কিন্তু মাধুর্য্যগত অহৈতুকী কৃষ্ণভক্তিতে ভয়, অনুতাপ ও মুমুক্ষারূপ বৈরস্য অপকারী হইয়া পড়ে। প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধরূপ পূর্ব্বপাপ নির্ম্মূলকরণ ও আত্মার স্বরূপাবস্থান সাধন—এই দুইটী ভক্তির অবান্তর ফল, সুতরাং ভক্তসম্বন্ধে অনায়াসসিদ্ধ। জ্ঞানীদিগের পক্ষে ব্যতিরেকচিন্তারূপ অনুতাপক্রমে অপ্রারব্ধ পাপ নাশ হয়, কিন্তু প্রারব্ধ পাপ জীবনযাত্রায় ভুক্ত হয়। কর্ম্মীদিগের সম্বন্ধে পাপের দণ্ডরূপ ফল-ভোগক্রমেই পাপক্ষয় হয়। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে অধিকারবিচার নিতান্ত প্রয়োজন ॥ ২ ॥ পশুস্বভাব হইতে নরস্বভাব এবং সামান্য বৈধ স্বভাব হইতে স্বাধীন রাগাত্মক স্বভাব পর্য্যন্ত অনেক অধিকার লক্ষিত হয়। যাঁহার অধিকার যাহা কর্ত্তব্য তাহাই তাঁহার পক্ষে গুণ এবং যাঁহার অধিকারে যাহা অকর্ত্তব্য, তাহাই তাঁহার পক্ষে দোষ। এই বিধিঅনুসারে সমস্ত কার্য্য বিচারিত হইলে স্বতন্ত্ররূপে গুণদোষের সংখ্যা করিবার প্রয়োজন কি ? অধিকারবিচারে যাহা এক ব্যক্তির পুণ্য তাহা অন্য ব্যক্তির পাপ। শৃগাল-কুক্কুরের পক্ষে চৌর্য্য ও ছাগের পক্ষে অবৈধ মৈথুন কি পাপ হইতে পারে ? মানবের পক্ষে অবশ্য যাহা পাপ বলিয়া গণ্য হয়। বিষয়রাগাক্রান্ত পুরুষের পক্ষে বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গ কর্ত্তব্য ও পুণ্যজনক। কিন্তু যাঁহার সংসাররাগ পূর্ণরূপে পরমেশ্বরে অর্পিত হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে একপত্নীপ্রেমও নিষিদ্ধাচার ; কেননা বহু-ভাগ্যোদয়ে যে পরম-প্রীতির উদয় হইয়াছে, তাহাতে বিষয়প্রীতিরূপে পর্য্য-

তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।
স্মৃত্বৈতন্নিয়তং কার্য্যং সাধয়ন্তি মনীষিণঃ ॥ ৫ ॥

বসান করা অবনতির কার্য বলিতে হইবে। পক্ষান্তরে, অত্যন্ত পশুভাবাপন্না পুরুষের পক্ষে এক বিবাহ দূরে থাকুক, বিবাহবিধিদ্বারা স্ত্রীসংসর্গ স্বীকার করাই পুণ্য। অপিচ উপাসনাপর্ব্বে প্রথম ঈশ্বরসাম্মুখ্য হইতে আরম্ভ হইয়া ব্রজভাবের উদয় পর্য্যন্ত তমোগুণ হইতে সত্ত্বগুণাবধি সগুণ ও তদনন্তর নির্গুণ; এইরূপ সাধকের স্বভাব, জ্ঞানোন্নতি ও বৈকুণ্ঠপ্রবৃত্তির কৈবল্য-অনুসারে অসংখ্য অধিকার লক্ষিত হয়। ঐ সকল ভিন্নাভিন্নাধিকারে কর্ম্ম ও জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যায়। এই সমস্ত বিষয়ের উদাহরণপ্রয়োগ-দ্বারা গ্রন্থ বৃদ্ধি করার আবশ্যক নাই, যেহতু বিচারক স্বয়ং এ সকল স্থির করিয়া লইতে পারেন। পাপ-পুণ্য, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি, স্বর্গ-নরক, বিদ্যা ও অজ্ঞান ইত্যাদি যতপ্রকার দ্বন্দ্বভাব আছে, এ সমুদয়ই বিকৃত রাগ পুরুষদিগের বাদ মাত্র; বাস্তবিকই স্বরূপতঃ ইহারা কেহ দোষ গুণ নয়। সাম্বন্ধিকভাবে ইহাদিগকে গুণদোষ বলিয়া আমরা ব্যাখ্যা করি। স্বরূপতন্ত্রে বিচার করিলে স্বরূপতঃ আত্মরাগের বিকারই দোষ ও আত্মরাগের স্বরূপাব-স্থিতিই গুণ। যে কার্য্য যখন গুণের পোষক হয়, তখন তাহাই গুণ ও যে কার্য্য যখন দোষের পোষক হয়, তখন তাহাই দোষ বলিয়া সারগ্রাহিগণ স্থির করেন। তাঁহারা অনাত্মক শুষ্ক তর্কে ও পক্ষাশ্রিত বাদসকলে সম্মত হন না ॥ ৩ ॥ প্রীতির পুষ্টিই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, ইহা জ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণভক্তগণ সম্প্রদায়বিবাদে ও বাহ্যলিঙ্গসকলে আসক্ত হন না, অথবা বিদ্বেষও করেন না, যেহেতু তাঁহারা সামান্য পক্ষপাত কার্য্যে নিতান্ত উদাসীন ॥ ৪ ॥ হরিভক্ত পণ্ডিতগণ অবগত আছেন যে, তাহাকেই কর্ম্ম বলা যায় যদ্দ্বারা ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তুষ্ঠ হন এবং তাহাকেই বিদ্যা বলা যায় যাহাদ্বারা কৃষ্ণে মতি হয়। এইটী স্মরণ করত তাঁহারা সমস্ত প্রয়োজনসাধক কর্ম্ম করেন এবং সমস্ত

জীবনে মরণে বাপি বুদ্ধিস্তেষাং ন মুহ্যতি।
ধীরা নম্রস্বভাবাশ্চ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৬ ॥
আত্মা শুদ্ধঃ কেবলস্তু মনোজাড্যোদ্ভবং ধ্রুবম্।
দেহ প্রাপঞ্চিকং শশ্বদেতত্ত্বেষাং নিরূপিতম্ ॥ ৭ ॥

পরমার্থপোষিকা বিদ্যার অর্জন করেন। তদিতর সমস্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানকেই তাঁহারা ফল্গু বলিয়া জানেন ॥ ৫ ॥ তাঁহারা স্বভাবতঃ স্থিতপ্রজ্ঞ, নম্রস্বভাব ও সর্ব্বভূতের হিতসাধনে তৎপর। তাঁহাদের বুদ্ধি এত স্থির যে, জীবনকালে বা জীবনাত্যয়ে নানাবিধ প্রপঞ্চযন্ত্রণা ঘটিলেও পরমার্থতত্ত্ব হইতে বিচলিত হন না ॥ ৬ ॥ রাগের প্রাদুর্ভাবে মন ও দেহের স্বভাবতঃ ভিন্নতাপ্রাপ্তিবশতই হউক, অথবা রাগতত্ত্বকে উপলব্ধি করিবার জন্য স্বরূপ জ্ঞানালোচনাদ্বারাই হউক, ব্রজভাবগত কৃষ্ণভক্তদিগকের একটী সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক হইয়া উঠে। সিদ্ধান্ত এই যে, জীবাত্মা স্বভাবতঃ শুদ্ধ ও কেবল অর্থাৎ মায়িকগুণের কোন অপেক্ষা করেন না। আপাততঃ যাহাকে আমরা মন বলি, তাহার নিজ সত্তা নাই, আত্মার জ্ঞানবৃদ্ধির প্রপঞ্চসম্বন্ধবিকারমাত্র। আত্মার সিদ্ধবৃত্তিসকল সাম্বন্ধিকবস্থায় মনোবৃত্তিস্বরূপে লক্ষিত হয়। বৈকুণ্ঠগত আত্মার স্বৃত্তি-দ্বারা কার্য্য হয়, তথায় এই মন থাকে না। আত্মার প্রপঞ্চ-সম্বন্ধে শুদ্ধ জ্ঞান সুপ্তপ্রায় হইলে বিকৃত জ্ঞানকেই জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করে। এই জ্ঞান মনের কার্য্য ও জড়জনিত। ইহাকেই বিষয় জ্ঞান বলা যায়। আমাদের বর্ত্তমান দেহ প্রাপঞ্চিক, ইহার সহিত আত্মার বদ্ধকালাবধি সম্বন্ধ মাত্র। এই স্থূল ও লিঙ্গদেহের সহিত বিশুদ্ধ আত্মার সংযোগপ্রণালী কেবল পরমেশ্বরই জানেন, মানবগণের জানিবার অধিকার নাই। যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত ভক্তিযোগে ভক্তদিগের শরীরযাত্রা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জীব স্বয়ং চিত্তত্ত্ব, স্বভাবতঃ ভগবদ্দাস এবং প্রীতিই তাঁহার একমাত্র ধর্ম্ম। আদৌ হৃদয়নিষ্ঠানু-

জীবশ্চিদ্ভগবদ্দাসঃ প্রীতিধর্ম্মাত্মকঃ সদা।
প্রাকৃতে বর্ত্তমানোঽয়ং ভক্তিযোগসমন্বিতঃ॥ ৮॥
জ্ঞাত্বৈতৎ ব্রজভাবাঢ্যা বৈকুণ্ঠস্থাঃ সদাত্মনি।
ভজন্তি সর্ব্বদা কৃষ্ণং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্॥ ৯॥
চিৎসত্ত্বে প্রেমবাহুল্যাল্লিঙ্গদেহে মনোময়ে।
মিশ্রভাবগতা সা তু প্রীতিরুৎপ্লাবিতা সতী॥ ১০॥

সারে জীবের পতনকালে কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে এই অনির্দ্দেশ্য বন্ধনব্যাপারে সিদ্ধ হওয়ায় মঙ্গলাকাঙ্খী জীবের পক্ষে ভক্তিযোগদ্বারা ভগবৎকৃপার উদয় হইলে, অনায়াসে চিজ্জগতের সংযোগ দূর হইবে। নিজচেষ্টা দ্বারা অর্থাৎ দেহপাত বা কর্ম্ম-ত্যাগরূপ নিশ্চেষ্টতা অথবা ভগবদ্বিদ্রোহতা সহকারে উহা কখনই সিদ্ধ হইবে না, সমাধিদ্বারা এই পরম সত্যটী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কর্ম্মজ্ঞানাত্মক মানবজীবন যখন ভক্তির অনুগত হয়, তখনই ভক্তিযোগের উদয় হয়॥ ৭-৮॥ ইহা অবগত হওত, ব্রজভাবাঢ্য পুরুষগণ বৈকুণ্ঠস্থ হইয়া সমাধিযোগে সচ্চিদা-নন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন॥ ৯॥ আত্মার চিৎসত্তায় যখন প্রেমের বাহুল্য হইয়া উঠে, তখন মনোময় লিঙ্গদেহে পবিত্র প্রীতি উচ্ছলিতা হইয়া মিশ্রভাবগত হয়। ঐ অবস্থায় মনন, স্মরণ, ধ্যান, ধারণা ও ভূতশুদ্ধির চিন্তা ইত্যাদি মানসপূজার নানাবিধ ভাবের উদয় হয়। মানসপূজাকার্য্যে মিশ্রভাব আছে বলিয়া তাহা পরিহার্য্য নয়; যেহেতু লিঙ্গভঙ্গপর্য্যন্ত উহা নিসর্গসিদ্ধ থাকে। জড় হইতে আদৌ যে সকল মানসক্রিয়া সংগৃহীত হইয়া থাকে, ঐ সকলই প্রপঞ্চজনিত পৌত্তলিকভাব; কিন্তু সমাধিগত আত্মচেষ্টা হইতে যে সকল ভাব উচ্ছলিত হইয়া মানসযন্ত্রে ও ক্রমশঃ দেহে ব্যাপ্ত হয়, সে সকল চিৎপ্রতিফলনস্বরূপ সত্যগর্ভ॥ ১০॥ অতএব বদ্ধজীবে প্রীতির কার্য্য-সকল মানসিক কার্য্য বলিয়া লক্ষিত হয়; ঐ সকল মানসগত চিৎপ্রতিফলন পুনরায় অধিকতর উচ্ছলিত হইয়া দেহগত হয়। জিহ্বাগ্রে আসিয়া চিৎপ্রতি-

প্রীতিকার্য্যমতো বদ্ধে মনোময়মিতীক্ষিতম্।
পুনস্তদ্ব্যাপিতং দেহে প্রত্যগ্‌ভাবসমন্বিতম্ ॥ ১১ ॥

ফলিত ভগবন্নামগুণাদি কীর্ত্তন করে। কর্ণসন্নিকটস্থ হইয়া ভগবন্নামগুণাদি শ্রবণ-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। চক্ষুগত হইয়া জড় জগতে প্রেমময় সচ্চিদানন্দ-প্রতিফলিত ভগবন্মূর্ত্তি দর্শন করে। আত্মগত শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাবসকল দেহে উচ্ছলিত হইয়া পুলক, অশ্রু, স্বেদ, কম্প, নৃত্য, দণ্ডবন্নতি, লুণ্ঠন, প্রেমালিঙ্গন, ভগবত্তীর্থপর্য্যটন প্রভৃতি কার্যসকল উদিত করে। আত্মগত ভাবসকল আত্মাতেই সক্রিয়রূপে অবস্থান করিতে পারিত, কিন্তু আত্মার স্বরূপাবস্থান-সম্বন্ধে ভাগবৎকৃপাই প্রাকৃত জগতে চিদ্ভাবের উচ্ছলন-কার্য্যে প্রধান উদ্যোগী। বিষয়রাগকে ভগবদ্রাগরূপে উন্নত করিবার আশ্রয়ে প্রবৃত্তির পরাগ্‌গতি পরিত্যাগ ও প্রত্যগ্‌গতি সাধনের জন্য ভগবদ্ভাবসকল বিষয়ে বিমিশ্রিত হইয়াছে। মনোযন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয়দ্বার অতিক্রম করত আত্মা যে বিষয়াভিমুখে ধাবমান হন, তাহার নাম আত্মার পরাগ্‌গতি। ঐ প্রবৃত্তিস্রোত পুনরায় স্বধামে ফিরিয়া যাইবার নাম প্রত্যগ্‌গতি। সুখাদ্য-লালসার প্রত্যগ্ধর্ম্ম-সাধনার্থে মহাপ্রসাদ-সেবন ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমূর্ত্তি ও তীর্থাদি দর্শনদ্বারা দর্শনবৃত্তির প্রত্যগ্‌গমন সাধিত হয়। হরিলীলা ও ভক্তিসূচক গীতাদি শ্রবণদ্বারা শ্রবণপ্রবৃত্তির প্রত্যগ্‌গতি সম্ভব। ভগবদর্পিত তুলসী-চন্দনাদি সুগন্ধি গ্রহণদ্বারা গন্ধপ্রবৃত্তির বৈকুণ্ঠগতি সনকাদির চরিত্রে সিদ্ধ হইয়াছে। বৈষ্ণব-সংসার-সমৃদ্ধিমূলক বিবাহিত ভগবৎপর পত্নী বা পতিসঙ্গমদ্বারা স্ত্রী বা পক্ষান্তরে পুরুষসংযোগপ্রবৃত্তির প্রত্যগ্‌গতি মনু, জনক, জয়দেব, পিপাজি প্রভৃতি বৈষ্ণবচরিত্রে লক্ষিত হয়। উৎসবপ্রবৃত্তির প্রত্যগ্‌-গতি সাধনের জন্য হরিলীলোৎসবাদির অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। এই সকল প্রত্যগ ভাবান্বিত নরচরিত্র সর্ব্বদা সারগ্রাহীদিগের পবিত্র জীবন লক্ষিত হয় ॥ ১১ ॥ তবে কি সারগ্রাহী মহোদয়গণ কেবল চিৎপর হইয়া জড় কার্য্যসকলকে অশ্রদ্ধা করেন ?

সারগ্রাহী ভজন্ কৃষ্ণং যোষিদ্ভাবাশ্রিতেঽত্মনি।
বীরবৎ কুরুতে বাহ্যে শারীরং কর্ম্ম নিত্যশঃ॥ ১২॥
পুরুষেষু মহাবীরো যোষিৎসু পুরুষস্তথা।
সমাজেষু মহাভিজ্ঞো বালকেষু সুশিক্ষকঃ॥ ১৬॥

তাহা নয়। আত্মার যোষিদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া সারগ্রাহী মহোদয়গণ কৃষ্ণভজন করেন, তথাপি সর্ব্বদাই বাহ্যদেহে শারীর কর্মসকল বীরভাবে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। আহার, বিহার, ব্যায়াম, শিল্পকার্য্য বায়ুসেবন, নিদ্রা, যানারোহণ, শরীররক্ষা, সমাজরক্ষা, দেশভ্রমণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তাঁহাদের চরিত্রে যথাযোগ্য সময়ে লক্ষিত হয়॥ ১২॥ সারগ্রাহী বৈষ্ণব পুরুষদিগের মধ্যে বীরভাবে অবস্থিতি ও কার্য্য করেন। স্ত্রীজাতির আশ্রয় পুরুষ হইয়া যোষিদ্বর্গের নিকটে পূজনীয় হন। সমাজসকলে উপস্থিত হইয়া সামাজিক কার্য্যসমুদয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বালক-বালিকাগণকে অর্থবিদ্যা শিক্ষা দিয়া প্রধান-শিক্ষক-মধ্যে পরিগণিত হন॥ ১৩॥ শরীরিক ও মানসিক যত প্রকার বিজ্ঞান-শাস্ত্র আছে এবং শিল্পশাস্ত্র ও ভাষা-বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, অলঙ্কারাদি শাস্ত্র প্রভৃতি সকলেই অর্থশাস্ত্র। ঐ সকল শাস্ত্রদ্বারা কোন না কোন শারীরিক, মানসিক সাংসারিক বা সামাজিক উপকার উৎপন্ন হয়; ঐ উপকারের নাম অর্থ। ইহার উদাহরণ এই যে, চিকিৎসাশাস্ত্রদ্বারা আরোগ্যরূপ অর্থ পাওয়া যায়। গীতশাস্ত্রদ্বারা কর্ণ ও মনঃসুখরূপ অর্থ পাওয়া যায়। প্রাকৃত তত্ত্ববিজ্ঞান-দ্বারা অনেকানেক অদ্ভূত যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রদ্বারা কালাদি-নির্ণয়রূপ অর্থ সংগ্রহ হয়। এই প্রকার অর্থশাস্ত্র যাঁহারা অনুশীলন করেন, তাঁহারা অর্থবিৎ পণ্ডিত। বর্ণাশ্রমাত্মক ধর্মাব্যবস্থাপক স্মৃতি-শাস্ত্রকেও অর্থশাস্ত্র বলা যায় এবং স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণকে অর্থবিৎ পণ্ডিত বলা যায়, যেহেতু সমাজরক্ষারূপ অর্থই তাঁহাদের ধর্ম্মের একমাত্র সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য। কিন্তু পারমার্থিক পণ্ডিতেরা ঐ অর্থ হইতে

অর্থশাস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠঃ পরমার্থপ্রয়োজকঃ।
শান্তিসংস্থাপকো যুদ্ধে পাপিনাং চিত্তশোধকঃ ॥ ১৪ ॥
বাহুল্যাৎ প্রেমসম্পত্তেঃ স কদাচিজ্জনপ্রিয়ঃ।
অন্তরঙ্গং ভজত্যেব রহস্যং রহসি স্থিতঃ ॥ ১৫ ॥
কদাহং শ্রীব্রজারণ্যে যমুনাতটমাশ্রিতঃ।
ভজামি সচ্চিদানন্দং সারগ্রাহিজনান্বিতঃ ॥ ১৬ ॥
সারগ্রাহি বৈষ্ণবানাং পদাশ্রয়ঃ সদাস্তু মে।
যৎকৃপালেশমাত্রেণ সারগ্রাহী ভবেন্নরঃ ॥ ১৭ ॥

সাক্ষৎ রূপে পরমার্থ সাধন করেন। সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ অর্থশাস্ত্রের যথোচিত আদর করত তাহার সম্যক্ আলোচনা করিতে কখনই বিরত হন না। ঐ সমস্ত অর্থশাস্ত্রের চরমগতিরূপ পরমার্থ অনুসন্ধান করত তিনি সকল অর্থবিৎ পণ্ডিতের মধ্যে বিশিষ্টরূপে পূজিত হয়েন। পরমার্থনির্ণয়ে অর্থবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহার সহকারিত্বে পরিশ্রম করিতেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তিস্থাপকরূপে সারগ্রাহী বৈষ্ণব বিরাজ করেন। নানাবিধ পাপীদিগকে ঘৃণা করিয়া তিনি পরিত্যাগ করেন না। কখন গোপনীয় উপদেশ, কখন প্রকাশ্য বক্তৃতা করত, কখন বন্ধুভাবে, কখন বিরোধভাবে, কখন স্বীয় চরিত্র দেখাইয়া, কখন বা পাপের দণ্ডবিধান করত সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ পাপীদিগের চিত্তশোধনে বিশেষ তৎপর থাকেন ॥ ১৪ ॥ সারগ্রাহী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র সর্ব্বদাই অদ্ভুত, কেন না পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি-কার্য্য যেমত তাঁহাদের আচরণে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ কখন প্রেম সম্পত্তির অতি বাহুল্যবশতঃ নিবৃত্তি লক্ষণও দেখা যায়। সর্ব্ব-জনপ্রিয় সারগ্রাহী বৈষ্ণব নির্জ্জনস্থ হইয়া কখন কখন অন্তরঙ্গ পরম রহস্য ভজনা করেন ॥ ১৫ ॥ ব্রজমাহাত্ম্য বর্ণন করিতে করিতে অত্যন্ত বলবতী প্রেমলালসার উদয় হওয়ায় লেখক কহিতেছেন যে, আমার সে সৌভাগ্য কোন্ দিবস হইবে, যখন যমুনাতটস্থ শ্রীবৃন্দারণ্যে সারগ্রাহি-বৈষ্ণবজনসঙ্গে সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের ভজনা করিব ॥ ১৬ ॥ যে সারগ্রাহী বৈষ্ণবের কৃপা-

বৈষ্ণবাঃ কোমলশ্রদ্ধা মধ্যমাশ্চোত্তমাস্তথা।
গ্রন্থমেতৎ সমাসাদ্য মোদন্তাং কৃষ্ণপ্রীতয়ে ॥ ১৮ ॥
পরমার্থবিচারেঽস্মিন্ বাহ্যদোষবিচারতঃ।
ন কদাচিদ্ধতশ্রদ্ধঃ সারগ্রাহী জনো ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

মাত্রে কর্ম্মজড় ও জ্ঞানদগ্ধ পুরুষেরা সারগ্রাহি-বৈষ্ণবতা লাভ করেন, সেই ভবার্ণবের কর্ণধারস্বরূপ সারগ্রাহি-বৈষ্ণবজনাপদাশ্রয় আমার নিত্যকর্ম্ম হউক ॥ ১৭ ॥ বৈষ্ণব ত্রিবিধ অর্থাৎ কোমলশ্রদ্ধ, মধ্যমাধিকারী ও উত্তমাধিকারী। কর্মকাণ্ড ও তদ্দত্ত ফলকে নিত্যজ্ঞান করিয়া পরমার্থবিরত পুরুষেরা কর্মজড়। কেবল যুক্তিযোগে নির্ব্বিশেষব্রহ্মনির্ব্বাণ-সংস্থাপক পুরুষেরা নিত্য-বিশেষ-জ্ঞানাভাবে জ্ঞানদগ্ধ অর্থাৎ নিতান্ত শুষ্ক ও নীরস। আত্মার চরমাবস্থায় নিত্য-বিশেষগত বৈচিত্র্য স্বীকারপূর্ব্বক যাঁহারা আত্মা হইতে নিত্য ভিন্ন সর্ব্বানন্দধাম পরমৈশ্বর্য্য ও পরমমাধুর্য্যসম্পন্ন করুণাময় ভগবানের উপাসনাকার্য্যকে জীবের নিত্যধর্ম বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা ভক্ত বা বৈষ্ণব। কর্ম্মজড় ও জ্ঞানদগ্ধ পুরুষেরা সৌভাগ্যক্রমে ও সাধুসঙ্গপ্রভাবে বৈষ্ণবপদবী প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ নরস্বভাবে অবস্থিতি করেন। কোমলশ্রদ্ধ ও মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবগণের যে মল লক্ষিত হয়, তাহা প্রবলরূপে কর্মজড় ও জ্ঞানদগ্ধ পুরুষে লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ কর্মজড় ও জ্ঞানদগ্ধ পুরুষদিগের বৈষ্ণবপদবী প্রাপ্ত হইলেও পূর্ব্বাবস্থা হইতে জড়তা ও কুতর্কের যে অবশিষ্টাংশ অভ্যাসক্রমে থাকে, তাহাই কোমলশ্রদ্ধ ও মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবদিগের হেয়াংশ। যাহা হউক, ঐ হেয়াংশ কেবল অজ্ঞান ও কুসংস্কারের ফল, ইহাতে সন্দেহ নাই। ত্রিবিধ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে উত্তমাধিকারী পুরুষের কুসংস্কার ও জড়তা থাকে না। অনেক-বিষয়-সম্বন্ধে জ্ঞানাভাব থাকিতে পারে, কিন্তু সারগ্রাহিপ্রবৃত্তি প্রবলরূপে সমস্ত কুসংস্কারকে একেবারে দূর করে। মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব ভারবাহী হইতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু সারগ্রাহী

অষ্টাদশশতে শাকে ভদ্রকে দত্তবংশজঃ।

কেদারো রচয়চ্ছাস্ত্রমিদং সাধুজনপ্রিয়ম্ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়াং কৃষ্ণাপ্তজনচরিত্রবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ হরিঃ হরিঃ হরিঃ ওঁ।

প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বলবতী না থাকায় তাঁহাদের হৃদয়ে অপূর্ব্ব কুসংস্কার জনিত কিছু কিছু সংশয় বলবান্ থাকে। ইহারা চিদগতবিশেষতত্ত্ব ও সহজ সমাধি স্বীকার করিয়াও যুক্তির মুখাপেক্ষায় বৈকুণ্ঠতত্ত্বকে সম্যগ্রূপে দর্শন করিতে পারেন না। কোমলশ্রদ্ধ পুরুষেরা বৈষ্ণবপদবী প্রাপ্ত হইয়াও কুসংস্কারের নিতান্ত বশবর্ত্তী থাকেন। ইহারা কর্ম্মসঙ্গী ও বৈধ শাসনের অধীন। যদিও ইহাঁরা এই গ্রন্থের সাক্ষাৎ অধিকারী নহেন, তথাপি উত্তমাধিকারীর সাহায্যে ইহার আলোচনা করিয়া উত্তমাধিকারিত্ব লাভ করিবেন। অতএব ত্রিবিধ বৈষ্ণবেরাই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিসংবর্দ্ধনার্থ এই শাস্ত্রালোচনায় পরমানন্দ লাভ করুন্ ॥ ১৮ ॥ এই গ্রন্থে পরমার্থ বিচার হইয়াছে, ইহার ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদি সম্বন্ধে দোষসমুদয় গ্রাহ্য নয়। তাহা লইয়া সারগ্রাহি-জনেরা বৃথালোচনা করেন না। এই গ্রন্থ আলোচনা-সময়ে যাঁহারা ঐ বাহ্যদোষ-সকলকে বিশেষরূপে সমালোচনা করিয়া পরমার্থসারগ্রহণরূপ এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করিবেন তাঁহারা অধিকারী নহেন। বালবিদ্যাগত তর্ক সমুদয় গম্ভীরবিষয়ে নিতান্ত হেয় ॥ ১৯ ॥ অষ্টাদশ শত শকাব্দে উড়িষ্যা দেশমধ্যবর্ত্তী ভদ্রকনগরে কার্য্যগতিকে অবস্থিতিকালে কলিকাতার হাটখোলাস্থ দত্তবংশীয় কেদারনাথ নামক ভরদ্বাজ কায়স্থ, সাধুজনপ্রিয় এই শাস্ত্র রচনা করেন ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় কৃষ্ণপ্রাপ্ত-জনচরিত্রবর্ণন-নামা

দশম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে প্রীত হউন।

॥ হরি হরি বল ॥

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

—: **** :—

উপসংহার

—*:::*—

শ্রীকৃষ্ণসংহিতার মূল তাৎপর্য্য ও এই গ্রন্থ প্রণয়ণের আবশ্যকতা উপক্রমণিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সংহিতার মধ্যে স্থানে স্থানে শ্লোকানুক্রমে সকল তত্ত্বই বিচারিত হইয়াছে, কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ যে প্রণালীতে তত্ত্ব বিচার করিয়া থাকেন, এই গ্রন্থে ঐ প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই ; অতএব অনেকেই শ্রীকৃষ্ণসংহিতাকে প্রাচীন-প্রিয় গ্রন্থ বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন, এরূপ আশঙ্কা হয়। আমার পক্ষে উভয় সঙ্কট। যদি আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শ্লোকগুলি রচনা করিতাম, তাহা হইলে পুরাতন পণ্ডিতেরা অনাদর করিতেন, সন্দেহ নাই। এজন্য মূল গ্রন্থখানি পুরাতন প্রণালীমতে রচনা করিয়া উপক্রমণিকা ও উপসংহার আধুনিক পদ্ধতিমতে প্রণয়ন করত উভয় শ্রেণীর লোকেরা সন্তোষ উৎপত্তি করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। এজন্য পুনরুক্তি দোষ অনেকস্থলে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম। এই উপসংহারে সংক্ষেপতঃ সমুদয় তত্ত্ব বিচার করিতেছি।

সারগ্রাহি-বৈষ্ণবধর্ম্মই আত্মার নিত্যধর্ম্ম। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয় নাই। কালক্রমে এই নিত্যধর্ম্মের নির্ম্মলতা বোধ হইতেছে, ইহাতে সন্দেহ কি ? ঐ নির্ম্মলতার উন্নতি বিষয়নিষ্ঠ নহে, কিন্তু বিচারকনিষ্ঠ। সূর্য্য সর্ব্বদা সমভাব, কিন্তু দর্শকদিগের অবস্থাক্রমে মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যকে অধিক উত্তাপদায়ক বলিয়া বোধ হয়। তদ্রূপ নির্ম্মল নিত্যধর্ম্ম মানবগণের উন্নত অবস্থায় অধিকতর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক নিত্যধর্ম্ম সর্ব্বকালেই সমান অবস্থায় থাকে। সেই নির্ম্মল নিত্যধর্ম্মের তত্ত্ববিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সারগ্রাহী-বৈষ্ণবমতপ্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীচৈতন্যপ্রভু কহিয়াছেন যে, "সম্প্রতি মানববৃন্দ বদ্ধভাবাপন্ন হওয়ায় নিত্যধর্ম্মকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন— এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক্রমে বিচার করিতে বাধ্য আছেন।" প্রভুর

উপদেশক্রমে আমরা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা করিব।

প্রথমে সম্বন্ধবিচার। বিচারক স্বীয় আত্মাকে আদৌ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। স্বীয় আত্মার অস্তিত্ব হইতে বিষয় ও বস্ত্বন্তরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। বিচারক বলিতে পারেন যে, যদি আমি নাই তবে আর কিছুই নাই; যেহেতু আমার অভাবে অন্যের প্রতীতি কিরূপে সম্ভব হইত? আত্মপ্রত্যয়-বৃত্তি-দ্বারা বিচারক স্বীয় অস্তিত্ব সংস্থাপন করত প্রথমেই স্বীয় আত্মার ক্ষুদ্রতা ও পরাধীনতা লক্ষ্য করেন। স্বীয় আত্মার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত মাত্রই কোন বৃহদাত্মার সহায়তা পরিলক্ষিত হয়। আত্মা ও পরমাত্মার অবস্থানবোধটী আত্মপ্রত্যয়বৃত্তির প্রথম কার্য্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। অনতিবিলম্বেই জড় জগতের উপর দৃষ্টিপাত হইলে, বিচারক অনায়াসে দেখিতে পান যে, বস্তু বাস্তবিক তিনটী অর্থাৎ আত্মা, পরমাত্মা ও জড় জগৎ। যে সকল ব্যক্তিগত আত্মার উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহারা আপনাকে জড়াত্মক বলিয়া সন্দেহ করেন। তাঁহাদের বিবেচনায় জড়ই নিত্য; জড়গত ধর্ম্মসকল অনুলোম-বিলোম-ক্রমে চৈতন্যের উৎপত্তি করে এবং তত্তদবস্থা- ব্যতিক্রম-যোগে উৎপন্ন চৈতন্যের অচৈতন্যতারূপ জড়ধর্ম্মে পরিণাম হয়, এরূপ সিদ্ধান্ত তাঁহাদের মনে উদয় হয়। ইহার কারণ এই যে, ঐ সকল বিচারকেরা চিৎ-প্রবৃত্তি অপেক্ষা বড় প্রবৃত্তির অধিকতর বশীভূত ও জড়ের প্রতি তাঁহাদের যত আস্থা, জ্ঞানের প্রতি তত নয়; এতন্নিবন্ধন, তাঁহাদের আশা, ভরসা, উৎসাহ, বিচার ও প্রীতি সকলই জড়াশ্রিত। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সমাধিস্থ পুরুষদিগের ব্যবহারসমুদয় তাঁহাদের বিচারে চিত্তপ্রবৃত্তির পীড়াস্বরূপ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের সহিত আমাদের বিচারের সম্ভাবনা নাই, যেহেতু তাঁহারা যে বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অপ্রাকৃত বিষয় বিচার করেন, আমরা সে বৃত্তি অবলম্বন করিতে স্বীকৃত নই। তাঁহারা যুক্তিবৃত্তির অধীন। যুক্তি

কখনই আত্মনিষ্ঠ বিচারে সমর্থ নয়। তদ্বিষয়ে নিযুক্ত হইলে কোন ক্রমেই কার্য্যে সমর্থ হয় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র কর্ণে লাগাইলে কি হইবে? মাইক্রফন যন্ত্রদ্বারা কি ছবি দেখা যায়? অতএব যুক্তিযন্ত্রদ্বারা কিরূপে বৈকুণ্ঠ দর্শন হইবে? জড়জগতের বিষয়সকল যুক্তিবৃত্তির অধীন, কিন্তু আত্মা স্বীয় দর্শনবৃত্তি ব্যতীত কোন বৃত্তিদ্বারা লক্ষিত হন না। যুক্তি সৎপথ অবলম্বন করিলে আত্ম-বিষয়ে স্বীয় অক্ষমতা শীঘ্রই বুঝিতে পারে। আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ, অতএব স্বপ্রকাশ ও জড়ের প্রকাশক; কিন্তু জড়জাত যুক্তিবৃত্তি কখনই আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব আমরা যুক্তিবাদীদিগের জড়সিদ্ধান্তে বাধ্য না হইয়া আত্মদর্শনবৃতিদ্বারা আত্মা ও পরমাত্মার দর্শন ও বিচার করিব এবং আত্মা ও জড়ের মধ্যগত ক্ষণিক যুক্তিযন্ত্রযোগে জড়জগতেয় তত্ত্বসংখ্যা করিব।

আত্মা, পরমাত্মা ও জড়—এই তিনটী বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিচার করা আবশ্যক। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর—এই তিন নামে উক্ত ত্রিতত্ত্বের বিশেষ বিচার করিয়াছেন। সম্বন্ধবিচারে ত্রিতত্ত্বের বিচার ও সম্বন্ধ-নির্ণয় করাই প্রয়োজন। সাংখ্য-লেখক কপিলাচার্য্য প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা করিয়াছেন। জড় বা অচিত্তত্ত্বের বিচার করিতে হইলে কপিলের তত্ত্বসংখ্যা বিচার্য্য হইয়া উঠে। আধুনিক জড়তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেক যত্নসহকারে নবাবিষ্কৃত যন্ত্রসকলদ্বারা মূল ভূতসকলের নাম, ধর্ম্ম ও রাসায়নিক প্রবৃত্তিসকল বিশেষরূপে আবিষ্কার করত জনগণের প্রাকৃত জ্ঞান সমৃদ্ধি করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহাদের আবিষ্কৃত বিষয়সকল বিশেষ আদরণীয় যেহেতু তাহারা অর্থরূপে আবিষ্কৃত হইয়া জীবের চরমগতিরূপ পরমার্থের উপকার করিতেছে। ফলতঃ সমুদয় আবিষ্কৃত বিষয়সকলের আদর করিয়াও সাংখ্যের তত্ত্বসংখ্যার অনাদর করিতে হয় না। মূলভূত ৬০।৬৫ বা ৭০ হউক, সাংখ্য-নির্ণীত ক্ষিতি, জল, তেজ প্রভৃতি স্থূলভুতের সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত

ঘটে না। অতএব সাখ্যাচার্য্য যে ভূত, তন্মাত্র অর্থাৎ ভূতধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এরূপ প্রাকৃত জগতের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অকর্ম্মণ্য নহে। বরং সাংখ্যের তত্ত্ববিভাগটী বিশেষ বৈজ্ঞানিক বলিয়া স্থির করা যায়। বেদান্তসংগ্রহ-রূপ ভগবদ্গীতা গ্রন্থেও তদ্রূপ তত্ত্বসংখ্যা লক্ষিত হয়, যথা—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ (গীতা ৭।৪)

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ স্থূলভূত ও মন' বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আট প্রকার ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব প্রকৃতিতে আছে। এই সংখ্যায় তন্মাত্রগুলিকে ভূতসাৎ করা হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়-সকলকে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার রূপ সূক্ষ্ম মায়িক তত্ত্বের সহিত মিলিত করা হইয়াছে। অতএব তত্ত্বসংখ্যা-সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্ত, প্রকৃতি-বিচারে, ঐক্য আছেন বলিতে হইবে।

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—ইহারা আত্মার স্বভাব বা প্রকৃতির তত্ত্ব। এতদ্বিষয়ে ইউরোপদেশীয় অল্পসংখ্যক পণ্ডিতেরা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারকে প্রকৃতির ধর্ম্ম বলিয়া আত্মাকে তদতীত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা প্রায়ই মনকে আত্মার সহিত এক বলিয়া উক্তি করেন। ইংলণ্ডীয় বহুতর বিজ্ঞলোকের সহিত বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে তাঁহারা আত্মাকে মন হইতে ভিন্ন বলিয়া স্থির করেন; কিন্তু ভাষার দোষে অনেক স্থলে 'আত্মা'-শব্দের পরিবর্ত্তে 'মন'-শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভগবদ্গীতায় পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের নীচেই এই শ্লোক (৭।৫) দৃষ্ট হয়;—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥

পূর্ব্বোক্ত অষ্টধা প্রকৃতির অতিরিক্ত আর একটী পারমেশ্বরী প্রকৃতি

বর্ত্তমান আছে। সে প্রকৃতি জীবস্বরূপা—যাহার সহিত এই জড়জৎ অবস্থিতি করিতেছে। এই শ্লোক পাঠে স্পষ্ট বোধ হয় যে পূর্ব্বোক্ত ভূত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মিকা প্রকৃতি হইতে জীবপ্রকৃতি স্বতন্ত্র। ইহাই সারগ্রাহী সিদ্ধান্ত বটে।

এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র জগতে দুইটী বস্তু লক্ষিত হয় অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ অথবা জীব ও জড়। ইহারা পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির পরিণাম বলিয়া বৈষ্ণব জনকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। এখন জড়সত্তা ও জীবসত্তার মান নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। জীবসত্তা চৈতন্যময় ও স্বাধীনক্রিয়াবিশিষ্ট। জড়সত্তা জড়ময় ও চৈতন্য-অধীন। বর্ত্তমান বদ্ধাবস্থায় নরসত্তার বিচার করিলে চৈতন্য ও জড়ের বিচার হইবে সন্দেহ নাই, যেহেতু বদ্ধজীব ভগবৎস্বেচ্ছা-ক্রমে জড়ানুযন্ত্রিত হইয়া লক্ষিত হইতেছেন।

সপ্ত ধাতু* নির্ম্মিত শরীর, ইন্দ্রিয়গণ, বিষয়জ্ঞানাধিষ্ঠানরূপ মন, বুদ্ধি অহঙ্কার, অবস্থানভাবাত্মক দেশ ও কালতত্ত্ব ও চৈতন্য এই কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন রূপে নরসত্তায় লক্ষিত হয়। ভূত ও ভূতধর্ম্ম অর্থাৎ তন্মাত্র-নির্ম্মিত শরীরটী সম্পূর্ণ ভৌতিক। জড়ভূত জড়ান্তরের অনুভব করিতে সমর্থ নহে, কিন্তু নরসত্তায় শরীরগত স্নায়বীয় প্রণালী ও দেহস্থিত চক্ষু-কর্ণাদি বিচিত্র যন্ত্রে কোন প্রকার চিদধিষ্ঠানরূপ অবস্থান লক্ষিত হয়। তাহার নাম ইন্দ্রিয়, যদ্দ্বারা ভৌতিক বিষয়-জ্ঞান ভৌতিক শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভূতপ্রকাশক কোন আন্তরিক যন্ত্রের সহিত যুক্ত হয়। ঐ যন্ত্রকে আমরা মন বলি। ঐ মনের চিত্তবৃত্তিক্রমে বিষয়জ্ঞান অনুভূত হইয়া স্মৃতিবৃত্তিক্রমে সংরক্ষিত হয়। কল্পনাবৃত্তিদ্বারা বিষয়জ্ঞানের আকার পরিবর্ত্তিত হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক্রমে লাঘবকরণ ও গৌরবকরণ-রূপ প্রবৃত্তিদ্বয়ের সহযোগে বিষয়-বিচার হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নরসত্তায় বুদ্ধি ও চিত্তাত্মক মন হইতে জড় শরীর পর্য্যন্ত

* রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটী ধাতু। গ্রঃ কঃ।

অহংভাবাত্মক একটী চিদাভাস-সত্তার লক্ষণ পাওয়া যায়। এই তত্ত্ব হইতে অহং ও মম অর্থাৎ আমি ও আমার এই প্রকার নিগূঢ়ভাব নরসত্তার অঙ্গীভূত হইয়াছে, ইহার নাম অহঙ্কার। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, অহঙ্কার পর্য্যন্ত বিষয়জ্ঞান প্রাকৃত। অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়-শক্তি—ইহারা জড়াত্মক নহে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ভূত-গঠিত নহে। কিন্তু ইহাদের সত্তা ভূতমূলক অর্থাৎ ভূত-সম্বন্ধ না থাকিলে ইহাদের সত্তা সিদ্ধ হয় না। ইহার কিয়ৎপরিমাণে চৈতন্যাশ্রিত, যেহেতু প্রকাশকত্ব-ভাবই ইহাদের জীবনীভূত তত্ত্ব, কেননা বিষয়জ্ঞানই ইহাদের ক্রিয়াপরিচয়। এই চৈতন্যভাব কোথা হইতে সিদ্ধ হয়? আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য-সত্তা। আত্মার জড়ানুগত্য সহজে সম্ভব হয় না। অবশ্য কোন কারণ-বশতঃ পারমেশ্বরী ইচ্ছাক্রমে শুদ্ধ আত্মার জড়-সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছে। যদিও বদ্ধাবস্থায় সে কারণ অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে সুকঠিন হইয়াছে, তথাপি বদ্ধাবস্থায় আনন্দাভাব বিচার করিলে এ অবস্থাকে চৈতন্যসত্তার পক্ষে দন্ডাবস্থা বলিয়া উপলব্ধি হয়। এই অবস্থায় জীবসৃষ্টি হইয়াছে ও কর্ম্মদ্বারা জীবের ক্রমশঃ উন্নতি সাধিত হয়, এইরূপ বিচারটী আধুনিক পন্ডিতদিগের মত হইলেও আত্মপ্রত্যয়-বৃত্তিদ্বারা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় না। এ বিষয়ে অধিক যুক্তি নাই, যেহেতু শুদ্ধ আত্মতত্ত্বে ও পরমেশ্বরের লীলা-বিচারে ভূতমূলক যুক্তির গতিশক্তি নাই। এস্থলে এই পর্য্যন্ত স্থির করা কর্ত্তব্য যে, শুদ্ধ আত্মার জড়সন্নিকর্ষে অহঙ্কার বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়-বৃত্তিরূপ একটী চিদাভাসের উদয় হইয়াছে। ঐ চিদাভাস আত্মার মুক্তি হইলে আর থাকিবে না। অতএব নরসত্তায় তিনটী তত্ত্ব লক্ষিত হইল অর্থাৎ আত্মা ও জড়ের সংযোজক চিদাভাস যন্ত্র ও শরীর। বেদান্ত বিচারে আত্মাকে জীব, চিদাভাস যন্ত্রকে লিঙ্গশরীর ও ভৌতিক শরীরকে স্থূল শরীর বলিয়াছেন। মরণান্তে স্থূল শরীরের পতন হয়, কিন্তু মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত লিঙ্গশরীর কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

চিদাভাস মন্ত্রটী বদ্ধাবস্থার সহিত সমকালব্যাপী। কিন্তু তাহা শুদ্ধজীবনিষ্ঠ নহে। শুদ্ধ জীব চিদানন্দস্বরূপ। অহঙ্কার হইতে শরীর পর্য্যন্ত প্রাকৃত সত্তা হইতে শুদ্ধ জীবের সত্তা ভিন্ন। শুদ্ধজীবসত্তা অনুভব করিতে হইলে প্রাকৃত চিন্তাকে দূর করিতে হয়, কিন্তু অহঙ্কার-তত্ত্ব-সত্ত্বে সমস্ত চিন্তাই প্রকৃতির অধীন আছে। চিদাভাস হইতে চিন্তার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া চিন্তা ভূতাশ্রয় ত্যাগ করিতে পারে না, অতএব মনোবৃত্তিকে স্থগিত করিয়া আত্ম-সমাধি অর্থাৎ স্বদর্শন বৃত্তির দ্বারা আত্মা যখন আলোচনা করেন, তখন নিঃসন্দেহ আত্মোপলব্ধি ঘটিয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা অহঙ্কার-তত্ত্বের নিকট আত্মার স্বতন্ত্রতাকে একেবারে বলি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা যুক্তির সীমা পরিত্যাগ করিতে সাহস করেন না এবং শুদ্ধ আত্মার সত্তা কিছুমাত্র অনুভব করিতে সমর্থ হঁন না। বৈশেষিক প্রভৃতি যুক্তিবাদীগণ শুদ্ধজীবের সত্তা কখনই উপলব্ধি করিতে পারেন না, অতএব মনকেও তাঁহারা কার্যে কার্যে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন।

শুদ্ধ জীবাত্মার দ্বাদশটী লক্ষণ, ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে (৭।১৯-২০) প্রহ্লাদ-উক্তিতে কথিত হইয়াছে,—

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্‌হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ॥
এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈ॥
অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ॥

আত্মা নিত্য অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গশরীরের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর নয়। অব্যয় অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গশরীর নাশ হইলে তাহার নাশ নাই। শুদ্ধ অর্থাৎ প্রাকৃতভাবরহিত। এক অর্থাৎ গুণগুণী, ধর্ম্মাধর্ম্মী, অঙ্গাঙ্গী প্রভৃতি দ্বৈত-ভাব রহিত। ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ দ্রষ্টা। আশ্রয় অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গের আশ্রিত নয়, কিন্তু উহারা আত্মার আশ্রিত হঁইয়া সত্তা বিস্তার করে। অবিক্রিয়,

অর্থাৎ দেহগত ভৌতিক বিকাররহিত। বিকার ছয় প্রকার—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ। স্বদৃক্ অর্থাৎ আপনাকে আপনি দেখে, প্রাকৃত দৃষ্টিশক্তির বিষয় নয়। হেতু অর্থাৎ শরীরের ভৌতিক সত্তা, ভাব ও কার্য্যের মূল, স্বয়ং প্রাকৃতি মূলক নয়। ব্যাপক, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্টস্থানব্যাপী নয়। তাহার প্রাকৃত স্থানীয় সত্তা নাই। অসঙ্গী অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রকৃতির গুণসঙ্গী নয়। অনাবৃত অর্থাৎ ভৌতিক আবরণে আবদ্ধ হয় না। এই দ্বাদশটী অপ্রাকৃত লক্ষণদ্বারা আত্মাকে ভিন্ন করিয়া বিদ্বান লোক দেহাদিতে মোহঁজনিত 'অহং' 'মম' ইত্যাদি অসদ্ভাব পরিত্যাগ করিবেন।

শুদ্ধজীবের স্থানীয় ও কালিক সত্তা আছে কি না, এ বিষয়ে অনেক তর্ক ঘটিয়া থাকে। কিন্তু পরমার্থ-বিচারে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, বরং বিশেষ নিন্দা আছে। তর্ক সর্ব্বদাই চিদাভাস-নিষ্ঠ—চিন্নিষ্ঠ হইতে পারে না। আত্মা অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির সমস্ত তত্ত্বের অতীত। এস্থলে প্রকৃতি-শব্দে কেবল ভূতসকলকে বুঝায়, এমত নয়; কিন্তু ভূত, তন্মাত্র ও চিদাভাস অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও অহঙ্কার সকলই বুঝায়। চিদাভাস প্রকৃতির অন্তর্গত হওয়ায় প্রকৃতিস্থ অনেক অবস্থাকে চিৎকার্য্য বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। দেশ ও কাল প্রকৃতির মধ্যে লক্ষিত হইলেও উহারা শুদ্ধসত্তা-ক্রমে চিত্তত্ত্বে আছে। শ্রীকৃষ্ণসংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় উত্তমরূপে বিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, চিত্তত্ত্ব ও জড়তত্ত্ব পরস্পর বর্ত্তমান অবস্থায় বিরুদ্ধ হইলেও পরস্পর বিপরীত তত্ত্ব নহে। চিত্তত্ত্বে যে সকল সত্তা আছে, তাহা শুদ্ধ ও দোষবর্জ্জিত। ঐ সমস্ত সত্তাই জড়তত্ত্বে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মায়িক জগতে ঐ সকল সত্তা দোষপূর্ণ অতএব শুদ্ধ দেশকাল, শুদ্ধ আত্মায় লক্ষিত হইবে এবং কুণ্ঠিত দেশকাল, মায়াকুণ্ঠিত জগতে পরিজ্ঞাত হইবে, ইহাই দেশ-কাল-তত্ত্বের একমাত্র বৈজ্ঞানিক বিচার। শুদ্ধাবস্থায় জীবের কেবল শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় নরসত্তার ত্রিবিধ অস্তিত্ব অর্থাৎ

শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব, অর্থাৎ সূক্ষ্ম অস্তিত্ব, চিদাভাসিক অস্তিত্ব অর্থাৎ লৈঙ্গিক অস্তিত্ব এবং ভৌতিক অর্থাৎ স্থূল অস্তিত্ব। স্থূল বস্তু সূক্ষ্ম বস্তুকে আবরণ করে ; ইহা নৈসর্গিক বিধি। অতএব লৈঙ্গিক অস্তিত্ব কিছু বেশী স্থূল হওয়ায়, শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বকে আচ্ছাদন করিয়াছে। পুনশ্চ ভৌতিক অস্তিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল হওয়ায়, শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব ও লৈঙ্গিক অস্তিত্ব—উভয়কেই আচ্ছাদন করিতেছে। তথাপি ত্রিবিধ অস্তিত্বেরই প্রকাশ আছে, কেননা আচ্ছাদিত হইলেও বস্তু লোপ হয় না। শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বটী শুদ্ধ-দেশ-কালনিষ্ঠ। অতএব আত্মার স্থানীয় অস্তিত্ব ও কালিক সত্তা আছে, এরূপ বুঝিতে হইবে। স্থানীয় অস্তিত্ব-সত্ত্বে, আত্মার কোন নিশ্চিত অবস্থান স্বীকার করা যায়। নিশ্চিত-অবস্থান-সত্ত্বে, কোন শুদ্ধাত্মক কলেবর ও স্বরূপ স্বীকার করা যায়। সেই স্বরূপের সৌন্দর্য্য, ইচ্ছা-শক্তি বোধ-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি ইত্যাদি, শুদ্ধাত্মিক গুণগণও স্বীকার্য্য হইয়াছে। ঐ স্বরূপটী চিদাভসকর্ত্তৃক লক্ষিত হইতে পারে না, কেননা উহা প্রকৃতির অতিরিক্ত তত্ত্ব। যেমন স্থূল দেহে করণ সমস্ত নিজ নিজ স্থানে ন্যস্ত থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে ও স্বরূপের সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে, তদ্রূপ এই স্থূল দেহের চমৎকার আদর্শ-স্বরূপ সূক্ষ্ম দেহটীতে প্রয়োজনীয় করণ-সমস্ত ন্যস্ত আছ। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের প্রভেদ এই যে, স্থূল দেহের দেহী শুদ্ধজীব এবং দেহটী স্থূলদেহ, অতএব দেহ দেহী ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব, কিন্তু সূক্ষ্মদেহে যিনি দেহী তিনিই দেহ, তন্মধ্যে পৃথকতা নাই। বস্তুমাত্রেরই দুইটী পরিচয় আছে, অর্থাৎ স্বরূপ-পরিচয় ও ক্রিয়াপরিচয়। মুক্ত জীবের স্বরূপ পরিচয়ই চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান। জীব, জ্ঞান-স্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ পদার্থদ্বারা তাহার কলেবর গঠিত হইয়াছে। আনন্দই তাহার ক্রিয়া পরিচয়। অতএব মুক্ত জীবের সত্তা কেবল চিদানন্দ। শুদ্ধা-হংকার, শুদ্ধ চিত্ত, শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ ইন্দ্রিয় সকল সেই চৈতন্য হইতে অভিন্নরূপ শুদ্ধ-সত্তায় অবস্থান করে। বদ্ধাবস্থায় জীবকে চিদাভাসরূপে লক্ষ্য করা যায় এবং

মায়িক সুখ-দুঃখ-রূপ আনন্দবিকারই তাহার ক্রিয়া-পরিচয় হইয়াছে।

পরমাত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার নাম ভগবান্। মায়াপ্রকৃতি ও জীবপ্রকৃতি তাঁহার পরাশক্তি-প্রভাববিশেষ। যেমন জীবসম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র চিৎ-স্বরূপ লক্ষিত হয়, ভগবসম্বন্ধেও তদ্রূপ এক অসামান্য চিৎস্বরূপ অনুভূত হয়। ঐ স্বরূপটী শুদ্ধাত্মার পরিদৃশ্য, সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন, অত্যন্ত সুন্দর ও সর্ব্বচিত্তাকর্ষক। সেই সুন্দর স্বরূপের কোন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ব্যাপ্তিরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যানন্দপ্রকাশ, বৈকুণ্ঠের পরম শোভা নিত্যকাল বিস্তার করিতেছে। শুদ্ধ চিদ্‌গণ ঐ শোভায় নিত্য মুগ্ধ আছেন এবং বদ্ধ জীবগণ ব্রজবিলাস-ব্যাপারে তাহাই অন্বেষণ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীরূপগোস্বামি-বিরচিত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে বিচারিত হইয়াছে যে, পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু-বিন্দু-রূপে জীবস্বরূপে লক্ষিত হয়। পরব্রহ্ম-স্বরূপ নারায়ণে ঐ পঞ্চাশটি গুণ পূর্ণরূপে অবস্থিত এবং তদ্ব্যতীত আরও দশটি গুণ তাহাতে উপলব্ধ হয়। তাঁহার পরানন্দপ্রকাশ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দে চতুঃষটি গুণ বিচারিত হইয়াছে, অতএব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, ভগবচ্ছক্তিপ্রকাশের পরাকাষ্ঠা বলিয়া ভক্তগণকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

এই ত্রিতত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করাই সম্বন্ধবিচার। নিম্নলিখিত 'ভগবদগীতা'র শ্লোকচতুষ্টয়ে (৭।৪-৭) ইহা নির্ণীত হইয়াছে।

ভুমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভুতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণা ইব॥

প্রথম দুই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। শেষ দুই শ্লোকের অর্থ এই যে, পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকৃতি হইতে সমস্ত চেতন ও অচেতন বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু ভগবান্ উভয় জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু। ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র বা উচ্চতত্ত্ব কিছুই নাই। ভগবানে সমস্তই প্রোতভাবে আছে যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে তদ্রূপ। মূল তত্ত্ব এক—অর্থাৎ ভগবান্। ভগবানের পরা শক্তির ভাব ও প্রভাব* ক্রমে জীব ও জড়ের উদয় হইয়াছে, অতএব সমস্ত জগৎ তাঁহার শক্তিপরিণাম। এতৎ সিদ্ধান্তদ্বারা বহুকাল প্রচলিত বিবর্ত্ত ও ব্রহ্মপরিণামবাদ নিরস্ত হইল। পরব্রহ্মের বিবর্ত্ত ও পরিণাম স্বীকার করা যায় না, কিন্তু তাঁহার পরা শক্তির ক্রিয়া-পরিণামদ্বারা সকলই সিদ্ধ হয়। উদ্ভুত জীব ও জড় পরমেশ্বরী শক্তি হইতে সিদ্ধ হওয়ায়, তাহারা ভিন্ন-তত্ত্ব হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের কোন স্বাধীন শক্তি নাই। ভগবদ্-অনুগ্রহ ব্যতীত তাহারা কিছুই করিতে পারে না। সংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয়াধ্যায়ে এ সমুদয় বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। কেবল সংক্ষেপতঃ এই বলিতে হইবে যে, ভগবান্ ইহাদের একমাত্র আশ্রয় এবং ইহারা ভগবানের নিতান্ত আশ্রিত। ভগবান্ পূর্ণরূপে সর্ব্বদা ইহাদের সত্তায় অবস্থান করেন, এবং ইহারা ভগবৎ-সত্তার সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্বর জন্য নির্ভর করে। জীবসম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে, জীব স্বরূপতঃ চৈতন্যবিশেষ, অতএব পরম চৈতন্য পরমেশ্বরই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। জড়রূপ তত্ত্বান্তর জীবের আশ্রয়ের যোগ্য বস্তু নহে। সম্প্রতি জীবের স্বধর্ম্মটী জড়গত হওয়ায়, পরমেশ্বর-গত প্রীতি ধর্ম্মের বিকারই বিষয়রাগ হইয়া পড়িয়াছে,

*শক্তির ভাগ তিন প্রকার অর্থাৎ সন্ধিনীভাব, সম্বিদ্ভাব ও হলাদিভাব। শক্তির প্রভাব তিন প্রকার অর্থাৎ চিৎপ্রভাব, জীবপ্রভাব ও মায়াপ্রভাব। শক্তির ভাব-প্রভাব-সংযোগক্রমে সমস্ত জগৎ প্রকাশ হইয়াছে। সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায় বিচার করুন। গ্রঃ কঃ।

কিন্তু ঐ বিকৃত রাগ সঙ্কোচপূর্ব্বক প্রকৃত রাগেরউত্তেজনা করাই শ্রেয়ঃ, যেহেতু জড়ের সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধ নাই, যে কিছু সম্বন্ধ আছে তাহা অপগতি মাত্র। যে কাল পর্য্যন্ত ভগবৎকৃপাক্রমে মুক্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত জীবনযাত্রারূপ জড়সম্বন্ধ অনিবার্য্যরূপে কর্ত্তব্য বলিতে হইবে। মুক্তির অন্বেষণ করিলেই মুক্তি সুলভ হয় না, কিন্তু ভগবৎকৃপা হইলে তাহা অনায়াসে হইবে; অতএব মুক্তি বা ভুক্তিস্পৃহা হৃদয় হইতে দূর করা উচিত। ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-রহিত হইয়া যুক্তবৈরাগ্য স্বীকার করত জীবের স্বধর্ম্মানুশীলনই একমাত্র কর্ত্তব্য। জড় জগৎটী ভগবদ্দাসীভূতা পরা শক্তির ছায়াস্বরূপা মায়াস্বরূপা মায়াশক্তির কার্য্য। এতদ্দ্বারা মায়াশক্তি ভগবৎস্বেচ্ছা-সম্পাদনার্থে সর্ব্বদা নিযুক্তা থাকেন। ভগবৎপরাঙ্মুখ জীবগণের ভোগায়তন (সৌভাগ্যোদয় হইলে জীবগণের সংস্কারগৃহরূপ) এই জড় ব্রহ্মাণ্ডটী বর্ত্তমান আছে। এই কারারক্ষাকর্ত্রী মায়ার হাত হইতে নিস্তার পাইবার একমাত্র উপায় ভগবৎসেবা 'ইহা গীতাতে' (৭।১৪) কথিত হইয়াছে।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥"

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণময়ী মায়া পারমেশ্বরী শক্তিবিশেষ, ইহা হইতে উদ্ধার হওয়া কঠিন। যে সকল লোক ভগবানের শরণাপন্ন অর্থাৎ প্রপন্ন হয়, তাহারাই এই মায়া হইতে উদ্ধার হইতে পারে।

ত্রিতত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধবিচার করিয়া এক্ষণে অভিধেয় ও প্রয়োজনসম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ কিছু কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। যদ্দ্বারা প্রয়োজনসিদ্ধ হইবে, তাহাই অভিধেয়; অতএব প্রয়োজন-সম্বন্ধে প্রথমে বিচার করিতেছি।

বদ্ধজীবের অবস্থাটী শোচনীয়, কেননা জীব স্বয়ং বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্ব হইয়াও জড়ের সেবক হইয়া পড়িয়াছেন। আপনাকে জড়বৎ জ্ঞান করিয়া জড়ের অভাব-সকলদ্বারা প্রপীড়িত হইতেছেন। কখন আহার-অভাবে ক্রন্দন করেন, কখন

জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া হাহুতাশ করিতে থাকেন, কখন বা কামিনীগণের কটাক্ষ আশা করিয়া কত কত নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কখন বলেন—আমি মরিলাম, কখন বলেন—আমি ঔষধি সেবন করিয়া বাঁচিলাম, কখন বা সন্তান বিনাশ হইয়াছে বলিয়া দুরন্ত চিন্তাসাগরে নিপতিত হন। কখন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে বসিয়া মনে করেন—আমি রাজরাজেশ্বর হইয়াছি, কতকগুলি নরসত্তার হিংসা করিয়া মনে করেন, আমি এক মহাবীর হইয়াছি, কখন বা তারযন্ত্রে সমাচার পাঠাইয়া আশ্বার্য্যান্বিত হইতেছেন। কখন বা একখানি চিকিৎসাপুস্তক লিখিয়া আপনার উপাধি বৃদ্ধি করেন, কখন বা রেল-গাড়ী রচনা করিয়া আপনাকে এক প্রকাণ্ড পণ্ডিত বলিয়া স্থির করেন, কখন বা নক্ষত্রাদিগের গতি নিরূপণ করতঃ জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বেষ, হিংসা, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি প্রবৃত্তির চালনা করিয়া চিত্তকে কলুষিত করিতে থাকেন। কখন কখন কিছু অন্ন, ঔষধি বা পদার্থ-বিদ্যা শিক্ষাদান করতঃ অনেক পুণ্যসঞ্চয় করিলাম বলিয়া বিশ্বাস করেন। আহা! এই সমস্ত কার্য্য কি শুদ্ধচিত্তত্ত্বের উপযুক্ত? যিনি বৈকুণ্ঠে অবস্থান করত বিশুদ্ধ প্রেমানন্দ আস্বাদন করিলেন, তাঁহার এই সকল ক্ষুদ্র-প্রবৃত্তি অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর! কোথায় হরি-প্রেমামৃত, কোথায় বা কামিনী-সম্ভোগজনিত তুচ্ছ সুখ, কোথায় বা চিত্তপ্রসাদক সাধুসঙ্গ, কোথায় বা চিত্তবিকারকারিণী রণসজ্জা। আহা! আমরা বাস্তবিক কি, এবং এখনই বা কি হইয়াছি;—এই সমস্ত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে আমরা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকরূপ ক্লেশত্রয়ে জড়ীভূত হইয়া নিতান্ত অপদস্থ হইয়াছি। কেনই বা আমাদের এরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে? আমরা সেই পরমানন্দময় পরমেশ্বরের নিকট নিতান্ত অপরাধী হইয়াছি। তাহাতেই আমাদের এরূপ অসদ্গতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আত্মার স্বধর্ম্মগ্লানিই আমাদের অপরাধ। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীব চিদানন্দস্বরূপ।

চিৎ ইহার গঠনসামগ্রী এবং আনন্দ ইহার স্বধর্ম্ম। সচ্চিদানন্দস্বরূপ পর-ব্রহ্মের সহিত জীবের যে নিত্য সম্বন্ধসূত্র, তাহার নাম প্রীতি। জীবানন্দ ও ভগবদানন্দের সংযোজকরূপ ঐ প্রীতিসূত্রটী নিত্য বর্ত্তমান আছে। সেই প্রীতি-ধর্ম্মটী চিদ্গণের পরস্পর আকর্ষণাত্মক। তাহা অতি রমণীয়, সূক্ষ্ম ও পবিত্র। জীব যখন ভ্রমজালে পতিত হইয়া পরমেশ্বরের সেবাসুখ হইতে পরাঙ্মুখ হন, তখন মায়িক জগতে ভোগের অন্বেষণ করেন। ভগবদ্দাসী মায়াও তাঁহাকে অপরাধী জানিয়া নিজ কারাগৃহে গ্রহণ করেন। সেই অপরাধ-ক্রমে জড় জগতে ক্লেশ ভোগ করিতেছি। আমাদের ভগবৎপ্রীতিরূপ স্বধর্ম্ম এখন কুণ্ঠিত হইয়া বিষয়রাগরূপে আমাদের অমঙ্গল সমৃদ্ধি করিতেছে। এস্থলে আমাদের স্বধর্ম্মাসোচনই একমাত্র প্রয়োজন। যে পর্য্যন্ত আমরা বদ্ধাবস্থায় আছি, সে পর্য্যন্ত আমাদের স্বধর্ম্মালোচন বিশুদ্ধ হইতে পারে না। আমাদের স্বধর্ম্মাবৃত্তি লুপ্ত হয় নাই, লুপ্ত হইতেও পারে না, কেবল সুপ্তভাবে গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অনুশীলন করিলেই তাহার সুপ্তিভাবটী দূর হইবে এবং পুনরায় জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিবে। তখন মুক্তি ও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি কাজে কাজেই ঘটিবে। মুক্তি যখন সাধ্য নয়, তখন তাহা আমাদের প্রয়োজন নয়। প্রীতি আমাদের সাধ্য, অতএব প্রীতিই আমাদের প্রয়োজন। জ্ঞানমার্গাশ্রিত পুরুষেরা সংসারযন্ত্রণাদ ব্যস্ত হইয়া মুক্তির অনুসন্ধান করেন; ফলতঃ অসাধ্য বিষয়ের সাধন বিফল হইয়া উঠে এবং সাধকেরও মঙ্গল হয় না। প্রীতি-সাধকদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ ও মুক্তিলাভ অনায়াসেই ঘটিয়া থাকে। অতএব প্রীতিই একমাত্র প্রয়োজন।

মৎকৃত 'দত্তকৌস্তুভ'-গ্রন্থে প্রীতির লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

আকর্ষসন্নিধৌ লৌহঃ প্রবৃত্ত্যো দৃশ্যতে যথা।
অণোর্মহতি চৈতন্যে প্রবৃত্তিঃ প্রীতিলক্ষনম্॥"

অয়স্কান্ত প্রস্তরের প্রতি লৌহ যেরূপ স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ

আকর্ষিত হয়, তদ্রূপ অণুচৈতন্য জীবের বৃহচ্চৈতন্য পরমেশ্বরের প্রতি একটি স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে, তাহার নাম প্রীতি। আত্মা ও পরমাত্মা যেরূপ মায়িক-উপাধি-শূন্য তদ্রূপ তন্মধ্যবর্ত্তী প্রীতিও অতি নির্ম্মল ও নির্ম্মায়িক। সেই বিশুদ্ধ প্রীতির উদ্দীপনই আমাদের প্রয়োজন।

কোন প্রয়োজনসিদ্ধি উদ্দেশ করিলে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বগত মহাত্মগণ পরমপ্রীতিরূপ প্রয়োজন-সিদ্ধি করিবার জন্য নিজ নিজ অধিকার অনুসারে অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায়গুলি অভিধেয়বিচারে আলোচিত হইবে।

পরমার্থসিদ্ধির যত প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, সে সমুদয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। সেই তিন শ্রেণীর নাম—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

কর্ত্তব্যানুষ্ঠানস্বরূপ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করার নাম কর্ম্ম। বিধি ও নিষেধ কর্ম্মের দুই ভাগ। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম নিষিদ্ধ। কর্ম্মই বিধি। কর্ম্ম তিন প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। যাহা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য, তাহা নিত্য। শরীরযাত্রা, সংসারযাত্রা, পরহিতানুষ্ঠান, কৃতজ্ঞতাপালন ও ঈশ্বর-পূজা এইপ্রকার কার্য্যসকল নিত্যকর্ম্ম। কোন ঘটনাক্রমে যাহা কর্ত্তব্য হইয়া উঠে, তাহা নৈমিত্তিক। পিতৃবিয়োগ ঘটনা হইতে তৎপরিত্রাণ চেষ্টা প্রভৃতি নৈমিত্তিককর্ম্ম৷ উভাকাঙ্ক্ষায় যে সকল অনুষ্ঠান করা যায় সে সমুদায় কাম্য, যথা—সন্তানকামনায় যজ্ঞাদি কর্ম্ম।

সুন্দররূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে শারীরিক বিধি, নীতিশাস্ত্র, দণ্ড-বিধি, দায়বিধি, রাজ্যশাসনবিধি, কার্য্যবিভাগবিধি, বিগ্রহবিধি, সন্ধিবিধি, বিবাহবিধি, কালবিধি ও প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রভৃতি নানাপ্রকার বিধিসকলকে ঈশভক্তির সহিত সংযোজিত করিয়া একটী সংসারবিধিরূপ ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়। সর্ব্বজাতির মধ্যেই এরূপ অনুষ্ঠান কোন না কোনরূপে কৃত হইয়াছে। ভারতভূমি সর্ব্বার্য্যাজুষ্ট, অতএব সর্ব্বজাতির আদর্শস্থল

হইয়াছে, যেহেতু ঐ সমস্ত বিধি অতি সুন্দররূপে সংযোজিত হইয়া বর্ণাশ্রম-রূপ একটী চমৎকার ব্যবস্থারূপে ঐ ভূমিতে বর্ত্তমান আছে। অন্য কোন জাতি এরূপ সুন্দর ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। অন্যান্য জাতির মধ্যে স্বভাবানুযায়ী কার্য্য হয় এবং পূর্ব্বোক্ত বিধিসকল অসংলগ্নরূপে ব্যবস্থাপিত আছে, কিন্তু ভারতীয় আর্য্যসন্তানগণের মধ্যে সমস্ত বিধিবিধান পরস্পর সংযোজিত হইয়া ঈশভক্তির সাহায্য করিতেছে। ভারতনিবাসী ঋষিগণের কি অপূর্ব্ব ধী-শক্তি! তাঁহারা অন্যান্য অনেক জাতির অত্যন্ত অসভ্যকালে (অর্থাৎ অত্যন্ত প্রাচীনকালে) অপরাপর জাতির বিচারশক্তির সাহায্য না লইরাও কেমন আশ্চর্য্য ও সামঞ্জস্য ব্যবস্থা বিধান করিয়াছিলেন। ভারতভূমিকে কর্ম্মভূমি বলিয়া অন্যান্য দেশের আদর্শ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ঋষিগণ দেখিলেন যে, স্বভাব হইতে মনুষ্যের ধর্ম্মাধিকার উদয় হয়। অধিকার বিচার করিয়া কর্ম্মের ব্যবস্থা না করিলে কর্ম্ম কখনই উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হয় না। অতএব স্বভাব বিচার করিয়া কর্ম্মাধিকার স্থির করিলেন। স্বভাব চারি প্রকার অর্থাৎ ব্রহ্মস্বভাব, ক্ষত্রস্বভাব, বৈশ্যস্বভাব ও শূদ্রস্বভাব। তত্তৎ স্বভাব অনুসারে মানবগণের তত্তদ্বর্ণ নিরূপণ করিলেন। ভগবদ্গীতার শেষে (১৮।৪১-৪৫) এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥"

আর্য্যদিগের স্বভাব হইতে উৎপন্ন গুণক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের কর্ম্মবিভাগ করা হইয়াছে।

"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানবিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥"

শম (মনোবৃত্তির নিগ্রহ), দম (ইন্দ্রিয় নিগ্রহ), তপ (অভ্যাস), শৌচ (পরিষ্কারতা), ক্ষান্তি (ক্ষমা), আর্জব (সরলতা), জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই নয়টী স্বভাবজ কর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

"শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥"

শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে নির্ভয়তা, দান ও ঈশ্বরের ভাব—এই সাতটী ক্ষত্রস্বভাবজ কর্ম্ম।

"কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।"

কৃষিকার্য্য, পশুরক্ষা ও বাণিজ্য—এই তিন বৈশ্যস্বভাবজ কর্ম্ম। নিতান্ত মূর্খ লোকেরা পরিচর্য্যারূপ শূদ্রস্বভাবজ কর্ম করেন। স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া মানবগণ সিদ্ধিলাভ করেন।

এই প্রকার স্বভাবজ গুণ ও কর্মদ্বারা বর্ণবিভাগ করিয়াও ঋষিগণ দেখিলেন যে, সংসারস্থ ব্যক্তির অবস্থাক্রমে আশ্রয় নিরূপণ করা আবশ্যক। তখন বিবাহিত ব্যক্তিগণকে গৃহস্থ, ভ্রমণকারী বিদ্যার্থী পুরুষদিগকে ব্রহ্মচারী, অধিক বয়সে কর্ম হইতে বিশ্রামগৃহীত পুরুষদিগকে বানপ্রস্থ ও সর্ব্বত্যাগী-দিগকে সন্ন্যাসী বলিয়া চারিটী আশ্রমের নির্ণয় করিলেন। বর্ণব্যবস্থা ও আশ্রমনকলের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নিরূপণ করত স্ত্রী ও শূদ্রগণের সম্বন্ধে একমাত্র গৃহস্থাশ্রম নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং ব্রহ্ম-স্বভাবসম্পন্ন পুরুষগণ ব্যতীত অন্য কেহ সন্ন্যাসাশ্রম লইতে পারিবেন না, এরূপ ব্যবস্থা করত তাঁহাদের অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্নতার পরিচয় দিয়াছেন। সমস্ত শাস্ত্র ও যুক্তিগত বিধি-নিষেধ এই বর্ণাশ্রম-ধর্মের অন্তর্গত। এই ক্ষুদ্র উপসংহার সমস্ত বিধির আলো-চনা করা দুঃসাধ্য অতএব আমি এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইতেছি যে, বর্ণাশ্রম-ধর্মটী সংসারযাত্রা বিষয়ে একটি চমৎকার বিধি। আর্য্যবুদ্ধি হইতে যত-প্রকার ব্যবস্থা নিঃসৃত হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা এই বিধি আদরণীয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভিন্নদেশীয় লোকেরা কিয়ৎপরিমাণে অবিবেচনাপূর্ব্বক ও কিয়ৎপরিমাণে ঈর্ষাপূর্ব্বক এই ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া থাকেন। অস্মদ্দেশীয় অনভিজ্ঞ যুবকবৃন্দও এতদ্ব্যবস্থার অনেক নিন্দা করেন। স্বদেশবিদ্বেষই তাহার প্রধান কারণ। তাৎপর্য্যানুসন্ধানের অভাব ও বিদেশীয় ব্যবহার-অনুকরণপ্রিয়তাও প্রধান-কারণ-মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাটী সম্প্রতি দূষিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ কি? তাৎপর্য্যবিৎ পণ্ডিতের অভাব হওয়ায়, উহা ভিন্নরূপে চালিত হইয়া আসিতেছে, তজ্জন্যই সম্প্রতি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম লোকের নিকট নিন্দার্হ হইয়াছে। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা দোষশূন্য, কিন্তু তাহা অযথাক্রমে চালিত হইলে কিরূপে নির্দ্দোষ থাকিতে পারে? আদৌ স্বভাবজ ধর্ম্মকে বংশজ ধর্ম্ম করায় ব্যবস্থার বিপরীত কার্য্য হইতেছে। ব্রাহ্মণের অশান্ত সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে ও শূদ্রের সন্তান পণ্ডিত ও শান্তস্বভাব হইলেও শূদ্র হইবে, এরূপে ব্যবস্থা মূল বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নিতান্ত বিরুদ্ধ। প্রাচীন রীতি এই ছিল যে, সন্তান উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কুলবৃদ্ধগণ, কুলগুরু, কুলাচার্য্য, ভূস্বামী ও গ্রামস্থ পণ্ডিতবর্গ তাহার স্বভাব বিচার করিয়া তাহার বর্ণনিরূপণ করিতেন। বর্ণনিরূপণকালে বিচার্য্য এই ছিল যে, পুত্র পিতৃবর্ণ লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছে কি না। নিসর্গবশতঃ এবং উচ্চাভিলাসজনিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ, উচ্চবংশীয় সন্তানের প্রায়ই পিতৃবর্ণ লাভ করিতেন। কেহ কদাচ অক্ষমতাবশতঃ নীচবর্ণ প্রাপ্ত হইতেন। পক্ষান্তরে নীচবর্ণ পুরুষদিগের সন্তানেরা উল্লিখিত সংস্কারসময়ে অনেক স্থলে উচ্চবর্ণ লাভ করিতেন। পৌরাণিক ইতিহাস দৃষ্টি করিলে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সময় হইতে অন্ধপরাম্পরা নামমাত্র-সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত কার্য্য না পাওয়ায় আর্য্যযশঃ-সূর্য্য অস্তপ্রায় হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যায় নারদ বলিয়াছেন ঃ—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাদিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

পুরুষের বর্ণাদিব্যঞ্জক যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে ঐ লক্ষণ অন্যবর্ণজাত সন্তানে দৃষ্ট হইতে তাহাকে সেই লক্ষণানুসারে তদ্বর্ণে নির্দ্দেশ করিবেন, অর্থাৎ কেবল জন্ম দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না। প্রাচীন ঋষিগণ স্বপ্নেও জানিতেন না যে, স্বভাবজ ধর্ম্মটী ক্রমশঃ বংশজ হইয়া উঠিবে। মহৎ লোকের সন্তান মহৎ হয় ইহাও কিয়ৎপরিমাণে স্বাভাবিক, কিন্তু এইটী কখন ব্যবস্থা হইতে পারে না। সংসারকে ঐ প্রকার অন্ধপরম্পরা পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বভাবজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বার্থপর ও অতত্ত্বজ্ঞ স্মার্ত্তদিগের হস্তে ধর্মশাস্ত্র ন্যস্ত হওয়ায় যে বিপদ আশঙ্কার বিধান করা হইয়াছিল, সেই বিপদ ব্যবস্থাপিত বিধিকে আক্রমণ করিয়াছে। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে। সুবিধানের মধ্যে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, সেই মল দূর করাই স্বদেশহিতৈষিতার লক্ষণ। কিয়দংশে মল প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মূল ব্যবস্থাকে দূর করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। অতএব হে স্বদেশ-হিতৈষি মহাত্মগণ! আপনারা সমবেত হইয়া আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নির্দ্দোষ ব্যবস্থা সকলকে নির্ম্মল করত প্রচলিত করুন। আরবিদেশীয় লোকের অন্যায় পরামর্শক্রমে স্বদেশের সদ্বিধি লোপ করিতে যত্ন পাইবেন না। যাঁহারা ব্রহ্মা, মনু, দক্ষ, মরীচি, পরাশর, ব্যাস, জনক, ভীষ্ম, ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহানুভবগণের কীর্ত্তিসন্ততি-স্বরূপ এই ভারতভূমিতে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা কি নবীন জাতিনিচয়ের নিকট সাংসারিক ব্যবস্থা শিক্ষা করিবেন? অহো! লজ্জা নিবারণের স্থান দেখি না! বর্ণাশ্রমব্যবস্থা নির্দ্দোষরূপে পুনঃ-প্রচলিত হইলে ভারতের সকল প্রকার উন্নতিই হইতে পারিবে, ইহা আমার বলা বাহুল্য। ঈশ্বরভাবমিশ্রিত কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা সকলেই আত্মার ক্রমোন্নতি সাধন করিবেন, ইহাই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এবম্বিধ বর্ণাশ্রম-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মানববৃন্দ ক্রমশঃ পরমার্থ লাভ করিতে পারেন। এজন্য কর্ম্মবাদী পণ্ডিতেরা অভিধেয় বিচারে কর্ম্মকেই প্রয়োজনসিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কর্ম্ম ব্যতীত বদ্ধজীব ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। নিতান্তপক্ষে শরীরনির্ব্বাহরূপ কর্ম্ম না করিলে জীবন থাকে না। জীবন না থাকিলে কোনক্রমেই প্রয়োজনসিদ্ধির উপায় অবলম্বিত হয় না, অতএব কর্ম্ম অপরিত্যজ্য যখন কর্ম্মব্যতীত থাকা যায় না, তখন স্বীকৃত কর্ম্ম সকলে পারমেশ্বরীভাবার্পণ করা উচিত, নতুবা ঐ কর্ম্ম পাষণ্ড কর্ম্ম হইয়া উঠিবে। যথা ভাগবতে—

এতৎসংসূতিং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥ (১৫।৩২)

কর্ম্ম অকাম হইলেও উপদ্রব বিশেষ, অতএব উহা অধিকারভেদে, ব্রহ্মে জ্ঞান-যোগ দ্বারা, ঈশ্বর ফলার্পণ ব্যবস্থাক্রমে অথবা ভগবানে রাগমার্গে অর্পিত না হইলে শিবদ হয় না। যথাস্থানে রাগমার্গের বিবৃতি হইবে। অতএব কর্ম্মের অভিধেয়-সত্ত্বে, সমস্ত কর্ম্মে যজ্ঞেশ্বর পরমাত্মার পূজা করা প্রয়োজন। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে ঈশ্বরপূজা অপরিহার্য্য। যেহেতু পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা- সহকারে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করার নামই ঈশ্বর-পূজা। কাম্যকর্ম্মগুলি নিম্নাধিকারীর কর্ত্তব্য, তথাপি তাহাতে ঈশ্বরভাব মিশ্রিত করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা ভাগবতে (২।৩।১০)—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

যে কর্ম্মই করুন অর্থাৎ মোক্ষকাম, অকাম বা সর্ব্বকাম হইয়া যে অনুষ্ঠানই করুন, তাহাতে পরম পুরুষ পরমেশ্বরের যজন, তীব্র ভক্তি-যোগের দ্বারা করিবেন।

জ্ঞানও পরমার্থসিদ্ধির উপায়স্বরূপ লক্ষিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম জড়াতীত,

জীবাত্মাও জড়াতীত। পরমব্রহ্মপ্রাপ্তিসম্বন্ধে কোন জড়াতীত ক্রিয়াই পরমার্থ-সিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া জ্ঞানবাদীরা সিদ্ধান্ত করেন। কর্ম্ম যদিও সংসার ও শরীরযাত্রা নির্ব্বাহক, তথাপি জড়জনিত থাকায়, অজড়তাসম্পন্ন করিবার তাহার সাক্ষাৎ সামর্থ্য নাই। কর্ম্মদ্বারা পরমেশ্বরে চিত্তনিবেশের অভ্যাস হইয়া থাকে কিন্তু জড়াশ্রিত্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে নিত্য ফল লাভ হয় ন্য। আধ্যাত্মিক চেশ্টাদ্বারাই কেবল আধ্যাত্মিক ফল পাওয়া যায়। প্রথমে প্রকৃতির সমস্ত সত্তা ও গুণকে স্থগিত করিয়া, ব্রহ্মসমাধিক্রমে জীবের ব্রহ্মসম্পত্তির সাধন করিতে হয়। যে কালপর্য্যন্ত জড়দেহে জীবের অবস্থান আছে, সে কলেপর্য্যন্ত শারীর কর্ম্মমাত্র স্বীকার্য্য। এবম্বিধ জ্ঞানবাদ দুই ভাগে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ও ভগবজ্-জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা আত্মার ব্রহ্মনির্ব্বাণ-রূপ ফলের উদ্দেশ থাকে। নির্ব্বানের পর আর আত্মার স্বন্ত্র অবস্থান ব্রহ্মজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হইয়া ব্রহ্মের সহিত ঐক্য হইয়া পড়েন। এই প্রকার সাধনটী ভগবজ্-জ্ঞানের উত্তেজক বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—ভগবদ্গীতায় (১২।৩-৫) ভক্তির উদ্দেশ্য ভগবান্ কহিয়াছেন,—

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

যাঁহারা অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল ও ধ্রুব ব্রহ্মকে, ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিয়া, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি ও সর্ব্বভূতহিতে রত হইয়া উপাসনা করেন অর্থাৎ জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুসন্ধান করেন, তাঁহারাও

সৰ্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানকেই অবশেষে প্রাপ্ত হন। অব্যক্তাসক্তচিত্ত হওয়ায় তাঁহাদের জ্ঞানমার্গে অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে, কেননা শরীরী বদ্ধজীবগণের পক্ষে অব্যক্তাদি-গতি দুঃখজনক হয়। এই শ্লোকত্রয়ের মূল তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান-অনুশীলনদ্বারা জীবের জড়বুদ্ধি দূর হইলে, পরে সাধুসঙ্গ ও ভগবৎ-কৃপাবলে চিদ্গত বিশেষ নির্দ্দিষ্ট ভগবত্তত্ত্ব লাভ হয়। জড় জগতের ভাবসকল নর-সমাধিকে এত দূর দূষিত করে যে অহঙ্কার হইতে পঞ্চ স্থূলভূত পর্য্যন্ত প্রকৃতিকে দূরীভূত করিয়া সমাধির প্রথমাবস্থায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা আবশ্যক হয়। কিন্তু যখন আত্মা জড়যন্ত্রণা হইতে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন, তখন কিয়ৎকালের মধ্যে স্থিরবুদ্ধি হইয়া সমাধিচক্ষে বৈকুণ্ঠস্থ বিশেষ দেখিতে পান। তখন আর অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মদর্শন-শক্তিকে আচ্ছাদন করেন না। ক্রমশঃ বৈকুণ্ঠের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়া অপ্রাকৃত নয়নকে পরিতৃপ্ত করে। এই স্থলে ব্রহ্মজ্ঞানটী ভগবজ্‌-জ্ঞান হইয়া পড়ে। ভগবজ্‌-জ্ঞানোদয় হইলে, তদ্র-হস্য পর্য্যন্ত পরম লাভ সংঘটন হয়। অতএব পরমার্থপ্রাপ্তির সাধকরূপ জ্ঞান অভিধেয়-তত্ত্বের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ভগবজ্‌-জ্ঞানালোচনা করিলে প্রয়োজনরূপ বিশুদ্ধ প্রীতির নিদ্রাভঙ্গ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

জ্ঞানসম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। জ্ঞানের স্বভাবিক অবস্থাই ভগবজ্‌-জ্ঞান এবং অস্বাভাবিক অবস্থাই অজ্ঞান ও অতিজ্ঞান। অজ্ঞান হইতে প্রাকৃত পূজা এবং অতিজ্ঞান হইতে নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদ। প্রাকৃত পূজা দুই প্রকার, অর্থাৎ অন্বয়রূপে* প্রাকৃত ধর্ম্মকে ভগবজ্‌ জ্ঞান ও ব্যতিরেকভাবে ঐ ধর্ম্মে ভগবদ্বুদ্ধি। প্রাকৃতান্বয়সাধকেরা ভৌমমূর্ত্তিকে ভগবান্‌ বলিয়া পূজা করেন। ব্যতিরেক সাধকগণ প্রকৃতির ধর্ম্মের ব্যতি-রেক† ভাবসকলকে ব্রহ্ম বোধ করেন। ইহাঁরাই নিরাকার, নির্ব্বিকার,

* অন্বয়—Positive. † ব্যতিরেক—Negative.

ও নিবয়ববাদকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুই শ্রেণীসম্বন্ধে ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে (১০।৩৩-৩৫) কথিত হইয়াছে, যথা—

এতদ্ভগবতো রূপং স্থূলং তে ব্যাহৃতং ময়া।
মহ্যাদিভিশ্চাবরণৈরষ্টভির্বহিরাবৃতম্ ॥
অতঃপরং সূক্ষ্মতমমব্যক্তং নির্ব্বিশেষণম্।
অনাদিমধ্যনিধনং নিত্যং বাঙ্মনসঃ পরম্ ॥
অমুনী ভগবদ্রূপে ময়া তে হ্যনুবর্ণিতে।
উভে অপি ন গৃহ্ণন্তি মায়াসৃষ্টে বিপশ্চিতঃ ॥

মহী প্রভৃতি অষ্ট আবরণে আবৃত ভগবানের স্থূল রূপ আমি বর্ণনা করিলাম। ইহা ব্যতীত একটী সূক্ষ্মরূপ কল্পিত হয়। তাহা অব্যক্ত, নির্ব্বিশেষ, আদি-মধ্য-অন্তরহিত, নিত্য, বাক্য ও মনের অগোচর। এই দুই রূপই প্রাকৃত। সারগ্রাহী পণ্ডিতসকল ভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ ত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃতরূপ নিয়ত দর্শন করেন। অতএব নিরাকার ও সাকারবাদ উভয়ই অজ্ঞানজনিত ও পরস্পর বিবদমান। যুক্তি জ্ঞানকে অতিক্রম করত তর্কনিষ্ঠ হইলে আত্মাকে নিত্য বলিতে চাহে না। এই অবস্থায় নাস্তিকতার উদয় হয়। জ্ঞান যখন যুক্তির অনুগত হইয়া স্বস্বভাব পরিত্যাগ করে, তখন আত্মার নির্ব্বাণকে অনুসন্ধান করে। এই অতিজ্ঞান জনিত চেষ্টাদ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না ; যথা ভাগবতে দশম স্কন্ধে (১০।২।৩২) ;—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

হে অরবিন্দাক্ষ! জ্ঞানজনিত যুক্তিকে যাঁহারা চরমফল জানিয়া ভক্তির অনাদর করিয়াছেন, সেই জ্ঞানমুক্তাভিমানী পুরুষেরা অনেক কষ্টে পরমপদ

প্রাপ্ত হইয়াও অতিজ্ঞানবশতঃ তাহা হইতে চ্যুত হন। সদ্‌যুক্তিদ্বারাও অতি-জ্ঞান স্থাপিত হইতে পারে না। নিম্নলিখিত চারিটী বিচার প্রদত্ত হইল।

১। ব্রহ্মনির্ব্বাণই যদি আত্মার চরম প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা হইতে আত্মসৃষ্টি হইয়াছে কল্পনা করিতে হয়। কেন না, এমত অসৎ সত্তার উৎপত্তি না করিলে আর কষ্ট হইত না। ব্রহ্মকে নির্দ্দোষ করিবার জন্য মায়াকে সৃষ্টিকর্ত্রী বলিলে ব্রহ্মেতর স্বাধীনতত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়।

২। আত্মার ব্রহ্মনির্ব্বাণে ব্রহ্মের বা জীবের কাহারও লভ্য নাই।

৩। পরব্রহ্মের নিত্য-বিলাস সত্ত্বে, আত্মার ব্রহ্মনির্ব্বানের প্রয়োজন নাই।

৪। ভগবচ্ছক্তির উদ্বোধনরূপ বিশেষ নামক ধর্ম্মকে সর্ব্বাবস্থায় নিত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের সম্ভাবনা হয় না। তদ-ভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ ও সংস্থানের অভাব হয়। ব্রহ্মের অস্তিত্বেও সংশয় হয়। বিশেষ নিত্য হইলে আত্মার ব্রহ্মনির্ব্বাণ ঘটে না।

'মায়াবাদ-শতদূষণী'-গ্রন্থে এ বিষয়ের বিশেষ বিচার আছে, দৃষ্টি করিবেন।

জ্ঞান ও প্রীতির সম্বন্ধবিধি জানিতে পারিলে তত্তৎ সম্প্রদায়বিরোধ থাকে না। আদৌ আত্মার বেদন-ধর্ম্মই উহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। বেদন-ধর্ম্মের দুইটি ব্যাপ্তি—১। বস্তু তদ্ধর্ম্মজ্ঞানাত্মক ব্যাপ্তি; ২। রসানুভাবাত্মক-ব্যাপ্তি। প্রথম ব্যাপ্তির নাম জ্ঞান। উহা স্বভাবতঃ শুষ্ক ও চিন্তাপ্রায়। দ্বিতীয় ব্যাপ্তির নাম প্রীতি। বস্তু ও তদ্ধর্ম্ম-অনুভব-সময়ে আস্বাদক-আস্বাদ্য গতয়ে একটী অপূর্ব্ব রসানুপ্ূতি হয়, তদাত্মক ব্যাপ্তির নাম প্রীতি। উক্ত দ্বিবিধ ব্যাপ্তি অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রীতির মধ্যে একটী বিপর্যয়ক্রমসম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ জ্ঞানরূপ ব্যাপ্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, প্রীতিরূপ

ব্যাপ্তি সেই পরিমাণে খর্ব্ব হয়। পক্ষান্তরে প্রীতিরূপ ব্যাপ্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, জ্ঞানরূপ ব্যাপ্তি সেই পরিমাণে খর্ব্ব হয়, জ্ঞানব্যাপ্তি অত্যন্ততা অবলম্বন করিলে, মূল বেদন-ধর্ম্মটী এক অখণ্ড তত্ত্ব হইয়া উঠে। কিন্তু উহা নীরসতার পরাকাষ্ঠা লাভ কয়ত সম্পূর্ণ আনন্দবর্জ্জিত হয়। প্রীতি-ব্যাপ্তি অত্যন্ততা অবলম্বন করিলেও জ্ঞান-ব্যাপ্তির অঙ্কুররূপ বেদন-ধর্ম্ম লোপ হয় না, বরং সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনানুভূতিরূপ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া প্রীত্যাত্মক আস্বাদন-রসকে বিস্তার করে। অতএব প্রীতি-ব্যাপ্তিই জীবের একমাত্র প্রয়োজন।

অভিধেয়-বিচারে ভক্তিকে প্রধান সাধন বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। মহর্ষি শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তিমীমাংসা-গ্রন্থে এইরূপ সূচিত হইয়াছে,—

"ভক্তিঃ পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

ঈশ্বরে অতি উৎকৃষ্ট অনুরক্তিকে ভক্তি বলা যায়। বদ্ধ-জীবাত্মার, পরমাত্মার প্রতি অনুরক্তিরূপ যে চেষ্টা, তাহাই ভক্তির স্বরূপ। সেই চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে কর্ম্মরূপা ও কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানরূপা। ভুতময় শরীরগত চেষ্টা কর্ম্মরূপা। লিঙ্গশরীরগত চেষ্টা জ্ঞানরূপা। ভক্তি আত্মগত প্রীতিরূপ ধর্ম্মকে সাধন করে, এজন্য ইহাকে প্রীতি বলা যায় না। প্রীতির উৎপত্তি হইলে ভক্তির পরিপক্ক অবস্থা হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে। মূলতত্ত্বব্যতীত বিশেষ বিশেষ অবস্থা বিস্তাররূপে বর্ণন করা এই উপসংহারে সম্ভব নয়। অতএব মূলতত্ত্ব অবগত হইয়া, শাণ্ডিল্যসূত্র ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্র দৃষ্টি করিলে পাঠক মহাশয় ভক্তিসন্ধে সকল কথা অবগত হইবেন।

প্রীতির ন্যায় ভক্তিপ্রবৃত্তিও দুই প্রকার, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যপরা ও মাধুর্য্য-পরা। ভগবানের মাহাত্ম্য ও ঐশ্বর্য্যকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ভক্তি যখন স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন ভক্তি ঐশ্বর্য্যপরা হয়। সাধকের স্বীয় ক্ষুদ্রতা-ভাব হইতে দাস্যরসের উদয় হয়। ভগবানের পরমৈশ্বর্য্য-প্রভাব হইতে ভগবত্তত্ত্বে

অসামান্য প্রভুতা লক্ষিত হয়। তখন পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত পরমপুরুষ সর্ব্ব রাজ-রাজেশ্বর-ভাবে (নারায়ণস্বরূপে) জীবের কল্যাণ বিধান করেন। এ ভাবটী ক্ষণিক নয়, কিন্তু নিত্য ও সনাতন। পরমেশ্বর স্বভাবতঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ। তাঁহাকে ঐশ্বর্য্য হইতে পৃথক্ করা যায় না। কিন্তু ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যরূপ আর একটী চমৎকার-ভাব তাঁহাতে স্বরূপসিদ্ধ। ভক্তির যখন মাধুর্য্যপর ভাবটী প্রবল হয়, তখন ভগবৎ-সত্তায় মাধুর্য্যের প্রকাশ হইয়া উঠে এবং ঐশ্বর্য্য-ভাবটী সূর্য্যোদয়ে চন্দ্রালোকের ন্যায় লুপ্তপ্রাপ্ত হয়। ঐশ্বর্য্যভাব লীন হইলে, সেই ভগবৎসত্তা উচ্চোচ্চ রসের বিষয় হইয়া উঠে। তখন সাধকের চিত্ত সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস পর্য্যন্ত আশ্রয় করে। ভগবৎ সত্তাও তখন ভক্তানুগ্রহ-বিগ্রহ, পরমানন্দধাম, সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে প্রকাশিত হয়। নারায়ণ-সত্তা হইতে শ্রীকৃষ্ণসত্তা উদয় হইয়াছে, এরূপ নয় ; কিন্তু উভয়সত্তাই বিচিত্ররূপে সনাতন ও নিত্য। ভক্তদিগের অধিকার ও প্রবৃত্তিভেদে প্রকাশভেদ বলিয়া স্বীকার করা যায়। আত্মগত পঞ্চবিধ-রস-মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসগুলির আশ্রয় বলিয়া ভক্তিতত্ত্বে ও প্রীতিতত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের সর্ব্বোৎকর্ষতা মানা যায়। সংহিতায় এ বিষয় বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে।

গাঢ়রূপে বিচার করিলে স্থির হয় যে, ভগবানই একমাত্র আলোচ্য। অদ্বয়তত্ত্ব-নিরূপণে পরমার্থের তিনটী স্বরূপ বিচার্য্য হইয়া উঠে, যথা ভাগবতে (১।২।১১) ;—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি, পরমাত্মেতি, ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

আদৌ ব্যতিরেক চিন্তাক্রমে মায়াতাতীত ব্রহ্ম প্রতীত হন। ব্রহ্মের অন্বয়-স্বরূপ লক্ষিত হয় না, কেবল ব্যতিরেকস্বরূপটী জ্ঞানের বিষয় হইয়া উঠে। জ্ঞানলাভই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অবধি। জ্ঞানের আস্বাদনাবস্থা ব্রহ্মে উদয় হয় না,

হেহেতু তত্তত্ত্বে আস্বাদক-আস্বাদ্যে পার্থক্য নাই। দ্বিতীয়তঃ, আত্মাকে অবলম্বন করিয়া অন্বয় ব্যতিরেক উভয় ভাবের মিশ্রতা-সহকারে পরমাত্মা লক্ষিত হ'ন। যদিও পৃথক্তার আভাস উহাতে পাওয়া যায়, তথাপি সম্পূর্ণ অন্বয়স্বরূপাভাবে, পরমাত্মাতত্ত্ব কেবল কূটসমাধিযোগের বিষয় হ'ন। এ স্থলে আস্বাদক-আস্বাদ্যের স্পষ্ট বিশেষ উপলব্ধি হয় না। ভগবান্ই একমাত্র অনুশীলনীয় তত্ত্ব বলিয়া উক্ত শ্লোকের চরমাংশে দৃষ্ট হ'ন। আস্বাদ্য পদার্থের গুণগণ-মধ্যে এক একটী গুণ অবলম্বিত হইয়া ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অভিধা নির্ণীত হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত গুণগণ সমগ্র সন্নিবেশিত হইয়া শ্রীভাগবতের চতুঃশ্লোকের অন্তর্গত "যথা মহান্তি ভূতানি" শ্লোকের উদ্দেশ্য ভগবৎ-স্বরূপ জীব-সমাধিতে প্রকাশ হয়। যত প্রকার ঈশ্বরনাম* ও স্বরূপ জগতে প্রচলিত আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভগবৎ-স্বরূপের নৈর্ম্মল্যপ্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত পারমহংস্য-সংহিতার ভাগবত-নাম হইয়াছে। বস্তুতস্তু ভগবান্ই সর্ব্বগুণাধার। মূল গুণ বাস্তবিক ছয়টী ভগবচ্ছব্দবাচ্য, যথা পুরাণে,—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ অর্থাৎ মঙ্গল, শ্রী অর্থ্যাৎ সৌন্দর্য্য, জ্ঞান অর্থাৎ অদ্বয়ত্ব এবং বৈরাগ্য অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব—এই ছয়টির নাম ভগ। যাঁহাতে ইহারা পূর্ণরূপে লক্ষিত হয়, তিনি ভগবান্। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ভগবান্ কেবলগুণ বা গুণসমষ্টি ন'ন, কিন্তু কোন স্বরূপবিশেষ, যাহাতে ঐ সকল গুণ স্বাভাবিক ন্যস্ত আছে। উক্ত ছয়টী গণের মধ্যে ঐশ্বর্য্য ও শ্রী, ভগবৎ-স্বরূপের সহিত ঐক্যভাবে প্রতীত হয়। অন্য চারিটী গুণ, গুণরূপে

---

* 1. God, goodness, যশঃ। 2. Alla, greatness, ঐশ্বর্য্য। 3. পরমাত্মা, Spirituality, বৈরাগ্য। 4. Brahma, Spiritual-unity, জ্ঞান, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ঈশ্বরনাম ও তন্নির্দ্দেশ্য গুণ।

দেদীপ্যমান আছে। ঐশ্বর্য্যাত্মক স্বরূপে, আস্বাদের পরিমাণ ক্ষুদ্র থাকায়, উহা অপেক্ষা সৌন্দর্য্যাত্মক স্বরূপটী অধিকতর আস্বাদকপ্রিয় হইয়াছে। উহাতে একমাত্র মাধুর্য্যের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। ঐশ্বর্য্যাদি আর পাঁচটী গুণ ঐ স্বরূপের গুণ-পরিচয়-রূপে ন্যস্ত আছে। মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে স্বভাবতঃ একটী বিপর্য্যয়-ক্রম-সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। যেখানে মাধুর্য্যের সমৃদ্ধি, সেখানে ঐশ্বর্য্যের খর্ব্বতা। যেখানে ঐশ্বর্য্যের সমৃদ্ধি, সেখানে মাধুর্য্যের খর্ব্বতা। যে পরিমাণে একটী বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে অন্যটী খর্ব্ব হয়। মাধুর্য্যস্বরূপসম্বন্ধে চমৎকারিতা এই যে, তাহাতে আস্বাদক-আস্বাদ্যের স্বাতন্ত্র্য ও সমানতা উভয় পক্ষের স্বীকৃত হয়। এবম্ভুত অবস্থায় আস্বাদ্য বস্তুর ঈশ্বরতা, ব্রহ্মতা ও পরমাত্মার কিছুমাত্র খর্ব্বতা হয় না, যেহেতু পরম-তত্ত্ব স্বতঃ অবস্থাশূন্য থাকিয়াও আস্বাদকদিগের অধিকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে প্রতীত হন। মাধুর্য্যরসকদম্ব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই একমাত্র স্বাধীন ভগবদনুশীলনের বিষয়।

ঐশ্বর্য্যোদ্দেশ ব্যতীত ভগবদনুশীলন ফলবান্ হইতে পারে কি না, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া রাসলীলা-বর্ণনসময়ে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যথা ;—

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্।। (ভাঃ ১০।২৯।১২)

উত্তমাধিকারপ্রাপ্তা রাগাত্মিকা নিত্যসিদ্ধাগণের শ্রীকৃষ্ণরাসপ্রাপ্তি স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু কোমলশ্রদ্ধ-রাগানুগাগণ নির্গুণতা লাভ করেন নাই। তাঁহাদের ধ্যানাদি গুণ বিকারময়। মায়িক গুণ উপরতির জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন ; কিন্তু তাঁহারা কৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না, কেবল সর্ব্বাকর্ষক কান্ত বলিয়া জানিতেন। সেইরূপ প্রবৃত্তির দ্বারা কিরূপে তাঁহাদের গুণ-প্রবাহের উপরম হইয়াছিল ?

তদুত্তরে শ্রীশুকদেব কহিলেন ;—

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ।।
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ (ভা ১০।২৯।১৩-১৪)

শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণে দ্বেষ করিয়াও যখন সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন অধোক্ষজের প্রতি যাঁহারা প্রীতির অনুশীলন করেন, তাঁহাদের সিদ্ধি-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে সংশয় কি? যদি বল, ভগবানের অব্যয়তা, অপ্রমেয়তা, নির্গুণতা এবং অপ্রাকৃত গুণময়তা, এইরূপ ঐশ্বর্য্যগত ভাবের আলোচনা না করিলে কিরূপে নিত্যমঙ্গল সম্ভব হইবে, তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে, ভগবৎসত্তার মাধুর্য্যময় স্বরূপ-অভিব্যক্তিই সর্বজীবের নিতান্ত শ্রেয়োজনক। ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণের মধ্যে শ্রী অর্থাৎ ভগবৎসৌন্দর্য্যই সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন, ইহা শুকদেব কর্তৃক সিদ্ধান্তিত হইল। অতএব তদবলম্বী উত্তমাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধ উভয়েরই নিঃশ্রেয়সলাভ হয়। কোমলশ্রদ্ধেরা সাধনবলে পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্মজ গুণময়সত্তা পরিত্যাগপূর্বক উত্তমাধিকারী হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্ত হন, কিন্তু উত্তমাধিকারিগণ উদ্দীপন উপলব্ধিমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণরাসমণ্ডলে প্রবেশ করেন।

এতন্নিবন্ধন শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে (পূর্ব বিভাগ ১।৯) ভক্তির সাধারণ লক্ষণ এইরূপ লক্ষিত হয়,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।

উত্তমা ভক্তির লক্ষণ অনুশীলন। কাহার অনুশীলন?—ব্রহ্মের, পরমাত্মার বা নারায়ণের? না, ব্রহ্মের নয়, যেহেতু ব্রহ্ম নির্বিশেষ চিন্তার বিষয়, ভক্তি তাঁহাতে আশ্রয় পায় না। পরমাত্মারও নয়, যেহেতু ঐ তত্ত্ব যোগমার্গানু-

সন্ধেয়, ভক্তিমার্গের বিষয় নয়। নারায়ণেরও সম্পূর্ণ নয়, যেহেতু ভক্তির সকল প্রবৃত্তি নারায়ণকে আশ্রয় করিতে পারে না। জীবের ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্ম-তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলে, প্রথমে ভগবজ্‌জ্ঞানের উদয়কালে, শান্ত নামক একটী রসের আবির্ভাব হয়। ঐ রস নারায়ণপর। কিন্তু ঐ রসটী উদাসীন ভাবাপন্ন। নারায়ণের প্রতি যখন মমতায় উদয় হয়, তখন প্রভু-দাস-সম্বন্ধ-বোধ হইতে একটী দাস্য-নামক রসের কার্য্য হইতে থাকে। নারারণ-তত্ত্বে ঐ রসের আর উন্নতি সম্ভব হয় না, কেননা নারারণস্বরূপটি সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর-রসের আস্পদ কখনই হইতে পারে না। কাহার এমত সাহস হইবে যে নারায়ণের গলদেশ ধারণপূর্ব্বক কহিবে যে, "সখে আমি তোমার জন্য কিছু উপহার আনিয়াছি, গ্রহণ কর।" কোন্ জীব বা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া পুত্রস্নেহ-সূত্রে তাঁহাকে চুম্বন করিতে সক্ষম হইবে? কেই বা কহিতে পারিবে, "হে প্রিয়বর! তুমি আমার প্রাণনাথ, আমি তোমার পত্নী।" মহারাজরাজেশ্বর পরমৈশ্বর্য্যপতি নারায়ণ কতদূর গম্ভীর এবং ক্ষুদ্র, দীন, হীন জীব কতদূর অক্ষম! তাহার পক্ষে নারায়নের প্রতি ভয়, সম্ভ্রমও উপাসনা পরিত্যাগ করা নিতান্ত কঠিন। কিন্তু উপাস্য পদার্থ পরমদয়ালু ও বিলাপরায়ণ। তিনি যখন জীবের উচ্চগতি দৃষ্টি করেন ও সখ্যাদি রসের উদয় দেখেন, তখন পরমানুগ্রহপূর্ব্বক ঐ সকল উচ্চ রসের বিষয়ীভূত হইয়া জীবের সহিত অপ্রাকৃত লীলায় প্রবৃত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই ভক্তিপ্রবৃত্তির পূর্ণরূপে বিষয় হইয়াছেন। অতএব কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তির পূর্ণ লক্ষণ। সেই কৃষ্ণানুশীলনে সধর্ম্মোন্নতি ব্যতীত আর কোন অভিলাষ থাকিবে না। মুক্তি বা ভুক্তি বাঞ্ছার অনুশীলন হইলে কোন ক্রমেই রসের উন্নতি হয় না। অনুশীলন স্বভাবতঃ কর্ম্ম বা জ্ঞানরূপী হইবে। কিন্তু কর্ম্মচর্চ্চা ও জ্ঞানচর্চ্চা ঐ চমৎকার সূক্ষ্ম প্রবৃত্তিকে আবৃত না করে। জ্ঞান তাহাকে আবৃত করিলে ব্রহ্ম-পরায়ণ করিয়া তাহার স্বরূপ লোপ করিয়া ফেলিবে। কর্ম্ম তাহাকে আবৃত

করিলে জীবচিত্ত সামান্য স্মার্ত্তগণের ন্যায় কর্ম্মজড় হইয়া অবশেষে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব হইতে দূরীভূত হইয়া পাষণ্ড কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। ক্রোধাদি চেষ্টাও অনুশীলন, তত্তচ্চেষ্টাদ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করিলে কংসাদির ন্যায় বৈরস্য ভোগ করিতে হয়, অতএব ঐ অনুশীলন প্রাতিকূল্যরূপে না হয়। এস্থলে কেহ বিতর্ক করিতে পারেন যে, যদি ভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপা হয়েন তবে কর্ম্ম ও জ্ঞান নামই যথেষ্ট, ভক্তি বলিয়া একটী নিরর্থক আখ্যা দিবার তাৎপর্য্য কি? এতদ্বিতর্কের মীমাংসা এই যে, কর্ম্ম ও জ্ঞাম-নামে ভক্তিতত্ত্বের তাৎপর্য্য ঘটে না। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মে একটী একটী পৃথক্ ফল আছে। জীবের স্বধর্ম্মপ্রাপ্তিই যে সমস্ত কর্ম্মের মুখ্য প্রয়োগজন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু সকল কর্ম্মেরই একটী একটী নিকটস্থ অবান্তর ফল দেখা যায়। শারীরিক কার্য্যসকলের শরীর পুষ্টি ও ইন্দ্রিয়সুখাপ্তিরূপ অবান্তর ফল কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। মানসিক কার্য্যসকলের চিত্তসুখ ও বুদ্ধিপ্রাখর্য্যরূপ নিকটস্থ ফল লক্ষিত হয়। এই সমস্ত নিকস্থ অবান্তর ফল অতিক্রম করিয়া যিনি মুখ্য ফল পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহার প্রবৃত্তিটী ভক্তির স্বরূপ পাইতে পারে। এতন্নিবন্ধন অবান্তরফলযুক্ত কর্ম্মকে কর্ম্মকাণ্ড বলিয়া, মুখ্যফলানুসন্ধায়ী কর্ম্মকে ভক্তিযোগের অন্তর্গত সুন্দররূপে করিবার জন্য ভক্তি ও কর্ম্মের বৈজ্ঞানিক বিভাগ করা হইয়াছে। তদ্রূপ, যে জ্ঞান মুক্তিকে একমাত্র ফল বলিয়া কার্য্য করে, তাহাকে জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া, জ্ঞানের মুখ্য প্রয়োজন-সাধক প্রবৃত্তিকে ভক্তিযোগের অন্তর্গত করা হইয়াছে। ভক্তি ও জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক বিভাগ স্বীকার না করিলে সম্যক্ তত্ত্ববিচার হইতে পারে না। এতদ্বিষয়ে আর একটু কথা আছে। সমস্ত কর্ম্ম ও জ্ঞান, মুখ্য ফলসাধক হইলে, ভক্তিযোগের অন্তর্গত হয় বটে, কিন্তু কর্ম্মমধ্যে কতগুলি কর্ম্ম আছে, যাহাকে কেবল মাত্র মুখ্য ফলসাধক বলা যায়। ঐ সকল কর্ম্ম মুখ্য-ভক্তিনামে পরিচিত আছে। পূজা, জপ, ভগবদ্‌ব্রত, তীর্থগমন, ভক্তি-

শাস্ত্রানুশীলন, সাধুসেবা প্রভৃতি কার্য্যসকল ইহার উদাহরণ। অন্য সকল কর্ম্ম এবং তাহাদের অবান্তর ফল মুখ্যফলসাধক হইলে গৌণরূপে ভক্তি-নাম পাইতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তদ্রূপ ভগবজ্‌জ্ঞান ও ভাবসকল অন্যান্য জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ও বৈরাগ্য বোধ অপেক্ষা ভক্তির অধিক অনুগত, ইহা বলিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান ও বৈরাগ্য এবং তাহাদের অবান্তর ফল, মায়া হইতে মুক্তি, যদি ভগবদ্রতি সাধক হয়, তবে তাহারাও ভক্তিযোগের অন্তর্গত হয়।

কর্ম্মকাণ্ডের নাম কর্ম্মযেগে, জ্ঞানকাণ্ডের নাম জ্ঞানযোগ বা সাংখ্যযোগ এবং সাধনের মুখ্য ফল যে রতি, তত্তাৎপর্য্যক কর্ম্ম ও জ্ঞানের সহিত ভক্তির সুন্দর সম্বন্ধযোগের নাম ভক্তিযোগ। যাঁহারা এই সমন্বয়-যোগ বুঝিতে না পারেন, তাঁহারাই কেহ কর্ম্মকাণ্ড, কেহ জ্ঞানকাণ্ড, কেহ বা দেবতাকাণ্ড লইয়া অসম্যক্ সাধনে প্রবৃত্ত হন্। ভগবদ্‌গীতায় ইহা সূচিত হইয়াছে যথা,—

সাংখ্যযোগৌ পৃথাগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥ (৫।৪)
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ (৫।৫)
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ (৫।৭)

মূর্খেরাই সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানযোগ ও যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ—ইহাদিগকে পৃথক্ বলিয়া বলে। পণ্ডিতেরা এরূপ বলেন না। তাহারা বাস্তবিক এক, অতএব কর্ম্মযোগাবস্থিত পুরুষ জ্ঞানযোগের ও জ্ঞানযোগাবস্থিত পুরুষ কর্ম্ম-যোগের ফল, অর্থাৎ মুখ্য ফল ভগবদ্রতি লাভ করিয়া থাকেন। ভগবদ্রতিই যেমন সাংখ্যযোগের বিশ্রাম, তদ্রূপ কর্ম্মযোগেরও লক্ষ্য। যিনি কর্ম্মযোগ

ও জ্ঞানযোগের সম্বন্ধে ঐক্য দর্শন করেন, তিনিই তত্ত্বজ্ঞ। এই সমন্বয়-ভক্তিযোগের আশ্রয়কর্ত্তা বিশুদ্ধস্বরূপ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁহার আত্মার প্রকাশ-ক্রমে দেহাত্মাভিমানরূপ বিকৃত স্বরূপ বিজিত হয়। সুতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয়-সকল আত্মার দ্বারা পরাজিত হয়। তিনি সর্ব্বভূতকে আত্মতুল্য বোধ করেন। সমস্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়াও কিছুতেই লিপ্ত হন না, অর্থাৎ শারীরিক, সাংসারিক ও মানসিক সমস্ত কর্ম্ম জীবনাত্যয় পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু কোন কর্ম্মের অবান্তর ফল স্বীকার করেন না, কেননা সমস্ত কর্ম্ম ও অনিবার্য্য কর্ম্মফল তাঁহার একমাত্র মুখ্যফল ভগবদ্রতির পুষ্টি সম্পা-দনে নিযুক্ত থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধি-প্রাপ্ত কর্ম্মযোগিগণ এবং নির্ব্বাণাশক্ত জ্ঞানযোগিগণ অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত সমন্বয় যোগী শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয়। এই চমৎকার ভক্তিযোগের তিনটী অবস্থা অর্থাৎ সাধন, ভাব ও প্রেম।

জীবাত্মা বদ্ধাবস্থায় স্বরূপভ্রমবশতঃ অহঙ্কারক্রমে জড় শরীরে অহংবোধ করিতেছেন। আত্মার স্বধর্ম্মে যে প্রীতি, তাহাও এই অবস্থায় বিকৃতরূপে বিষয়প্রীতি হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ অবস্থায় শুদ্ধ স্বধর্ম্মপ্রাপ্তির জন্য প্রত্যগ্ গতির চেষ্টা করা আবশ্যক। অহঙ্করাত্মক স্বরূপ অবলম্বন করত অধর্ম্ম মনোবৃত্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়দ্বার আশ্রয়পূর্ব্বক ভূত ও তন্মাত্রসকলে সুখ-দুঃখ উপলব্ধি করিতেছে। এই বিষয়রাগের নাম আত্মবৃত্তির পরাক্ স্রোত। অর্থাৎ অন্তর্নিষ্ঠ ধর্ম্ম অন্যায়রূপে বহিঃস্রোত প্রাপ্ত হইয়াছে। বহির্বিষয় হইতে ঐ স্রোতের পুনরাবৃত্তির নাম অন্তঃস্রোত বা প্রত্যক্স্রোত বলিতে হইবে। যে উপায়ের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় তাহার নাম সাধনভক্তি। আত্ম-বৃত্তি বিকৃতস্রোত প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়যন্ত্রাবলম্বনপূর্ব্বক বিষয়াবিষ্ট হইতেছে। রসনার দ্বারা রসে, নাসিকার দ্বারা গন্ধে, চক্ষের দ্বারা রূপে, কর্ণের দ্বারা শব্দে ও ত্বগের দ্বারা স্পর্শে নিযুক্ত হইয়া বিকৃতবৃত্তি বিষয়াবদ্ধ হইতেছে।

স্রোতটী এত বলবান্ যে, তাহা রোধ করা মনোবৃত্তির সাধ্য নয়। ঐ স্রোতনিবৃত্তির উপায় নিম্নোক্ত ভগবদ্গীতার (২।৫৯) শ্লোকে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

বিষয়গত আত্মধর্ম্মের পরাক্স্রোত নিবৃত্তির দুই উপায়। বিষয় না পাইলে উহা কাযে কাযে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু দেহবান্ অর্থাৎ মায়িক দেহযুক্ত পুরুষের পক্ষে বিষয়বিচ্ছেদ সম্ভব নয়, তজ্জন্য অন্য কোন উপায় থাকিলে তাহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। রাগস্রোতকে বিষয় হইতে উদ্ধার করার আর একটী শ্রেষ্ঠ উপায় আছে। রাগ রস পাইলেই মুগ্ধ হয়। বিষয়রস অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট রস তাহাকে দেখাইলে সে স্বভাবতঃ তাহাই অবলম্বন করিবে। যথা ভাগবতে (১।৫।৩৪)।—

এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিণাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥

জড়প্রবৃত্তি-জাত কর্ম্মসকল জীবের বন্ধনের হেতু। কিন্তু পরতত্ত্বে তাহারা কল্পিত হইলে তাহাদের জড়সত্ত্বার নাশ হয়। এইটী রাগমার্গসাধনের মূল তত্ত্ব।

ভগবদনুশীলন

রাগমার্গসাধকদিগের সমস্ত জীবনই ভগবদনুশীলন। ঐ অনুশীলন সপ্তপ্রকার*, যথা (নিম্নে—২১৫ ও ২১৬ পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হইল)ঃ—

* উক্ত সপ্ত প্রকার অণুশীলন স্বভাবতঃ পরস্পর সাধক। যদি কেহ উহাদের সামঞ্জস্য করিতে স্বয়ং অক্ষম হন তবে উপযুক্ত আচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। যাঁহার চরিত্রে পূর্ব্বোক্ত অনুশলিনসমূহ সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয়, তাঁহার জীবন বৈষ্ণব-জীবন, তাঁহার সংসার বৈষ্ণব-সংসার এবং

প্রকার।	বিবরণ*।
১। **চিদ্গত অনুশীলন**—	১। প্রীতি, ২। সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনানুভূতি।
২। **মনোগত অনুশীলন**—	১। স্মরণ, ২। ধারণা, ৩। ধ্যান, ৪। ধ্রুবানুস্মৃতি বা নিদিধ্যাসন, ৫। সমাধি, ৬। সম্বন্ধতত্ত্ব-বিচার, ৭। অনুতাপ, ৮। যমা†, ৯। চিত্তশুদ্ধি।
৩। **দেহগত অনুশীলন**—	নিয়ম**, ২। পরিচর্য্যা, ৩। ভগবদ্ভাগবত-দর্শন-স্পর্শন, ৪। বন্দন, ৫। শ্রবণ, ৬। হৃষীক-অর্পণ, ৭। সাত্ত্বিক বিকার, ৮। ভগবদ্দাস্যভাব।
৪। **বাগ্গত অনুশীলন**—	১। স্তুতি, ২। পাঠ, ৩। কীর্তন, ৪। অধ্যাপন, ৫। প্রার্থনা, ৬। প্রচার।
৫। **সম্বন্ধগত অনুশীলন**—	১। শান্ত, ২। দাস্য, ৩। সখ্য, ৪। বাৎসল্য, ৫। কান্ত। সম্বন্ধগত প্রবৃত্তি দুই প্রকার অর্থাৎ ভগবদ্গত প্রবৃত্তি এবং ভগবজ্জনগত প্রবৃত্তি।

(১৯০ পৃষ্ঠার পাদটীকার শেষাংশ)

তাঁহার অস্তিত্ব ভগবন্ময়। জড় হইতে মুক্তি লাভ করিলে প্রথম প্রকার অনুশীলম কৈবল্যাবস্থায় † লক্ষিত হইবে। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সপ্ত প্রকার অনুশীলনেরই আবশ্যকতা আছে। গ্র, ক।

---

† কৈবল্যাবস্থায়—কেবলা ভক্তিতে স্থিতিতে। (প্রকাশক)

---

* সকলেরই উক্ত সপ্তপ্রকার অনুশীলন কর্ত্তব্য। কিন্তু সকল প্রকার "বিবরণ" সকলের অনুষ্ঠেয় নয়, যেহেতু তাহাতে অধিকার-বিচারের প্রয়োজন আছে।

† অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অসঙ্গ, হ্রী, অসঞ্চয়, আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য্য মৌণ, স্থৈর্য্য, ক্ষমা, ভয়—এই বারটী যম।

** শৌচ, জপ, তপ, হোম, শ্রদ্ধা, আতিথ্য, অর্চ্চন, তীর্থাটন, পরোপকারচেষ্টা, তুষ্টি, আচার, আচার্য্যসেবা—এই বারটী নিয়ম।

প্রকার। বিবরণ।

৬। **সমাজগত অনুশীলন**—১। বর্ণ—মানবগণের স্বভাব-অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং উহাদের ধর্ম্ম, পদ ও বার্ত্তা-বিভাগ। ২। আশ্রম—মানবগণের অবস্থান অনুসারে সাংসারিক অবস্থা বিভাগ—গার্হস্থ্য ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। ৩। সভা। ৪। সাধারণ উৎসবসমূহ। ৫। যজ্ঞাদি কর্ম্ম।

৭। **বিষয়গত অনুশীলন**—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত ভগবদ্ভাব-বিস্তারক নিদর্শন (অদৃশ্য-কাল-বিজ্ঞাপক ঘটিকা-যন্ত্রবৎ) যথা—

ক। চক্ষুর বিষয়—শ্রীমূর্ত্তি, মন্দির, গ্রন্থ, তীর্থ, যাত্রা, মহোৎসব ইত্যাদি।

খ। কর্ণের বিষয়—গ্রন্থ, গীত, বক্তৃতা, কথা ইত্যাদি।

গ। নাসিকার বিষয়—ভগবন্নিবেদিত তুলসী, পুষ্প, চন্দন ও অন্যান্য সৌগন্ধ দ্রব্য।

ঘ। রসনার বিষয়—ভগবন্নিবেদিত সুখাদ্য, সুপেয় গ্রহণ-সংকল্প। কীর্ত্তন।

ঙ। স্পর্শের বিষয়—তীর্থ-বায়ু, পবিত্র জল, বৈষ্ণব-শরীর, কৃষ্ণার্পিত কোমল শয্যা, ভগবৎসম্বন্ধি-সংসার-সমৃদ্ধিমূলক সতী-সঙ্গিনী-সঙ্গাদি।

চ। কাল—হরিবাসর, পর্ব্বদিন ইত্যাদি।

ছ। দেশ—বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, পুরুষোত্তম, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি।

ভগবদ্ভাবরূপ পরমরস দেখিলে রাগ বিষয়কে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাতে স্বভাবতঃ নিবিষ্ট হইবে। রাগের চক্ষু যখন বিষয়ে সংযুক্ত আছে, তখন কিরূপে সেই পরমরসের প্রতি দৃষ্টিপাত হয় ? সর্ব্ব-ভূত-হিত-সাধক বৈষ্ণবগণ এতন্নিবন্ধন ভগবদ্ভাবকে বিষয়ে সংমিশ্র করিবার পদ্ধতি করিয়াছেন। মায়িক বিষয় যদিও শুদ্ধ ভগবত্তত্ত্ব হইতে আদর্শানুকৃতিরূপে ভিন্ন, তথাপি মায়ার ভগবদ্-দাসীত্ববশতঃ তিনি ভগবৎসেবাপরা। যদি কেহ তাঁহাতে ভগবদ্ভাবের অর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সাদরে তাহা গ্রহণকরতঃ অগবদ্বিরুদ্ধভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎসাধক ফাব গ্রহণ করেন, ইহাই বৈষ্ণবধর্ম্মের পরম রহস্য। জীবনিচয়ের শ্রেয়ঃ-সাধনের অত্যন্ত সহজ উপায়রূপ বৈষ্ণব-সংসার-ব্যবস্থা-করণাভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ গোস্বামী ব্যাসদেবকে এইরূপ সঙ্কেত প্রদান করিয়াছেন—

ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো-
যতো জগৎ-স্থাননিরোধসম্ভবাঃ।
তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে
প্রাদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্‌॥ (ভা ১৫৷২০)

এই বিশ্বটী ভগবানের অন্যতর অবস্থান বলিয়া জান, কেননা তাঁহা হইতেই ইহার প্রকাশ, স্থিতি ও নিরোধ সিদ্ধ হয়। সমস্ত চিদন্বয়সম্বলিত বৈকুণ্ঠতত্ত্বই ভগবানের নিত্যতত্ত্ব। উপস্থিত মায়িক বিশ্ব সেই বৈকুণ্ঠের প্রতিবিম্ব অর্থাৎ প্রতিফলন। ইহার সমস্ত সত্তা, ভাব ও প্রবৃত্তি বৈকুণ্ঠের সত্তা, ভাব ও প্রবৃত্তির অনুকৃতি। ইহার ভোক্তা জীবের ভগবদ্বৈমুখ্য-নিষ্ঠাই ইহার হেয়ত্ব। হে বেদব্যাস! তুমি বিশ্বস্থিত অন্বয়ভাব বর্ণনদ্বারা ভগবল্লীলা বর্ণন করিতে আশঙ্কা করিও না, যেহেতু বৈকুণ্ঠ ও বিশ্ববর্ণন তত্ত্বতঃ একই প্রকার, কেবল নিষ্ঠাভেদে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত হইয়া উঠে। বিশ্ব-বর্ণনে ভগবদ্ভাবের উদ্দেশ থাকিলেই বৈকুণ্ঠরতি প্রকাশ হয়। তুমি তাহা স্বয়ং

আত্মপ্রত্যয়বৃত্তিদ্বারা অবগত আছ। আমাকে জিজ্ঞাসা করায় আমি তোমাকে প্রাদেশমাত্র কহিলাম। তুমি সহজ সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবল্লীলা বর্ণনদ্বারা জীবনিচয়ের বৈকুণ্ঠগতি সাধিত কর। ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্ম ও কূটসমাধি ব্যবস্থা করিয়াছিলে ; তাহা সর্ব্বত্র উপকারী নয়।

অতএব প্রত্যক্-স্রোত সাধক মহাশয়েরা ভগবদ্ভাবকে বিষয়ে বিমিশ্রিত করিয়া সমস্ত সংসারকে বৈষ্ণব-সংসার করিয়া স্থাপন করেন। যথা অন্নপ্রিয় পুরুষেরা ভগবদর্পিত মহাপ্রসাদদ্বারা রসনার প্রত্যক্-স্রোত সাধন ও শব্দপ্রিয় ব্যক্তিগণ ভগবন্নাম-লীলাদি-শ্রবণদ্বারা শ্রুতির প্রত্যগ্গতি সাধন করেন। এইরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়-বৃত্তি ও বিষয়কে ভগবদ্ভাব-সম্বর্দ্ধক করিয়া ক্রমশঃ পরম রস দেখাইয়া রাগের অন্তঃস্রোত বৃদ্ধি করিতে থাকেন। ইহার নাম সাধন-ভক্তি। 'অহং ভোক্তা' এই পাষণ্ড-ভাব হইতে জীবগণকে ক্রমশঃ উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে, সর্ব্ব-বৈষ্ণব-পূজনীয় শ্রীমহাদেব তন্ত্র-শাস্ত্রে লতাসাধন প্রভৃতি বামাচার বীরাচার ও পশ্বাচারের ক্রমব্যবস্থা করত অবশেষে জীবের ভোগ্যতা ও পরমাত্মার ভোক্তৃত্ব স্থাপন করিয়া বিষয় রস হইতে পরম-রস-প্রাপ্তির সোপান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্র ও বৈষ্ণবশাস্ত্রের কিছুমাত্র বিরোধ নাই। উহারা রাগমার্গের অধিকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা। সাধনভক্তি নবধা, যথা ভাগবতে (৭।৫।২৩),—

> **শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।**
> **অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।**

ভগবদ্বিষয়-শ্রবণ, ভগবদ্বিষয়-কীর্ত্তন, ভগবৎ-স্মরণ, ভগবদ্-ভাবোদ্ভাবক শ্রীমূর্ত্তি-সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নয় প্রকার সাধনভক্তি। এই নববিধ ভক্তিকে কোন কোন ঋষি ৬৪ প্রকার বিভাগ করিয়াছেন। কেহ এক প্রকার, কেহ বহু প্রকার, কেহ বা সর্ব্বপ্রকার সাধন করিয়া প্রয়োজন লাভ করিয়াছেন।

সাধনভক্তি দুই প্রকার অর্থাৎ বৈধী ও রাগানুগা। যে সকল সাধকের রাগ উদয় হয় নাই, তাঁহারা শাস্ত্রশাসন রূপা বৈধী ভক্তির অধিকারী। ইহাঁরা সর্ব্বদাই শাত্বতসম্প্রদায় অনুগত। রাগ নাই, কিন্তু আচার্য্যের রাগানুকরণ-পূর্ব্বক সাধনানুশীলন করিলে রাগানুগা অনুষ্ঠিতা হয়। ইহাও এক প্রকার বৈধ। কিন্তু ইহার ভাগবত অবস্থার বিধিরাহিত্য বিচারিত হইয়াছে।

সাধনভক্তি পরিপক্ব হইলে, অথবা সাধুসঙ্গবলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভাবোদয় হইতে হইতেই, বৈধ-ভক্তির অধিকার নিবৃত্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত নববিধ ভক্তি-লক্ষণ সাধনে ও ভাবে সভাবে থাকে, কেবল ভাবের সহিত ঐ সকল লক্ষণ কিছু গাঢ়রূপে প্রতীয়মান হয়। অন্তর্নিষ্ঠ দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন কিয়ৎ পরিমাণে অধিক বলবান্ হয়। সাধনভক্তিতে স্থূলদেহগত কার্য্য অধিক বলবান্। কিন্তু ভাবভক্তিতে আত্মার সূক্ষ্মসত্তার অধিক সন্নিকটস্থ চিদা-ভাসিক সত্তার কার্য্য স্থূলদেহগত কার্য্য অপেক্ষা অধিক বলবান্ হয়। এই অবস্থায় শরীরগত সম্ভ্রম অল্প হইয়া পড়ে এবং প্রয়োজনপ্রাপ্তির জন্য ব্যস্ততা ও প্রয়োজনলাভের আশা অত্যন্ত বলবতী হয়। সাধনভক্তির অঙ্গসকলের মধ্যে ভগবন্নাম-গানে বিশেষ রুচি নয়।

ভাবের পরিপাক হইলে প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়। জড়-সম্বন্ধ থাকা পর্য্যন্ত প্রেমভক্তি প্রীতির শুদ্ধ স্বরূপ লাভ করিতে পারেন না, কিন্তু ঐ তত্ত্বের প্রতিভূস্বরূপ বর্ত্তমানা থাকেন। প্রেমভক্তিসম্পন্ন পুরুষদিগের সম্পূর্ণ পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। তাঁহাদের শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব প্রবল হইয়া, স্থূল ও চিদাভাসিক অস্তিত্বকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। জীবনযাত্রায় এবম্বিধ অবস্থা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ অবস্থা নাই।

প্রেমভক্ত পুরুষগণের চরিত্রসম্বন্ধে অনেক বিতর্ক সম্ভব। বাস্তবিক তাঁহাদের চরিত্র অত্যন্ত নির্ম্মল হইলেও নিতান্ত স্বাধীন। বিধি বা যুক্ত

কখনই তাঁহাদের উপর প্রভুতা করিতে পারে না। তাঁহারা শাস্ত্রের বা সম্প্রদায়-প্রণালীর বশীভূত নহেন। তাঁহাদের কর্ম্ম দয়া হইতে নিঃসৃত হয় ও জ্ঞান স্বভাবতঃ নির্ম্মল। তাঁহারা পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত দ্বন্দ্বাতীত। জড়দেহে আবদ্ধ থাকিয়াও তাঁহারা আত্মসত্তায় সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠ দর্শন করিয়া থাকেন।

সামান্যবুদ্ধি মানবগণের নিকট তাঁহাদের বিশেষ আদর হয় না, যেহেতু কোমলশ্রদ্ধ বা মধ্যমাধিকারী ব্যক্তিরা তাঁহাদের অধিকার বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে নিন্দা করিতে পারেন। তাঁহারা শাস্ত্রে তাৎপর্য্য বুঝিয়া অবস্থা-ক্রমে বিধিবিরুদ্ধ অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন। তদ্দৃষ্টে শাস্ত্রভারবাহী লোকেরা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের দুরাচার বলিতে পারেন। সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ শরীরে সাম্প্রদায়লিঙ্গ দেখিতে না পাইয়া হঠাৎ বৈধর্ম্মী বলিয়া তাঁহাদিগকে নির্দিষ্ট করিতে পারেন। যুক্তিবাদিগণ তাঁহাদের প্রেমনিঃসৃত ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাদের কার্য্যসকলকে নিতান্ত অযুক্ত বলিতে পারেন। শুষ্ক বৈরাগিগণ তাঁহাদিগের শারীরিক ও সাংসারিক চেষ্টাসকল দেখিয়া তাঁহা-দিগকে গৃহাসক্ত ও দেহাশক্ত বলিয়া ভ্রান্ত হইতে পারেন। বিষয়াসক্ত পুরুষেরা তাঁহাদের অনাসক্ত কার্য্য দৃষ্টি করত, তাঁহাদের কার্য্য-দক্ষতার প্রতি সন্দেহ করিতে পারেন। জ্ঞানবাদিগণ তাহাদের স্বীকার নিরাকার-বাদ-সম্বন্ধে উদাসীনতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে যুক্তিহীন বলিয়া বোধ করিতে পারেন। জড়বাদিগণ তাঁহাদিগকে উন্মত্ত বলিয়া বোধ করিতে পারেন। বাস্তবিক তাঁহারা স্বাধীন ও নিন্নিষ্ঠ—এ প্রকার খণ্ড ব্যবস্থাপকদিগের অনির্দ্দেশ্য ও অবিতর্ক্য;

প্রেমভক্ত মহাপুরুষদিগের ভক্তিবৃদ্ধি অবস্থানুসারে কর্ম্মরূপতা হইয়াও কর্ম্মমিশ্রা নহে; যেহেতু তাঁহারা যে কিছু কর্ম্ম স্বীকার করেন, সে কেবল কর্ম্ম-মোক্ষ-ফল-জনক—কর্ম্ম-বন্ধ-ফল-জনক নহে। তাঁহাদের ভক্তিবৃদ্ধি

অবস্থানুসারে জ্ঞানরূপা হইয়াও জ্ঞান-মিশ্রা নয়, যেহেতু জ্ঞান-মল-রূপ নিরাকার ও নির্ব্বিশেষবাদ তাঁহাদের বিশুদ্ধ জ্ঞানকে দূষিত করিতে পারে না। জ্ঞান ও বৈরাগ্য তাঁহাদের সম্পত্তি হইলেও তাঁহারা ঐ দুইটী বিষয়কে ভক্তি-অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন না; যেহেতু ভক্তির সত্তা তদুভয় হইতে ভিন্ন, এরূপ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

কৃষকদিগের মধ্যে কৃষক, বণিক্‌দিগের মধ্যে বণিক্, দাসদিগের মধ্যে দাস, সৈনিকদিগের মধ্যে সেনাপতি, স্ত্রীর নিকটে স্বামী, পুত্রের নিকট পিতা বা মাতা, স্বামীর নিকটে স্ত্রী, পিতা-মাতার নিকটে সন্তান, ভ্রাতাদিগের নিকটে ভ্রাতা, দোষীদিগের নিকটে দণ্ডদাতা, প্রজাদিগের নিকটে রাজা, রাজার নিকটে প্রজা, পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিচারক, রোগীদিগের নিকটে বৈদ্য ও বৈদ্যের নিকটে রোগী—এবম্বিধ নানাসম্বন্ধযুক্ত হইয়াও সারগ্রাহী প্রেমভক্ত জনগণ সমস্ত ভক্তবৃন্দের আদর্শ ও পূজনীয় হইয়াছেন। তাঁহাদের কৃপাবলে যুগল-তত্ত্বের পাদাশ্রয়-রূপ তাঁহাদের একমাত্র সম্পত্তি, একান্তচিত্তে আমরা নিরত প্রত্যাশা করিতেছি। হে প্রেমভক্ত মহাজন! তুমি আমাদের তর্ক-নিষ্ঠ ও বিষয়পেশিত কঠিন হৃদয়কে তোমার সঙ্গরূপ কৃপাজল বর্ষণ করত আর্দ্র কর। রাধাকৃষ্ণের অদ্বয়তত্ত্বাত্মক অপূর্ব যুগল-তত্ত্ব আমাদের শোধিত ও বিগলিত হৃদয়ে প্রতিভাত হউক।

॥ ওঁ হরি ॥

॥ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

উপসংহার সমাপ্ত।